দশমঃ স্কন্ধঃ

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈর্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ॥

১। অন্বয়ঃ শ্রীশুকঃ উবাচ—ততঃ চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ (ষষ্ঠাব্দারম্ভ কালেন সেবিতৌ) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) ব্রজে পশুপালসম্মতৌ (পশূনাং পালনে গোপৈঃ সম্মতীভূতৌ) বভূবতুঃ। সখিভিঃ সমং (সহ) গাঃ চারয়ন্তৌ পদৈঃ (পদচিহ্নৈঃ) বৃন্দাবনং অতীব পুণ্যং চক্রতুঃ।

১। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—পৌগণ্ড (৬) বয়স প্রাপ্ত হলে রামকৃষ্ণ ব্রজে পশুপালন কাজে স্বীকৃত হলেন নন্দাদি গোপগণের দ্বারা। তখন তাঁরা সমবয়স্ক রাখাল বালকগণের সহিত ধেনু চরাতে চরাতে শ্রীচরণচিহ্নে ব্রজভূমি অতিশয় সুশোভিত করেছিলেন।

১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ ততঃ পঞ্চমবর্ষ ক্রীড়ানন্তরং, ত্বর্থে চকারো ভিন্নোপক্রমাৎ। ব্রজ ইতি পূর্ব্ববৎ, এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং, পশুপালনসম্মতাবিতি সমন্ততঃ শ্রীবৃন্দাবনবিহারার্থং সাগ্রজস্য শ্রীভগবতো গোপালনেচ্ছা চিরং জাতাস্তি। সা চ বাল্যদৃষ্ট্যা শ্রীনন্দাদীনাং স্নেহভরেণ সম্মতা ন স্যাৎ; অধুনা চ যথাকালং কিঞ্চিদ্বয়োবলাতিরেক-প্রকটনেন সম্মতাভূদিত্যর্থঃ। 'পশুপালানাং সম্মতৌ' ইতি ব্যাখ্যা তু তয়োঃ পশুপালন-প্রাবীণ্যসূচিকা, পণ্ডিতসম্মত ইতিবৎ; কিংবা পশূনাং পালানাঞ্চ সম্মতৌ সন্তৌ শ্রীভগবতা পালিতানাং মুক্তস্তন্যত্বেন মাতৃসঙ্গে মিলিতামাপি তং ত্যক্তুমশক্নুবতাং বৎসানাং তন্মাতৃণাঞ্চ তদনুগত্বেন বৃষাদীনামপি সাহচর্য্যেণ নিরুদ্ধ্যমানানামপি সর্ব্বেষাং তস্যান্তিকে সমাগমনাৎ, তেন বিনা বনে পশূনামগমনাচ্চ, তত্র তাবিতি যুগলত্বেন নির্দ্দেশাৎ, স্নেহভরত্বদ্যোতনা ক্রীড়াসৌষ্ঠবার্থা। সখিভিঃ সমমিতি, ততঃ প্রভৃতি পূর্ব্বে গোপালনান্নিবৃত্তা ইতি জ্ঞেয়ম্। যে খলু 'ততঃ প্রবয়সো গোপাঃ' (শ্রীভা॰ ১০।১৩।৩৪) ইত্যাদৌ বর্ণিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। অয়ং ভাবঃ—পূর্ব্বং স্বধর্ম্মরূপেণ গোচারণে তস্মিন্ পুত্ররূপস্য প্রতিনিধেরযোগ্যত্বাৎ শ্রীব্রজেশ্বরেণ স্বয়মেব গোচারণং কৃতম্, ততস্তৎসঙ্গানুরোধেন তৎসবয়স্কৈরেব স্বস্বগোচারণম্। অধুনা তু শ্রীকৃষ্ণেন তদারম্ভেণ তৎসঙ্গযোগ্যৈস্তৎসবয়স্কৈরেব, তদিতি এতচ্চ কার্ত্তিকশুক্লাষ্টম্যাম্; তথা চ পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—'শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ। তদ্দিনাদ্যাসুদেবোঽভূদ্গোপাঃ পূর্ব্বন্তু

বৎসপঃ ॥' ইতি। পদৈঃ তাদৃশগোসেবায়াঃ গোপজাতি-স্বধর্ম্মত্বেন পাদুকাদ্যগ্রহণাৎ সাক্ষাদুদিতৈঃ শ্রীপাদাব্জ-চিহ্নৈঃ, পুণ্যং পুণ্যজনকং সুন্দরং বা ; অতীবেতি—পূর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বতঃ প্রসর্পণেন। জী০ ১ ॥

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ততঃ—পঞ্চম বর্ষের শেষ পর্যন্ত ক্রীড়া করবার পর। **চ**—এখানে 'তু' অর্থে 'চ'—ভিন্ন বিষয়ের আরম্ভ বুঝানো হল। **ব্রজ**—ব্রজের উৎকর্ষ প্রকাশ করা হল—এ লীলা অন্য কোথাও হবার নয়। এইরূপ পরের লীলাবলী সম্বন্ধেও বুঝতে হবে **পশুপাল সম্মতৌ**—গোপগণের স্বীকৃত—শ্রীবৃন্দাবন-বিহার প্রয়োজনে সবলরাম শ্রীকৃষ্ণের গোপালনেচ্ছা বহু পূর্বেই জাত হয়েছিল, কিন্তু বাল্য অবস্থা দৃষ্টিতে স্নেহভরে শ্রীনন্দাদি গোপগণের স্বীকৃত ছিলেন না। কিন্তু অধুনা যথাকালে কিঞ্চিৎ বয়স ও বলের আতিশয্য প্রকাশ হেতু তাঁদের স্বীকৃত **তৌ**—রামকৃষ্ণ। 'গোপগণের সম্মতি' এই ব্যাখ্যা কিন্তু রামকৃষ্ণের পশুপালন-প্রবীণতা যে হয়েছে, তা প্রকাশ করছে, 'পণ্ডিত সম্মত' ইতিবৎ। অথবা, পশুপালন বিষয়ে পশুগণের এবং গোপগণের স্বীকৃত হলেন **তৌ**—রামকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পালিত দুধছাড়া বাছুর বলে মাতৃসঙ্গে মিলিত হলেও কৃষ্ণকে ত্যাগে অশক্ত বাছুরদের, এবং এদের মাদের, কৃষ্ণাশ্রয়ী হওয়া হেতু, দীর্ঘ সঙ্গের দরুণ গোপগণের প্রীতিরজ্জুতে আবদ্ধ হলেও বৃষাদির—সকলেরই কৃষ্ণের নিকট সমাগমন হেতু এবং কৃষ্ণ বিনা পশুদের বনে যেতে অসম্মতি হেতু গোপগণের দ্বারা স্বীকৃত হলেন রামকৃষ্ণ। সেখানে 'তৌ' তারা দুজন, যুগলরূপে নির্দেশ হেতু রামকৃষ্ণের দুজনের মধ্যে স্নেহাতিশয্য প্রকাশিত হচ্ছে—ক্রীড়াসৌষ্ঠব অভিপ্রায়ে। **সখিভিঃ সমম্**—সখাগণের সঙ্গে। 'ততঃ' প্রভৃতি পাঁচবৎসর অতিক্রান্তের পর—এই কথায় বুঝা যাচ্ছে পূর্বে রামকৃষ্ণ গোপালন করতে চাইলেও গোপেরা তাঁদের নিবৃত্ত করে রেখেছিলেন। বৃদ্ধ গোপেরা নিজেরাই গোপালন করতেন—যে সব কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যথা—"বৃদ্ধগোপগণ গোচারণ অনুরোধেই" ইত্যাদি—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৩৪)। এর ভাব—পূর্বে স্বধর্মরূপ সেই গোচারণে পুত্ররূপ প্রতিনিধির অযোগ্যতা হেতু শ্রীব্রজেশ্বর নিজেই গোচারণ করতেন। অতঃপর শ্রীনন্দমহারাজের সঙ্গ অনুরোধেই তার সমবয়স্ক গোপগণ নিজ নিজ ধেনু চরাতে যেতেন। অধুনা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ আরম্ভ করলে তাঁর সঙ্গযোগ্য সমবয়স্ক শ্রীদামাদি গোচারণ করতে তাঁর সঙ্গ নিলেন।—এই গোচারণও আরম্ভ হল কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে, যাকে গোপাষ্টমীও বলা হয়। পাদ্মে কার্তিক মাহাত্ম্যে এ কথা বর্ণিত আছে, যথা—"কার্তিকের শুক্লাষ্টমী যাকে পণ্ডিতগণ গোপাষ্টমী বলে স্মরণ করে, সেই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুর রাখাল হলেন, পূর্বে ছিলেন বাছুরের রাখাল।"

পদৈঃ—তাদৃশ গোসেবা সম্বন্ধে গোপজাতি নিজধর্মরূপে পাদুকাদি গ্রহণ না-করা হেতু সাক্ষাৎ উদিত শ্রীপাদাব্জ চিহ্নশ্রেণী দ্বারা **পুণ্যং**—পুণ্যজনক বা সুন্দর করলেন, **অতীব**—পূর্বের চেয়ে অধিক ভাবে সকল দিকে গতায়াতে ॥ জী০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ধেনূনাং রক্ষণং জ্যেষ্ঠস্তুতিঃ স্বৈঃ সহ খেলনম্। ধেনুকস্য বধো রক্ষা বিষাৎ পঞ্চদশে গবাম্। ততঃ পঞ্চমবর্ষক্রীড়ানন্তরং পশূনাং পালনে সম্মতৌ গোপৈঃ সম্মতীভূতৌ। তদ্দিনন্তু পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দৃষ্টম্। "শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ। তদ্দিনাদ্বাসুদেবোঽভূদ্গোপাঃ

২। তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্বিহর্ত্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্॥

২। **অন্বয়ঃ** মাধবঃ বেণুং উদীরয়ন্ (উচ্চৈঃ বাদয়ন্) স্বযশঃ গৃণদ্ভিঃ গোপৈঃ (ব্রজবালকৈঃ) বৃতঃ বলান্বিত (বলরামেণ সহ) বিহর্ত্তুকামঃ পশূন্ পুরস্কৃত্য (অগ্রেকৃত্বা) পশব্যং কুসুমাকরং তৎ (সুপ্রসিদ্ধং) বনং (বৃন্দাবনং) আবিশৎ।

২। **মূলানুবাদঃ** নিজ যশ কীর্তনকারী গোপবালকগণে পরিবৃত মাধব উচ্চস্বরে বেণু বাজাতে বাজাতে বলরামের সহিত পশুদের হিতকর বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন।

পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ ইতি। পদৈঃ পদচিহ্নৈর্ধ্বজাদিভিঃ। পুণ্যং চারু অতীবেতি। পূর্ব্বমুনবিংশতি চিহ্নানাং চরণয়োর্লঘুত্বাদ্রেখানামতিসূক্ষ্মত্বেন স্পষ্টীভাবাৎ॥ বি০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ধেনুচারণ, বলরামকে কৃষ্ণের স্তুতি, নিজজন সহ খেলা, ধেনুকাসুর বধ, কালিয় বিষ থেকে গোগণের রক্ষা—পঞ্চদশে এই সব লীলা বলা হয়েছে।

ততঃ—পঞ্চমবর্ষের শেষ পর্যন্ত ক্রীড়ার পর **পশুপাল সম্মতৌ**—পশুগণের পালনে গোপগণের দ্বারা স্বীকৃত **তৌ**—রামকৃষ্ণ। সেই ধেনু চারণের সেই প্রথম দিনটি পাদ্মে কার্তিক মাহাত্মে দেখা যায়, যথা—"কার্তিকের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যাকে পণ্ডিতগণ গোপাষ্টমী বলে স্মরণ করে, সেই দিন থেকে কৃষ্ণ ধেনুর রাখাল হলেন, পূর্বে কিন্তু ছিলেন বাছুরের রাখাল।" **পদৈঃ**—ধ্বজাদি চরণচিহ্নের দ্বারা। **পুণ্যং**—চারু। **অতীব**—পূর্বে ছোট ছোট কোমল চরণ থাকা হেতু চরণ তলের রেখাগুলির অতি সূক্ষ্মতা হেতু উনবিংশতি চিহ্ন প্রত্যেকটি স্পষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে নি—এখন কিন্তু পড়ছে, তাই 'পুণ্যর' বিশেষণ রূপে 'অতীব' পদের ব্যবহার। কৃষ্ণপদচিহ্ন ধ্বজ-বজ্রাদিতে অঙ্কিত হয়ে বৃন্দাবন এখন অতীব চারুতা ধারণ করল॥ বি০ ১॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** এবং সামান্যেন দ্বয়োরপি গোচরণাদিকমুদ্দিশ্যাধুনা বিশেষতো বিচিত্রমধুর-মধুরক্রীড়াং বক্ষ্যন্ তত্র চ শ্রীভগবতঃ প্রাধান্যং দ্যোতয়ন্ প্রথমদিনক্রীড়ামন্যত্রানির্দ্দেশার্থমাহ—তদিত্যাদিনা। তৎ শ্রীবৃন্দাবনাখ্যং, কিংবা সুপ্রসিদ্ধমনির্ব্বচনীয়ং মাহাত্ম্যং বা, তচ্ছব্দপ্রয়োগশ্চ প্রেমভরেণ স্মরণবিশেষাৎ মাধবো লক্ষ্মীকান্ত ইতি বৃন্দাবনস্য সর্ব্বসম্পদ্বিস্তারণাভিপ্রায়েণ, শ্লেষেণ বসন্ত ইব তদুল্লাসকঃ। উচ্চৈরীরয়ন্ বাদয়ন্, তচ্চ তদন্তঃপ্রবেশেন স্বস্যৈব হর্ষোদয়াৎ শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিনাং নিজপ্রবেশজ্ঞাপনেন প্রহর্ষেণোৎসুক্যাচ্চ। স্বস্য যশো গৃণদ্ভিরিতি - বিহারারম্ভে তেষাং তৎপ্রেমময়হর্ষভরোদয়ঃ সূচিতঃ। আবিশৎ আবিবেশ প্রীত্যান্তঃ বিবেশ, শ্লেষেণ পশুপক্ষিবৃক্ষাদয়স্তত্রত্যাঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টা বভূবুরিত্যর্থঃ। কুসুমানামাকর ইতি—স্বভাবত এব সদা সর্ব্বপুষ্পসমৃদ্ধেঃ। অনেন তথা পশব্যমিতি—স্বত এব পশূনাং সুখসিদ্ধ্যা তৎপালন-প্রয়াসাভাবেন চ তথা গোপৈর্বৃত ইতি বলান্বিত ইত্যেতাভ্যাং সুখবিহার-সামগ্রী দর্শিতা, অতএব বিহর্ত্তুকাম ইত্যেবোক্তম্॥ জী০ ২॥

৩। তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং মহন্মনঃপ্রখ্যপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে।

৩। অন্বয়ঃ ভগবান্ মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং (অলি মৃগদ্বিজাকুলানাং মৃদুমন্দ মধুরধ্বনয়ঃ ব্যাপ্তং) মহন্মনঃ প্রখ্যপয়ঃসরস্বতা (মহতাং মনসা তুল্যং স্বচ্ছং পয়ঃ যস্মিন্ তৎসরঃ আশ্রয়ত্বেন অস্তি যস্য তেন) শতপত্র(পদ্ম) গন্ধিনা বাতেন জুষ্টং তৎ (বনং) নিরীক্ষ্য রন্তুং মনোদধে।

৩। মূলানুবাদঃ মধুর ধ্বনিকারী ভ্রমর, মৃগ ও পক্ষিকুলের দ্বারা ব্যাপ্ত, মহৎ-মনোতুল্য শীতল মধুর স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবর-আশ্রয়ী কমলের সৌরভবাহী মন্দ মন্দ শীতল বায়ু দ্বারা সেবিত শ্রীবৃন্দাবন নিরীক্ষণ করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বিহার করতে ইচ্ছা করলেন।

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে সামান্যভাবে রামকৃষ্ণ দুজনেরই গোচারণাদি নির্ধারিত করে অধুনা বিশেষ ভাবে বিচিত্র মধুর মধুর ক্রীড়া বলতে এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য প্রকাশ করে প্রথম দিনের ক্রীড়া যাতে অন্যত্র নির্ধারিত না হয় সেই জন্য বললেন—'তৎ' ইত্যাদি বাক্যে। **তৎ**—শ্রীবৃন্দাবনাখ্য বন, কিম্বা সুপ্রসিদ্ধ অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য বিশিষ্ট বন এবং 'তৎ' শব্দ প্রয়োগ প্রেম ভরে স্মরণবিশেষ হেতু। **মাধব**—লক্ষ্মীকান্ত, এই নামটির প্রয়োগ বৃন্দাবনের সর্ব সম্পদ বিস্তারণ অভিপ্রায়ে—অর্থান্তরে শ্রীকৃষ্ণ বসন্তের মতো সর্বসম্পদ উল্লাসক। **উদীরয়ন্**—জোরে বাজাতে বাজাতে (বৃন্দাবনে প্রবেশ), শ্রীবৃন্দাবনের ভিতরে প্রবেশে নিজেরই হর্ষোদয় হেতু এবং শ্রীবৃন্দাবনবাসিদের নিজ প্রবেশ জ্ঞাপনের দ্বারা অতিশয় আনন্দ-ঔসুক্য জন্মানোর জন্য এই জোরে জোরে বাজানো। **গৃণদ্ভিঃ স্বযশো**—নিজ যশ কীর্তনকারী (গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত)—বিহার আরম্ভে তাঁদের কৃষ্ণপ্রেমময় হর্ষভরোদয় সূচিত হল। **আবিশৎ**—'আবিবেশ' বনে প্রবেশ করলেন—['আ' সীমা] প্রীতির শেষ সীমা সম্বন্ধীয় বনে প্রবেশ করলেন। অর্থান্তরে—সেখানকার পশুপক্ষিবৃক্ষ প্রভৃতি সব কিছু শ্রীকৃষ্ণাবিষ্ট হল, এরূপ অর্থ। **কুসুমাকর**—পুষ্পচয়ের আকর, স্বভাবতই সর্বদা সর্বপুষ্পসমৃদ্ধি হেতু, 'আকর' পদের প্রয়োগ। এই হেতু তথা **পশব্যং**—পশুগণের হিতকর, স্বতঃই পশুদের সুখসিদ্ধি হেতু সেই পালন-প্রয়াস অভাবের দ্বারা এবং তথা গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও রাম সমন্বিত, এই দুই বাক্যের দ্বারা সুখবিহার সামগ্রী দেখান হল। অতএব বিহার করতে ইচ্ছা করলেন, এরূপও বলা হল॥ জী০ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তদ্বনং পশব্যং পশুভ্যো হিতং। আসমন্তাদবিশৎ। মাধব ইতি শ্লেষেণ বসন্ত ইব তদুল্লাসকঃ॥ বি০ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তৎবনম্—সেই বন, **পশব্যং**—পশুদের হিতকর। **আবিশৎ**—'আ' সর্বতোভাবে, প্রবেশ করলেন। **মাধবঃ**—এই পদের ধ্বনি—বসন্তের মতো শ্রীকৃষ্ণ এই বনের উল্লাসক॥ বি০ ২॥

৪। স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্মুদা স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপুরুষঃ॥

৪। **অন্বয়ঃ** সঃ আদিপুরুষঃ তত্র তত্র ফলপ্রসূনোরুভরেণ (ফলপুষ্পভারাধিক্যেন) পাদয়োঃ স্পৃশচ্ছিখান্ বনস্পতীন্ বীক্ষ্য মুদা (হর্ষেণ) স্ময়ন্ ইব (হসন্নিব) অগ্রজং (বলদেবং) আহ।

৪। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ সেই বনে সর্বত্র দেখতে পেলেন, বট অশ্বত্থ বৃক্ষসকল অরুণ পল্লব-সম্পদরূপ উপায়ন সহ নত হয়ে তাঁর শ্রীচরণ-স্পর্শ করে আছে, আর এ-হেতু ওদের আগ ডাল ফলপুষ্পের গুরুভারে ঝুঁকে পড়ে তাঁর চরণ যুগল ছুঁয়ে আছে। এ দেখে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বড় ভাই বলরামকে হাসতে হাসতেই যেন বললেন।

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অন্যামপি তাং বর্ণয়ন্ শ্রীভগবতো বিহারারম্ভমাহ—তদিতি। মহান্তো ভগবদ্ভক্তাস্তন্মনঃপ্রখ্যত্বেনাত্যন্তস্বচ্ছত্বং শ্রীভগবদ্বিহারে যোগ্যত্বং চোক্তং, কিন্তত্র সমাস-প্রবিষ্টঃ সরস্বচ্ছব্দো বহুবচনান্ত এব জ্ঞেয়ঃ। তজ্জলকণিকাব্যাজেন মহন্মনোবৃত্তয় এবেত্যুৎপ্রেক্ষা চ ধ্বনিতা। নিরীক্ষ্য সর্ব্বতঃ প্রসন্নদৃষ্টিপ্রসারণেনানুমোদ্য মনো দধে, প্রীত্যা মনোঽভিনিবিষ্টং চক্রে। ভগবানপীতি—তন্মোহনত্বাতিশয়ো দ্যোতিতঃ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** বাল্যলীলা বর্ণন করবার পর এখন শ্রীভগবানের কৈশোরলীলা বর্ণন-আরম্ভ হচ্ছে—তৎ ইতি। **মহন্মনঃ**—'মহান্তঃ' ভগবানের ভক্তকুল, তাঁদের মনের **প্রখ্য**—সদৃশ হওয়া হেতু অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও শ্রীভগবৎবিহারের যোগ্যতা বলা হল। **পয়ঃ সরস্বতা শতপত্র-গন্ধিনা**—স্বচ্ছ জলময় সরোবর বক্ষস্থ কমলগন্ধী বায়ু **জুষ্টং**—সেবিত বন। কিন্তু এখানে সমাসপ্রবিষ্ট 'সরস্বৎ' (সরোবর) শব্দকে বহুবচনান্তরূপে জানতে হবে। এবং এই সরোবরের জল-কণিকার লক্ষণা বৃত্তিতে ভগবৎভক্ত-মনের বৃত্তি সমূহের সহিত উৎপ্রেক্ষা (উপমা) ধ্বনিত হচ্ছে। **নিরীক্ষ্য**—চতুর্দিকে **প্রসন্নদৃষ্টি** বিস্তারের দ্বারা অনুমোদন করত **মনো দধে**—প্রীতির সহিত মনকে অভিনিবিষ্ট করলেন (বিহার করবার জন্য)। **ভগবান্ অপি**—ভগবান্ হয়েও, এই কথায় এই বনের মোহনতা শক্তির আতিশয্য প্রকাশ করা হল॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদকং বনং নিরীক্ষ্য মঞ্জুঘোষা অলয়ো মৃগা দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ তৈর্ব্যাপ্তমিতি বিবিধেন সৌন্দর্য্যেণ শ্রোত্রস্য বাতেন জুষ্টং সেবিতমিতি ব্যঞ্জিতেন মান্দ্যেন মহতাং মনঃপ্রখ্যং মনঃসদৃশং শীতলমধুরস্বচ্ছং পয়ো যত্র তৎ সর আশ্রয়ত্বেনাস্তি যস্য তেনেতি শৈত্যেন চ ত্বগিন্দ্রিয়স্য মাধুর্য্যেণ রসনায়াঃ, শতপত্রগন্ধিনেতি সৌরভ্যেণ, নাসায়াঃ শতপত্রস্য সৌন্দর্য্যেণ নেত্রস্যাপ্যাহ্লাদকম্॥বি০৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** তৎ—সেই বন, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আহ্লাদক সেই বন নিরীক্ষণ করে বিহার করতে ইচ্ছা করলেন। কি করে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আহ্লাদক, তাই বলা হচ্ছে, **মঞ্জুঘোষা**—মধুর

ধ্বনিকারী অলিকুল, মৃগসমূহ, **দ্বিজা**—পক্ষিকুলে ছেঁয়ে আছে যে বন, এইরূপে বিবিধ সুস্বরে কর্ণের আহ্লাদক। বায়ু দ্বারা **জুষ্টং**—সেবিত বন, এর দ্বারা ব্যঞ্জিত মন্দ মন্দ প্রবাহের দ্বারা এবং শ্রীভগবৎ-ভক্তগণের **মনঃপ্রখ্য**—মনো সদৃশ, **পয়ঃসরস্বতা**—কমলের আশ্রয় শীতল মধুর স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবরের দ্বারা সমৃদ্ধ বন—এইরূপে বনের শৈত্যগুণে ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের, মাধুর্যে রসনেন্দ্রিয়ের, কমলের গন্ধে নাসার এবং কমলের সৌন্দর্যে নেত্রের আহ্লাদক॥ বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তত্র তত্র স্থানে স্থানে সর্ব্বত্রৈবেত্যর্থঃ শ্রীঃ সম্পৎ, ভরো ভারঃ, অরুণেতি তৈর্য্যাখ্যাতম্। যদ্বা, তেন চ হেতুনা করণেন বা স্পৃশচ্ছিখান্, এবং শ্রৈষ্ঠ্যেন বনানাং পতীন্ মহাবৃক্ষানিত্যুক্তম্। যদ্যপি 'বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাত্তৈরপুষ্পাদ্বনস্পতিঃ' ইত্যমরোক্ত্যা বনস্পতি-শব্দেন বৃক্ষসামান্যং নোচ্যতে, তথাপি লিঙ্গসমবায়ন্যায়াত্তচ্ছব্দেন বানস্পত্যা অপি গৃহ্যন্তে। স্ময়ন্নিতি—নর্ম্মদ্যোতকং "কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইবেত্যাদৌ" তৎপ্রাকট্যাৎ। তত্তদিতি—চাঞ্চল্যক্রীড়োপোদ্বলকত্বেন এবমিত্যাদিনা বক্ষ্য-মাণাচ্চ। তচ্চৈকাত্মেন সবয়স্কতয়া সহ সর্ব্বদা ক্রীড়াপরত্বেন বাল্যসখ্যাংশপ্রাবল্যাৎ, তথৈবাগ্রজস্য তদানীং গৌণত্বমালম্ব্যাহ—অগ্রজমিবেতি, অগ্রজমপি স্ময়ন্নিবেতি চ তথৈবাভিপ্রায়ঃ; দর্শয়িষ্যতে চ তদ্ভাবদ্বয়ে কস্যাপি কদাচিদ্ভূতত্বং, 'ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তম্' ইত্যাদিভ্যাম্, অতোঽগ্রজভাবাংশসদ্ভাবেন নর্ম্ম চেদং স্তুতিরীত্যৈব কৃতম্। নন্বেবঞ্চেৎ শ্রেষ্ঠত্বাদগ্রজেনৈব কথং ন তস্মৈ নর্ম্ম নির্ম্মিতম্? তত্রাহ—আদিগুণাদিনা শ্রেষ্ঠশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি, এবং কবিনা তু সবিনোদং তত্তন্নর্ম্মসঙ্গীতময়ী স্তুতিরপি তস্মিন্নেব পর্য্যবসায়িতা, এতদপি কর্ত্তব্যেষু রমণবিশেষেষু চিত্তোল্লাসেন প্রথমমেকং ক্রীড়নমেব রন্তুং মনো দধে ইত্যুক্তত্বাৎ। এবং **সনর্ম্মবচনমপি** ভগবন্নির্ম্মিতত্বাৎ সর্ব্বং যথাবদেব জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে অর্থাৎ সর্বত্রই। শ্রিয়া—'শ্রী' সম্পৎ। **ভরঃ** - ভারঃ। [স্বামিপাদ—অরুণ পল্লব সম্পৎ সহ। **স্পৃশৎ শিখান্**—চরণ ছুঁয়ে থকা শাখার ডগা যাদের সেই বনস্পতি।] অথবা, ফল পুষ্পের গুরু ভার হেতু বা উপায়ে চরণ ছোঁয়া শাখাগ্র—এইরূপে শ্রেষ্ঠতা হেতু বনের পতি, মহা বৃক্ষ, এরূপ বলা হল। যদ্যপি অমরকোষের উক্তি অনুসারে যথা, বনস্পতি—পুষ্প ব্যাতিরেকে ফলোৎপাদক বৃক্ষ, আর বানস্পত্য—ফলহীন মহাদ্রুম বট অশ্বত্থ ইত্যাদি—বনস্পতি শব্দে বৃক্ষ সামান্য বলা যায় না, তথাপি লিঙ্গসমবায় ন্যায়ে ফলহীন 'বানস্পত্য' মহাবৃক্ষ বট অশ্বত্থকে এখানে গ্রহণ করা হল। **স্ময়ন্ ইব**—যেন হাসতে হাসতে, 'নর্ম' রসিকতা সূচক হাসি হাসি মুখে যেন—কারণ এই রসিকতা প্রকাশিত হয়েছে পরে (১০।১৫।৭) শ্লোকের "গোপ্য ইব তে" অর্থাৎ "হরিণীগণ গোপরমণীগণের ন্যায় দৃষ্টিপাতের দ্বারা হে আর্য! আপনার প্রীতিসাধন করছে।" ইত্যাদি বাক্যে। সেই সেই রসিকতা সূচক চাঞ্চল্য বনবিহার লীলা পোষক হওয়া হেতু শ্রীশুকদেবও (১০।১৫।৯) শ্লোকে বললেন—"এবং বৃন্দাবনং" অর্থাৎ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিহার করতে লাগলেন।" এবং সেই রসিকতা করার কারণ অভিন্ন হৃদয় সমবয়স্কগণের সহিত সর্বদা ক্রীড়াপরভাবে বাল্য সখ্যাংশেরই প্রাবল্য, তথা তদানীং অগ্রজাংশের গৌণত্ব আশ্রয় করেই বলা হল, **অগ্রজ ইব**—যেন অগ্রজ, এই দৃষ্টিতে বলা

হল, ঠিক অগ্রজ দৃষ্টিতে নয়—'অগ্রজমপি স্ময়ন্নিব' অগ্রজ হলেও যেন রসিকতা, এই ভাবে বললেন—এই অন্বয়েও অভিপ্রায় একই। পরবর্তী (শ্রীভা০ ১০।১৫।১৪) শ্লোক প্রভৃতিতে দেখানোও হয়েছে, ভ্রাতৃ ও সখ্য ভাব দ্বয়ের মধ্যে কদাচিৎ কোনটি প্রকাশিত হয়ে যায়, যথা—"ক্বচিৎ পরিশ্রান্তং ইত্যাদি" অর্থাৎ "বলদেব ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাদসংবাহন করেন।" অতএব অগ্রজ ভাবাংশের বিদ্যমানতায় এই যে রসিকতা, এর দ্বারা আসলে স্তুতিই করা হয়েছে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এরূপ যদি হয়, তবে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা হেতু অগ্রজের দ্বারাই কেন-না কৃষ্ণের জন্য 'নর্ম' রসিকতা সূচক পদ নির্মিত হল। এরই উত্তরে, **আদি পুরুষঃ**—'আদি' গুণাদি দ্বারা যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরম তিনিই পুরুষ—পরমপুরুষ, কৃষ্ণই সেই পরমপুরুষ—(ভা০ ১।৭।৭–"কৃষ্ণে পরমপুরুষে")। অতএব "আদিপুরুষ" বাক্য প্রয়োগে কবি শ্রীশুকদেব সবিনোদ পরবর্তী (৫–৮) চারিটি শ্লোকে কিন্তু সেই সেই নর্ম সঙ্গীতময়ী স্তুতি শ্রীকৃষ্ণেই পরিণতি প্রাপ্তি করিয়েছেন। কর্তব্য বিহার বিশেষের মধ্যে এও চিত্তোল্লাসে প্রথমের একটি বিহার, কারণ আগের শ্লোকে বলা হয়েছে 'রন্তুং মনো দধে'। এইরূপে সনর্ম বচন ভগবৎনির্মিত হওয়া হেতু সবকিছু যথাবৎই জানতে হবে॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অরুণপল্লবানাং শ্রীঃ শোভা তয়া সহ অধোমুখত্বেন পাদস্পর্শনাৎ ফলানাং প্রসূনানাঞ্চোরুভরেণ পাদয়োঃ স্পৃশন্ত্যঃ শিখা যেষাং তান্ বনস্পতীন্ বৃক্ষান্ বিলোক্য স্ময়ন্ স্বয়-মান ইতি বিবক্ষিতস্য বনস্পতীনামুৎকর্ষস্য পর্য্যবসান স্বোৎকর্ষ এব স্যাৎ। স্বোৎকর্ষস্য চ স্বয়মুক্ত্যানৌচিত্যাৎ। মুদেতি আনন্দজনিতেন গাম্ভীর্য্যাভাবেনোক্ত্যা বিনা স্থাতুমশক্তেশ্চ রামে সখ্যভাবোত্থেন স্মিতেনানেন স্বমহোৎকর্ষারোপ স্তত্রৈব ব্যঞ্জিতঃ। অত্র এবাগ্রিমশ্লোকে আদিপুরুষেতি স্বনাম্নাপি তস্য সম্বোধনং করিষ্যতে, ইবেতি মদভিপ্রায়মিদং মদগ্রজো মা বুধ্যতামিতি স্মিতনিহ্নুবান্নতু স্ময়ন্নিত্যর্থং। তথাহি—"শ্রীবৃন্দাবনতদ্বাসি মাধুর্য্যোল্বনচেতসা। তৎস্তবে হরিণারব্ধে নিজোৎকর্ষাবসায়িনম্। তমালোচ্য ততো রামমপদিশ্য ব্যধায়ি সঃ॥ অতোঽত্র নৈব তাৎপর্য্যং রামোৎকর্ষানুবর্ণনে। সখ্যভাবাত্তদা রামে নর্ম্মনেদমুদীরিতম্"। ইতি ভাগবতামৃতীয়া সার্দ্ধকারিকা। আদিপুরুষ ইতি তদনুজত্বেঽপি স্বয়ং ভগবত্ত্বাত্তদাদিঃ॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অরুণ পল্লবের শোভারূপ উপায়নের সহিত অধোমুখে শ্রীচরণ স্পর্শন হেতু ফল ফুলের গুরুভারে যার শাখাগ্র শ্রীচরণ স্পর্শ করে আছে, সেই **বনস্পতিন্**—বৃক্ষসকল দেখে কৃষ্ণের মুখে হাসি ফুটে উঠল। এইরূপে অবলোকিত বৃক্ষের উৎকর্ষ-সীমাপ্রাপ্তি নিজেরই উৎকর্ষে পর্যবসিত হল, নিজের উৎকর্ষের কথা নিজ মুখে বলা অনুচিত হেতু, **মুদা ইতি**—আনন্দ জনিত গাম্ভীর্য অভাবে এবং বাক্য বিনা থাকতে অসমর্থ বলে রামে সখ্যভাবোত্থ হাসির সহিত নিজের মহা উৎকর্ষ তাঁর (রামের) উপরই আরোপ করে বলতে আরম্ভ করলেন। অতএব এখানেই ৬ নং শ্লোকে 'আদি পুরুষ' এই নিজ নামে বলরামকেই সম্বোধন করবেন। **ইব ইতি**—আমার এই অভিপ্রায় আমার অগ্রজ যেন না জানে, এই মনে করে হাসি গোপন করলেন, হাসি কিন্তু দেখালেন না। **তথা হি**—"শ্রীবৃন্দাবন ও তদ্বাসির

শ্রীভগবানুবাচ।

৫। অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্॥

৫। **অন্বয়ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ—[হে] দেববর, অহো অমী (বমস্পতয়ঃ) যৎ (যেন অপরাধেন) তরুজন্ম কৃতং তমোঽপহত্যৈ (তেষাং তমসঃ নাশায়) শিখাভিঃ সুমনঃ ফলার্হণং (ফল পুষ্পরূপ পূজোপকরণম্) উপাদায় (গৃহীত্বা) অমরার্চিতং তে (তব) পদাম্বুজং (পদকমলং) নমন্তি।

৫। **মূলানুবাদঃ** অহো যাঁরা দ্রষ্টা শ্রোতাদের অপরাধ নাশের জন্য বৃন্দাবনীয় বৃক্ষ জন্ম অঙ্গীকার করেছেন, সেই বৃক্ষরূপী সিদ্ধভক্তগণ হে দেবশ্রেষ্ঠ! পুষ্প ফলাদি পূজোপকরণ মাথায় ধারণ করে দেবার্চিত আপনার পাদাম্বুজে প্রণত হচ্ছে।

মাধুর্য মনে প্রবল হয়ে উঠলে কৃষ্ণ যখন তাদের স্তব করতে আরম্ভ করলেন তখন উহাকে নিজ উৎকর্ষে পরিণতি প্রাপ্ত বিবেচনা করে বলরামের ছলে ব্যক্ত করলেন। অতএব এখানে রামের উৎকর্ষ বর্ণনে তাৎপর্য নয়। সখ্যভাব হেতু তদা রামের নামে এই নর্ম বাক্য কীর্তিত হল।"—শ্রীভাগবতামৃত। আদিপুরুষ—বলরাম অনুজ হলেও কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলে তাঁকে 'আদি' বলা হল॥ বি০ ৪॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অহো ইতি প্রহর্ষে আশ্চর্য্যে বা। অমী ইমে স্থাবরযোনয়োঽপি; হে দেববর সর্ব্বদেবোত্তম! সুমনসঃ পুষ্পঞ্চ ফলঞ্চ তদেবার্হণং পূজোপকরণমাত্মনঃ শিখাভিরগ্রভাগৈঃ, শ্লেষেণ শিরোভিরুপাদায় উপাদেয়ত্বেন গৃহীত্বা তে তব পাদাম্বুজং নমন্তি, নমস্কুর্ব্বন্তঃ শিখাভিরেব তব পাদাম্বুজে সমর্পয়ন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং পাদাম্বুজম্? অমরা ব্রহ্মাদিদেবা মুক্তাশ্চ, তৈরপ্যর্চ্চিতম্। নন্থ কথং স্থাবরাণামীদৃশং জ্ঞানম্? তত্রাহ—তম ইতি। যেষামীদৃশো ভবস্তেষামজ্ঞানং নাস্তি এব, প্রত্যুত তমোঽপহত্যৈ পশ্যতাং শৃণ্বতাঞ্চ তমোনাশায় যৎ যৈঃ শ্রীবৃন্দাবনসম্বন্ধি তরুজন্ম কৃতমঙ্গীকৃতম্; যদ্বা, তমোঽপহত্যৈ পশুপক্ষ্যাদিবৎ তৎসঙ্গমাসক্তিদুঃখনাশায় নমন্তি কে তেঽমী? যৎ যৈস্তরুজন্ম কৃতং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। এবং নিত্যসিদ্ধান্ প্রতি বিবক্ষিতং, সাধনসিদ্ধান্ প্রতি তু আত্মনঃ তমোঽপহত্যৈ তবাপ্রাপ্তি-দুঃখনাশায় যদিত্যাদি যথা ব্রহ্মণা প্রার্থিতমিতি ভাবঃ। এবং সর্ব্বত্র প্রচারেণ মুহুঃ সর্ব্বেষামেব সুখং কার্য্যমিতি স্বৈরবিহারেচ্ছয়া প্রোক্তম্॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অহো**—অতি হর্ষে বা আশ্চর্যে। **অমী**—এই বৃক্ষসকল, স্থাবর জাতি হলেও **হে দেববর**—সর্বদেবোত্তম। **সুমনসঃ**—পুষ্প। পুষ্প ফলরূপ **অর্হণং**—পূজোপকরণ। **শিখাভিরাত্মনঃ**—নিজের ডগায়, অথবা মাথায়, **উপাদায়**—উপাদেয়রূপে গ্রহণ করে **তে**—তোমার পদকমলে প্রণাম করছে। অর্থাৎ প্রণত ডগা দ্বারা তোমার পদকমলে সমর্পণ করছে পূজোপকরণ। কিদৃশ পদকমল? **অমরার্চিতং**—'অমরাঃ' ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুক্তগণ—এদের দ্বারাও অর্চিত। আচ্ছা, স্থাবরাদির এরূপ জ্ঞান হল কি করে? এরই উত্তরে, **তমোঽপহত্যৈ**—যাদের এরূপ ভাব তাদের

৬। এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥

৬। অন্বয়ঃ হে] আদি পুরুষ, এতে অলিনঃ তব অখিললোকতীর্থং যশঃ গায়ন্তঃ অনুপথং (পথি পথি) ভজন্তে (ত্বামনুবর্ত্তন্তে) [হে] অনঘ, অমী [ভ্রমরাঃ] ভবদীয়মুখ্যাঃ মুনিগণাঃ প্রায়ঃ বনে গূঢ়ং (বাল্যলীলাবেশেনাচ্ছাদিতস্বরূপং) অপি আত্মদৈবং (নিজদেবতারূপং) [ত্বাং] ন জহাতি (ন ত্যজন্তি)।

৬। মূলানুবাদঃ হে আদি পুরুষ! এই ভ্রমরাগণ সকল লোকপাবন আপনার যশোগান করতে করতে পথে পথে আপনার পিছু পিছু চলছে। মনে হয় এরা আপনার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনিবৃন্দ। হে অপরাধ অগ্রাহী! এই বনপ্রদেশে আপনি অতি রহস্য-কুঞ্জে প্রবেশ করলেও এরা আপনার পিছ ছাড়ে না।

কখনও-ই অজ্ঞান থাকতে পারে না—প্রত্যুত এদের দর্শনকারী ও শ্রবণকারী জনদের তমো নাশের জন্য **যৎকৃতম্**—'যৎ' যৈ অর্থাৎ যাদের দ্বারা বৃন্দাবন সম্বন্ধী তরুজন্ম **কৃতম্**—অঙ্গীকৃত হয়েছে। অথবা, **তমোঽপহত্যৈ**— পশুপক্ষী আদির মতো 'তমো' কৃষ্ণবিরহ দুঃখ নাশের জন্য তরুজন্ম অঙ্গীকৃত। যারা প্রণাম করছে সেই 'অমী' কারা? এরই উত্তরে, 'যৎ' (যৈ) যাদের দ্বারা তরুজন্ম অঙ্গীকৃত—নিত্যসিদ্ধগণের প্রতি এইরূপ বক্তব্য। সাধনসিদ্ধগণের প্রতি কিন্তু নিজের **তমোঽপহত্যৈ**—তোমার অপ্রাপ্তি দুঃখ নাশের জন্য তরুজন্ম অঙ্গীকৃত, যথা ব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত, এরূপ ভাব। এবং এইরূপে সর্বত্র গমনের প্রয়োজন মুহুর্মুহু সকলের সুখ। এই জন্যই স্বৈরবিহার করতে ইচ্ছা করলেন, যা পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে॥জী০৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ স্বীয় পুষ্পফলাদিভিঃ স্বপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণার্চ্চয়াম্ ইতি মনোনুলাপং যুষ্মাকমহং জানামীতি স্ববিজ্ঞত্বং পরমভক্তান্ শ্রীবৃন্দাবনীয়বৃক্ষান্ কটাক্ষেণ জ্ঞাপয়ন্নগ্রজমাহ—অহো ইতি। শিখাভিঃ স্বস্বশিরোভিরুপায়নং তত্তদুপাদায় পাদাম্বুজং নমন্তীতি ভক্ত্যা শিরোভিরেব চরণয়োস্তত্তদর্পয়ন্তীত্যর্থঃ। কিমর্থম্ আত্মনস্তমসোঽপরাধস্যাপহত্যৈ যেনাপরাধেন কৃতমুৎপাদিতং তরুজন্ম। হন্তাস্মাভিরপরাধ এব কশ্চিৎ কৃতঃ যৎ কৃষ্ণ সন্নিধিগমনাসমর্থমস্মাকং তরুজন্ম বিধাত্রা কৃতমিতি তেষামনুরাগোত্থং বচনমেবান্ববোচদ্ভগবান্, বস্তুতস্তু ব্রহ্মাদিভিরপি প্রার্থ্যমানত্বাদ্বৃন্দাবনীয়তরুজন্মনাপরাধফলমিতি জ্ঞেয়ম্॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিজ পুষ্প ফলাদির দ্বারা নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণ পূজা করবো, তোমাদের মনের এইরূপ জল্পনা কল্পনা আমি জানি—নিজের এইরূপ বিজ্ঞত্ব পরমভক্ত শ্রীবৃন্দাবনীয় বৃক্ষদের কটাক্ষে জানিয়ে অগ্রজ বলরামকে বললেন—অহো ইতি। **শিখাভি**—নিজ নিজ মাথায় সেই ফলপুষ্পাদি উপায়ণ ধারণ করে **পদাম্বুজং নমন্তি**—ভক্তির সহিত তোমার পদাম্বুজে অর্পণ করছেন। কেন? নিজের **তমো**—অপরাধের নাশের জন্য—যে অপরাধে তরু জন্ম হয়েছে। হায় হায়, আমরা

নিশ্চয়ই কিছু অপরাধ করেছি, যে জন্য কৃষ্ণ সান্নিধ্যে গমন অসমর্থ আমাদের বৃক্ষজন্ম দিয়েছেন বিধাতা, বৃক্ষদের এইরূপ অনুরাগোত্থ বচনই অনুবাদ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ; বস্তুতস্তু অপরাধী ব্রহ্মাদিও এই বৃক্ষজন্ম প্রার্থনা করা হেতু বুঝা যাচ্ছে, বৃন্দাবনীয় বৃক্ষ জন্ম অপরাধের ফল নয়॥ বি০ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এত ইতি শ্রীমদঙ্গুল্যা দর্শয়তি। অবিশেষেণাখিললোকানাং তীর্থং সংসারমলপাবনং ত্বদ্ভক্তিমাহাত্ম্যদ্যোতক গুরুরূপং বা, অনুপথং পথি পথি ভজন্তেঽনুবর্ত্তন্তেত্বাম্। অনুপদমিতি পাঠেঽপি তথৈব। তচ্চ যুক্তমেবেত্যাহ - হে আদিপুরুষেতি। সদা স্বতঃ সর্ব্বেষাং ত্বৎসেবকত্বাদিতি ভাবঃ অত্রানুমিমীতি ইব প্রায় ইতি ভবদীয়া ভবতো নানারূপস্যোপাসকা যে তেষ্বপি পূর্ণস্য মদগ্রজরূপস্য ভবত উপাসকত্বান্মুখ্যা যে মুনয়ঃ। পরমমনন-নিশ্চিতৈতদ্রূপ-ত্বদ্ভজনেন তত এবান্যত্র মৌনশীলত্বেন চানন্যা ইত্যর্থঃ। তেষাং গণাঃ, অতএব শ্লেষেণ মুনয়োঽপি গণা অনুগা যেষাং তে মুনীশ্বরা ইত্যর্থঃ। শ্রীব্রহ্মণাপি দুর্ল্লভস্য লাভাৎ তে বনে শ্রীবৃন্দাবনে গূঢ়মন্যরূপোপাসকৈরজ্ঞাতমপি, অত্রৈব ক্বচিৎ ক্রীড়াবিশেষায় নিলীয় স্থিতমপি চ ন জহতি; তত্র হেতুঃ—আত্মদৈবমিতি, ভবদীয়মুখ্যা ইতি চ অনয়োশ্চ মিথো হেতুত্বম্। হে অনঘ! ন বিদ্যতে ভক্তানামঘং যস্মিন্ সঃ, হে অপরাধাগ্রাহিন্ পরমকারুণিকেতি যাবৎ। অনঘমাত্মদৈবমিত্যেকং বা পদম্। তদেবমেষামভীষ্টসিদ্ধিঃ কার্য্যেতি ভাবঃ। প্রায় ইতি বিতর্কে, শ্রীনারদাদিবদ্যশোগানপরমরহস্য-তদন্বেষণানুগত্যাদিসাম্যাৎ॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এতে—এই 'অলিনঃ' ভ্রমর সকল—'এই' পদের ধ্বনি, শোভাযুক্ত অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন। **অখিললোকানাম্**—নির্বিচারে যে কোন লোকের **তীর্থং**—সংসারমল পাবন তোমার যশ, বা তোমার ভক্তিমাহাত্ম্য প্রকাশক গুরুস্বরূপ তোমার যশ। **অনুপথং**—পথে পথে **ভজন্তে**—তোমার অনুগমন করছে। 'অনুপদম্' পাঠে একই অর্থ। এও সমীচীনই বটে, এর কারণ 'হে আদিপুরুষ' সম্বোধনে প্রকাশিত হল—তুমি আদিপুরুষ বলে সর্বদা স্বতঃ সকলেই তোমার সেবক। এখানে **প্রায়**—এই 'প্রায়' পদে অনুমান করা হচ্ছে—যেন এই মুনিগণ, এইরূপ। **ভবদীয় মুখ্যা মুনিগণা**—তোমার নানারূপের যে সব উপাসক আছে, তার মধ্যে পূর্ণ আমার অগ্রজরূপ তোমার উপাসক হেতু মুখ্য এই সকল মুনি। এরা মুখ্য কেন, তাই বলা হচ্ছে—তোমার এই বলরাম স্বরূপ পরম মননের দ্বারা নিশ্চয় রূপেই হৃদয়ে পাওয়া যায়—তোমার সম্বন্ধীয় ভজনের দ্বারা, তাতে আবার অন্যত্র মৌনশীলতা দ্বারা, কাজেই অনন্য এই মুনিগণ, **মুনিগণা**—মুনিদের সম্প্রদায়, অর্থান্তরে মুনিশ্বরগণ—মুনিরাও **গণা**—অনুগা যাঁদের সেই মুনিশ্বরগণ। শ্রীব্রহ্মারও যে দুর্লভ বস্তু, তা লাভ হেতু এই মুনিশ্বরগণ তোমাকে ত্যাগ করে না, **গূঢ়ং বনেঽপি**—এই বৃন্দাবনে তুমি অন্য উপাসকের নিকট অজ্ঞাত হলেও এবং এখানেই কোনও ক্রীড়াবিশেষের জন্য লুকিয়ে থাকলেও **ন জহাতি**—ত্যাগ করে না। এখানে হেতু **আত্মদৈবম্**—নিজ আরাধ্য এবং 'ভবদীয়মুখ্য' এ দুটি পদ পরস্পর একে অন্যের হেতু। **হে অনঘ**—ভক্তগণের পাপ অপরাধাদি যিনি ধরেন না সেই তিনি হলেন অনঘ—অর্থাৎ হে অপরাধ অগ্রাহী, পরম কারুণিক পর্যন্ত অর্থের গতি। অথবা, অনঘাত্মদৈবম্' একটাই পদ। এইরূপে অশেষ অভীষ্টসিদ্ধি তোমার

৭। নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ॥

৭। অন্বয়ঃ [হে] ঈড্য (স্তুতিযোগ্য) অমী শিখিনঃ (ময়ূরাঃ) মুদা (হর্ষেণ) নৃত্যন্তি, হরিণ্য গোপ্য ইব প্রিয়ম্ ঈক্ষণেন (সপ্রেম নিরীক্ষণেন) কোকিলগণাঃ চ সূক্তৈঃ (শ্রোত্রসুখদশব্দৈঃ) গৃহম্ আগতায় তে (তুভ্যং) প্রীতিং (সপ্রেমসম্ভাষণং কুর্ব্বন্তি) [এতে বনৌকসঃ (ভ্রমরাদয়ঃ) ধন্যাঃ হি (যতঃ) ইয়ান্ (অতিথি সম্মাননমেব) সতাং (সাধূনাং) নিসর্গঃ (স্বভাবঃ)।

৭। মূলানুবাদঃ হে স্তবনীয় আদিপুরুষ! আপনার আগমন-আনন্দে ময়ূর সকল নৃত্য করছে, হরিণী সকল গোপীবৎ দীঘল নয়নে চেয়ে আছে, কোকিল সকল মধুর কুহুকুহু রব করছে—এইরূপ অভ্যর্থনায় তারা সব আপনার প্রীতি সাধন করছে। ধন্য এই বনবাসিগণ। হ্যা, সাধুদের এ স্বাভাবিক ধর্মই বটে।

কার্য। **প্রায়**—বিতর্কে, শ্রীনারদাদিবৎ যশোগান পরমরহস্য—সেই অন্বেষণ-অনুগতি প্রমুখের সহিত তুল্য হওয়া হেতু এই 'প্রায়' পদের ব্যবহার॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাঃ তত্রত্যান্ জঙ্গমান্ স্তৌতি দ্বাভ্যাম্। এতেঽলিনো ভ্রমরাঃ অনুপথং তদঙ্গসৌরভানুসারিত্বাৎ, বনে ক্বচিদ্রহস্যলীলার্থং গূঢ়ং সহচরাদ্যগম্যমপি ত্বাং ন জহতি ন ত্যজন্তি। হে অনঘেতি তত্র গমনেঽপ্যেষাং ত্বয়ং ত্বং ন গৃহ্ণাসি। তস্মাদেতে ভবদীয়মুখ্যা এব মুনিগণা রহস্যলীলামননশীলা ভ্রমরী ভবন্তি, তেন ভো ভ্রমরাঃ! মদতিরহস্য কুঞ্জমপি প্রবিশ্যাস্মৎ সৌরভ্যমাস্বাদয়তমাসঙ্কুচতেতি তান্ প্রতি প্রসাদো ধ্বনিতঃ॥ বি০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দুটি শ্লোকে সেখানকার পশুপাখী প্রভৃতিকে স্তুতি করছেন। **এতে অলিনো**—এই ভ্রমরা সকল **অনুপথং**- পথে পথে, (তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছে) তোমার অঙ্গ সৌরভ অনুসরণ করা হেতু। **বনে গূঢ়ংহপি**—বনে কোনও রহস্য লীলারজন্য গূঢ়, সহচরাদিরও অগম্য হয়েও তোমাকে ত্যাগ করে না। **হে অনঘ**—ঐ গোপন স্থানে গমন করলেও এদের 'অঘ' অপরাধ তুমি গ্রহণ কর না। সেই হেতু **এতে ভবদীয়মুখ্যা**—এরা তোমার ভক্তের মধ্যে মুখ্য। **মুনিগণা**—রহস্যলীলা মননশীল জনেরা ভ্রমরী হয়। সুতরাং হে ভ্রমরগণ! আমার অতি রহস্য কুঞ্জেও প্রবেশ কর, আমার সৌরভ আস্বাদন কর অসঙ্কুচিত ভাবে, এইরূপে তাদের প্রতি প্রসাদ ধ্বনিত হল॥ বি০ ৬॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ হে ঈড্য স্তুতিযোগ্য! ইতি লজ্জয়া স্মিত্বা বিমুখীভবন্তমিবাগ্রজমভিমুখীকরোতি। মুদেত্যস্য সর্ব্বৈরপ্যনুষঙ্গঃ। ঈক্ষণেন প্রিয়ং প্রীতিং ভাবং তে তুভ্যং জনয়ন্তি। 'রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ' ইতি সম্প্রদানত্বম্। গোপ্য ইবেতি বীক্ষণস্য সুষ্ঠুতয়া প্রেম্ণা চ সাম্যাৎ, দৈর্ঘ্যচাঞ্চল্যসপ্রেমত্বাদিনা তৎস্মরণাচ্চ, অতএব শ্রীরামপ্রেয়স্যোঽপ্যন্যা জ্ঞেয়াঃ। ইত্থং পৌগণ্ডমারভ্য তাসু তস্য ভাবো-

৮। ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎপাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥

৮। অন্বয়ঃ অদ্য ইয়ং ধরণী ধন্যা তৎ পাদস্পর্শো(তব চরণস্পর্শলভমানা) তৃণবীরুধঃ করজাভিমৃষ্টাঃ (তব নখাগ্রস্পৃষ্টাঃ) দ্রুমলতাঃ নদ্যঃ অদ্রয়ঃ (গোবর্দ্ধনাদ্যাঃ) খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈঃ (স করুণ দৃষ্টিপাতৈঃ) শ্রী (লক্ষ্মীঃ) যৎস্পৃহা (যস্মৈস্পৃহয়তি) ভুজয়োরন্তরেণ (তব বক্ষসা) গোপ্যঃ (তদাখ্যাশ্যামবর্ণলতাঃ ধন্যাঃ ইতি শেষঃ)।

৮। মূলানুবাদঃ এই পৃথিবী পূর্বে বিবিধ অবতারের পাদস্পর্শে ধন্য হলেও অদ্য আপনার সম্বন্ধে পরম প্রশংসনীয় হল আপনার পদযুগল স্পর্শে দূর্বাদি, নখস্পর্শে বৃক্ষলতাগণ, সকরুণ কটাক্ষপাতে নদীপর্বত পশুপক্ষিগণ এবং লক্ষ্মীর স্পৃহণীয় বক্ষোদেশ লাভে গোপীগণ ধন্য হল।

দয়ঃ সূচিতঃ, পরমতেজস্বিত্বেন পৌগণ্ড এব কৈশোরাংশাবির্ভাবাৎ তাসামপি তাদৃশত্বাৎ। সূক্তৈঃ শ্রোত্র-সুখদশব্দৈঃ; তত্তৎ কুতঃ? গৃহমাগতায় অভ্যাগতায়েত্যর্থঃ; তচ্চ 'বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা' ইতি ন্যায়েন যুক্তমেবেত্যাহ—ইয়ানিতি॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ হে ঈড্য—হে স্তুতি যোগ্য—এই সম্বোধনের দ্বারা লজ্জায় মৃদুহাসি মুখ ফিরিয়ে নিলে অগ্রজ বলরামকে নিজের অভিমুখী করে নিচ্ছেন কৃষ্ণ। **মুদা**—হর্ষে, এই পদটি সর্বত্রই অর্থাৎ ময়ূর হরিণী প্রভৃতি সকলের সহিতই অন্বিত হবে। **প্রিয়মীক্ষণেন**—দৃষ্টি দ্বারা 'প্রিয়ম' তোমার সহিত ভাব জন্মাচ্ছে। **গোপ্য ইব**—গোপীগণের মতো—ঈক্ষণের সুষ্ঠুতা এবং প্রেমের দ্বারা সমতা, দীর্ঘ চঞ্চল নয়নে সপ্রেম দৃষ্টি ও কৃষ্ণস্মরণ হেতু। অতএব এখানে গোপী বলতে শ্রীরাম প্রেয়সী অন্য গোপীদেরই বুঝতে হবে। এইরূপে পৌগণ্ডের (৬ বৎসর) আরম্ভ থেকেই গোপীদের প্রতি কৃষ্ণের ভাবোদয় সূচিত হচ্ছে, পরম তেজস্বী বলে পৌগণ্ডেই কৈশোরের অংশ আবির্ভাব হেতু—গোপীদেরও তাদৃশ হওয়া হেতু। **সূক্তৈঃ**—কর্ণসুখদ শব্দের দ্বারা। ময়ূরাদিরও সেই সেই আনন্দ নৃত্যাদি কি জন্য? এরই উত্তরে, **গৃহমাগতায়**—গৃহাগত কৃষ্ণের অভ্যর্থনার জন্য। ইহা যুক্তিযুক্তই বটে, কারণ ন্যায় শাস্ত্র বলছে 'গৃহাগত অতিথিকে মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা সম্মান দেখাতে হবে।'॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তে গৃহমাগতায় ত্বাং গৃহমাগতাং সম্মানয়িতুং সূক্তৈঃ প্রিয়ং কুর্ব্বন্তীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ইয়ান্ সতাং নিসর্গ ইতি নৃত্য সহর্ষাবলোকনপ্রিয়বচনৈর্গৃহাগতস্য সাধো সম্মাননমিতি সতাং স্বাভাবিকো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গৃহমাগতায় গৃহাগত তোমাকে সম্মান করবার জন্য **কোকিল-গণা সূক্তৈঃ**—কোকিলগণ মধুর শব্দের দ্বারা **প্রিয়ং কুর্বন্তি**—তোমার প্রীতিসাধন করছে—'শিখিন নৃত্যন্তি' ইত্যাদি পূর্বের পদগুলির সহিতও একইভাবে 'প্রিয়ং কুর্বন্তি' পদের অন্বয় হবে অর্থাৎ ময়ূর আনন্দে

নাচছে তোমার প্রীতি সাধনে, হরিণী দীর্ঘ নয়নে চেয়ে আছে তোমার প্রীতি সাধনে ইত্যাদি। **ইয়ান্ সতাং নিসর্গঃ**—নৃত্য সহর্ষ অবলোকন প্রিয়বচনের দ্বারা গৃহাগত ব্যক্তিকে সাধু সম্মান করবে, ইহা সাধুদের স্বাভাবিক ধর্ম ॥ বি০ ৭ ॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবং তৎকর্ত্তৃকসেবয়া তান্ স্তুত্বা শ্রীরামকর্ত্তৃকপ্রসাদেনাপি ধরণ্যাদি-সহিতানেব তান্ স্তৌতি—ধন্যেতি। ইয়মাদিতো বর্ত্তমানা বিচিত্রাবতার-স্পর্শসৌভাগ্যবতী, বিশেষতঃ শ্রীবরাহশেষ প্রসাদাতিশয়-লব্ধমাহাত্ম্যাপি অদ্য ত্বদবতার এব ধন্যা, পরমপ্রশংসনীয়াভূৎ। আস্তাং তাবদস্যা ধন্যাত্বং, তৎসম্ভবানাং মধ্যে লঘিষ্ঠা ইমাঃ শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিন্যস্তৃণবীরুধঃ তৃণরূপা লতা দূর্ব্বাদ্যা অপি ধন্যাঃ, যতস্ত্বৎপাদস্পৃশঃ, এবমুত্তরত্র চ ধন্যেয়মিতি বচনলিঙ্গব্যত্যয়েনানুবর্ত্তাম্, ত্বদিতি ছান্দসো ঙসো লুক্। অতো যথাস্থানমাকর্ষণীয়ম্। যথা দ্রুমলতাশ্চ করজৈরঙ্গুলীভিঃ কিশলয়াদীনাং সৌকুমার্য্য স্পর্শায় ভূষণাদ্যর্থচ্ছেদনায় বা স্পৃষ্টাঃ সন্তঃ; 'মালত্যোঽদর্শি বঃ কচ্চিৎ' (শ্রীভা০ ১০।৩০।৮) ইত্যাদিবৎ। করজা নখা ইত্যর্থে তু তৈরভিমর্শো নাম নাগরতাসূচকঃ কিশলয়াদৌ লেখো জ্ঞেয়ঃ, স চ শ্রীগোপীনামুদ্দীপনার্থঃ, 'পৃচ্ছতেমা লতাঃ' (শ্রীভা০ ১০।৩০।১৩) ইত্যাদিবৎ। তথা 'এতা নদ্য এতে অদ্রয়োঽপি ত্বৎপাদস্পৃশঃ সন্তঃ' ইতি গম্যং যোজ্যং বা। তেষু তস্যৈব প্রাধান্যাৎ 'নদ্যস্তদা' ইত্যাদৌ, 'গৃহ্ণন্তি পাদযুগলম্' (শ্রীভা ১০।২১।১৫) ইতি, 'হন্তায়মদ্রিঃ' ইত্যাদৌ, 'যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ' (শ্রীভাঃ ১০।২১।১৮) ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। অথ গোপীপর্য্যায়ং শ্যামশারিকাং, তর্হি কথঞ্চিত্তদ্বক্ষোলগ্নাং দর্শয়ন্ শ্লেষেণাহ—গোপ্য ইতি। মৎপিতৃব্যাদবতীর্ণস্য পুনর্মৎপিতৃধর্ম্মতাং প্রাপ্তস্য গোপকন্যা পরিণয়নমেব ভবিষ্যতীতি সূচয়ন্ত্য ইতি ভাবঃ। তদেবং ভাবী যস্তস্য প্রিয়াত্বং প্রাপ্স্যন্তীভিঃ কাভিশ্চিদ্গোপীভিঃ সহ বিহারস্তস্য সূচনা কৃতা—যৎস্পৃহেতি। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীরপি যৎস্পৃহেত্যর্থঃ। ন কেবলং স্পৃহামাত্রং, কিন্তু বক্ষ্যতে চান্যন্নাগপত্নীভিঃ—'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৬।৩৬) ইতি। এবমন্যত্র গোকুলে তদপ্রাপ্তিঃ, শ্রীগোপীনামিব তদনন্যত্বাভাবাৎ তাসু তদধিকারিণীষ্বনুগতত্বাচ্চেতি ভাবঃ। অত্র সর্ব্বেষাং সর্ব্বেষু সৎস্বপি তস্য তস্য প্রসাদস্য পরমকাষ্ঠা প্রাপ্তত্বাদ্বিশেষোক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ৮ ॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম কর্তৃক সেবা সম্বন্ধে শ্রীবলদেবকে স্তুতি করে শ্রীরাম কর্তৃক প্রসাদ সম্বন্ধে ধরণী আদির সহিত শ্রীবলরামকে স্তুতি করা হচ্ছে—ধন্য ইতি। **ইয়ম্**—এই ধরণী আদিকাল থেকে বর্তমান, তাই বিচিত্র অবতারের স্পর্শ সৌভাগ্যবতী, বিশেষতঃ শ্রীবরাহদেব ও শেষ দেবের প্রসাদাতিশয়-লব্ধ মাহাত্ম্য হয়েও অদ্য তোমার এই বলরাম অবতার সম্বন্ধে ধন্য—পরম প্রশংসনীয় হল ধরণীর এই পর্যন্ত ধন্য হওয়ার কথা থাকতে দেও, এই ধরণী থেকে উদ্ভূত বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে এই বৃন্দাবনবর্তিনী **তৃণবিরুধঃ**—তৃণরূপা লতা দুর্বাদিও ধন্য, যেহেতু তোমার পাদস্পর্শ পেল, এইরূপে পর পরও অর্থাৎ 'ইয়ম্' এই নদ্যাদিও ধন্য। অতঃপর বৃক্ষ লতাদিকে আকর্ষণের কথা বলা হচ্ছে, যথা, **দ্রুমলতাঃ**—বড় বড় গাছ ও লতা, **করজৈঃ**—অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ—নব পল্লবাদির

সৌকুমার্য স্পর্শের জন্য, বা ভূষণাদির জন্য ছেঁড়ার জন্য স্পর্শপ্রাপ্ত এই দ্রুমলতা—"হে মালতিমল্লিকে-যুথি! করস্পর্শে তোমাদের আনন্দ দিতে দিতে কৃষ্ণ এই পথে গিয়েছে কি?"—(শ্রীভা॰ ১০।৩০।৮)। ইত্যাদিবৎ। **করজা**—এই পদের অর্থ 'নখ' করলে—নখের দ্বারা স্পর্শ, ইহা নাগরতা সূচক, নবপল্লবে পত্র লেখা, একপ ধ্বনি। এই পত্র লেখাও গোপীদের উদ্দীপনার জন্য—"হে সখীগণ এই লতাসকল নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সঙ্গম লাভ করেছে—নিজপতি বৃক্ষগণের বাহু আলিঙ্গন করে থাকলেও এরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণনখ স্পর্শ বশতঃই রোমাঞ্চিত হয়েছে।"—(শ্রীভা॰ ১০।৩০।১৩)। ইত্যাদিবৎ। **নদ্যোঽদ্রয়ঃ**—এই নদী ও পর্বত সকল তোমার পাদস্পর্শ পেয়েছে এরূপ জানতে হবে বা অন্বয় করতে হবে—কারণ নদী-পর্বত সম্বন্ধে পাদ-স্পর্শেরই প্রাধান্য, যথা—"কৃষ্ণের বংশীগীত শুনে নদী সকল তরঙ্গরূপ বাহু দ্বারা কমল-উপহার গ্রহণ করে তদীয় পাদযুগল ধারণ করছে।"—(শ্রীভা॰ ১০।২১।১৫) আরও, "হে অবলাগণ গোবর্ধন পর্বত রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে অতিশয় আনন্দিত হয়ে তৃণাদি উপাচারে তাঁদের পূজা করছে।"—(শ্রীভা॰ ১০।২১।১৮)। অতঃপর **গোপ্যাঽন্তরেণ ইত্যাদি**—লক্ষ্মীদেবীও যাঁর জন্য লালায়িত সেই বক্ষোদেশ লাভে গোপীগণ ধন্য—গোপীপর্য্যায়ে শ্যামশারিকা পাখী-তাই তাদের কোনও প্রকারে বলরামের বক্ষলগ্ন দেখিয়ে অর্থান্তরে বলা হচ্ছে—গোপ্য ইতি—গোপজাতীয় পিতামাতার থেকে অবতীর্ণ, পুনরায় পিতার গোপালন ধর্মে দীক্ষিত আমার গোপকন্যা-পরিণয়ই হবে, এই কথা প্রকাশিত হল, এরূপ ভাব। তার প্রিয়া স্বরূপতা প্রাপ্তি হবে এরূপ কোনও গোপীগণের সহিত যে বিহার তার সূচনা করা হল—যৎস্পৃহা ইতি। শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ নারায়ণের বক্ষোস্থিতা লক্ষ্মীও যা স্পৃহা করেন, সেই বক্ষ। কেবল যে স্পৃহা মাত্রই করেন তাই নয় "সেই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তপস্যা পর্যন্ত করেন"—(শ্রীভা॰ ১০।১৬।৩৬) শ্লোকে নাগপত্নীগণের বাক্য। এই রূপে অন্যত্র, গোকুলে সেই কৃষ্ণ সহ বিহারের যে অপ্রাপ্তি, তার কারণ গোপীদের মত কৃষ্ণে অনন্যতা ভাবের অভাব এবং সেই বিহার-অধিকারিণী গোপীদের প্রতি আনুগত্যের অভাব। এখানে এই ব্রজের সকলেরও অন্য সাধুদেরও সেই সেই প্রসাদের পরকাষ্ঠা প্রাপ্তি হওয়া হেতু এখানকার সব কিছুরই বিশেষ উক্তি, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী॰ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবং তত্তৎকর্তৃকসেবয়া তান্ স্তুত্বা শ্রীরামকর্তৃকপ্রসাদেনাপি তানে-বানুক্তৈরন্যৈশ্চ সহিতান্ স্তৌতি ধন্যেয়ং ধরণী। অন্যেত্যবতারগত স্থূলকালমাদায়োক্তিঃ বাচকেন পদেন ত্বৎস্বরূপবরাহশেষস্পর্শাদপি ত্বস্পর্শোঽস্যা অতি সুখদ ইতি দ্যোতিতম্। কুতো ধন্যেয়মিতি চেৎ ধরণীস্থানাং তৃণাদীনামপি ত্বৎসম্পর্কাদেব ইত্যাহ—তৃণানিচ বীরুধশ্চ তাস্ত্বং পাদাভ্যাং স্পৃক্ স্পর্শো যাসাং তথাভূতাঃ যতঃ দ্রুমা লতাশ্চ করজৈঃ পুষ্পত্রোটনার্থং নখৈরভিমৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ যতঃ নদ্যাদয়শ্চ সকৃপা-বলোকৈঃ—যদ্বা, সন্ "অয়ঃ শুভাবহো বিধি"র্যেভ্যস্তথাভূতৈরবলোকৈঃ সহিতা যতঃ। কিঞ্চিৎ সুগন্ধশীতলাং গোপীপর্য্যায়াং শারিকাং বল্লীং বক্ষসি কৌতুকেন ধ্রিয়মাণাং বিলোক্যাহ, গোপ্যঃ শ্যামবল্ল্যোঽপি ভুজয়োরন্তরং বক্ষস্তেন সহিতা যতঃ শ্রীঃ শোভাপি যস্মৈ স্পৃহয়তি সা। যা বল্লী শোভামপি শোভয়তীত্যত এব বক্ষসি ত্বয়া ধ্রিয়ত ইতি ভাবঃ। পক্ষে, গোপ্যো ব্রজসুন্দর্য্যঃ যৎ স্পৃহা যস্মৈ ভুজান্তরা লক্ষ্মীরপি স্পৃহয়তি। তথাহি ভাগবতামৃতীয়াঃ কারিকাঃ—"সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা। কৃষ্ণোরঃ স্পৃহয়াস্যৈব রূপং

শ্রীশুক উবাচ।

৯। এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎপ্রীতঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ॥

৯। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—এবং শ্রীমৎ বৃন্দাবনং, প্রীতঃ (বৃন্দাবনং প্রতি প্রীতঃ সন্) প্রীতমনাঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] সানুগঃ (অনুচরৈঃ সহ) অদ্রে (গোবর্দ্ধনগিরেঃ) সরিদ্রোধঃসু (মানসগঙ্গাতটেষু) পশূন্ সঞ্চারয়ন্ রেমে।

৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—এইরূপ বর্ণনা করবার পর শ্রীকৃষ্ণ সর্বশোভাসম্পদযুক্ত বৃন্দাবনের প্রতি প্রীত হয়ে সখাগণের সহিত মানসগঙ্গার তটে ধেনু চরাতে চরাতে বিহার করতে লাগলেন সন্তুষ্ট চিত্তে।

বিবৃণুতেঽধিকম্।" পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে।"শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্ব্বন্তীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিং তে তপসি কারণম। বিজিহীর্ষেত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতিসাঽব্রবীৎ। তৎদুর্ল্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ। স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতে"তি॥ বি০ ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এইরূপে বৃন্দাবনের বৃক্ষাদি সেই সব স্থাবর-জঙ্গমের যে সেবা, তার দ্বারা বলরামের স্তুতি কররার পর শ্রীবলরাম কর্তৃক তাদের প্রতি যে কৃপা, তার দ্বারাও তাঁকে স্তুতি করা হচ্ছে অনুক্ত অন্যের সহিত—ধন্য 'ইয়ং' এই ধরণী। 'অস্য' এই পদটি বলরামের অংশ-অবতার বরাহাদি গত উক্তি, স্থূলকাল অবলম্বনে। এই ধরণী কি করে ধন্য, এরূপ যদি বলা হয়, তারই উত্তরে—ধরণীস্থ তৃণাদিও তোমার সম্পর্ক হেতুই ধন্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তৃণ রূপা লতা দুর্বাদিও ধন্য, কারণ এরা সকল তোমার চরণের স্পর্শ পেয়েছে। বৃক্ষ ও লতা সকল ধন্য কারণ **করজাভিমৃষ্টা**—অঙ্গুলিতে পুষ্প ছেঁড়ার প্রয়োজনে তোমার নখের দ্বারা স্পৃষ্ট। নদী প্রভৃতি ধন্য **সদয়াবলোকৈঃ**—তোমার সকৃপাবলোকনের দ্বারা ; অথবা, 'সৎ+অয়ঃ+অবলোকৈঃ' 'অয়ঃ' পদের অর্থ মঙ্গলদায়ক ব্যাপার, যার থেকে সংঘটিত হয় তথাভূত, অবলোকন পেয়েছে এই নদী পর্বত সকল, তাই ধন্য। **গোপ্যঃ**—গোপী সকল—(গোপীপদের অর্থ শ্যামলতা-অমরকোষ) শ্যামলতা সকলও ধন্য, কারণ এরা **অন্তরেণ ভুজয়োঃ**—তোমার বক্ষের সহিত, সংলগ্ন হয়েছে। **যৎস্পৃহা শ্রীঃ**—'শ্রীঃ' শোভাও যাকে স্পৃহা করে সেই শ্যামলতা—যে লতা শোভাকেও শোভিত করে এত সুন্দর, তাই তাকে বক্ষে ধারণ করে রেখেছে, এরূপ ভাব। ব্রজগোপী পক্ষে ব্যাখ্যা—ব্রজসুন্দরীগণ ধন্য তোমার বক্ষোদেশ লাভে **যৎস্পৃহা**—লক্ষ্মীও যে বক্ষোদেশ স্পৃহা করে থাকে। এ সম্বন্ধে ভাগবতামৃতের কারিকা—"বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হয়েও শ্রীলক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের বক্ষোদেশ স্পৃহা করে এঁরই রূপ অধিকভাবে বরণ করলেন।" এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে পৌরাণিক উপাখ্যান লেখা হচ্ছে, যথা—কৃষ্ণসৌন্দর্য দেখে শ্রীলক্ষ্মীদেবী লুব্ধ হয়ে তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। তপস্যারত তাঁকে কৃষ্ণ

বললেন, তোমার তপস্যার কি কারণ ? তোমার সহিত আমি গোষ্ঠে গোপীরূপে বিহার করতে চাই, এরূপ বললেন লক্ষ্মীদেবী। এ দুর্লভ, এরূপ বললে, লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পুনরায় বললেন—হে নাথ আমি স্বর্ণ রেখা রূপে তোমার বক্ষে বাস করতে ইচ্ছা করি। 'এরূপ হউক' বললে শ্রীলক্ষ্মীদেবী সেইরূপে কৃষ্ণ-বক্ষে বিরাজমানা হলেন ॥ বি০ ৮ ॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবং সনর্ম্মবর্ণনাদিপ্রকারেণ শ্রীবৃন্দাবনং ব্যাপ্য প্রীতঃ সন্ 'কালাধ্বভাবদেশানাম্' ইত্যাদিনা কর্ম্মত্বম্। অদ্রেঃ শ্রীগোবর্দ্ধনস্য প্রীতত্বপ্রীতমনস্ত্বয়োঃ সামান্যবিশেষাভ্যাং ভেদঃ ॥ জী০ ৯ ॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এবং—এইরূপ, সনর্ম বর্ণনাদি প্রকারে বৃন্দাবনের নদনদী বৃক্ষ সব কিছুর উপর মনের তুষ্টি দেখিয়ে বিহার করতে লাগলেন। **অদ্রেঃ**—শ্রীগোবর্ধনের। 'প্রীতত্ব' প্রীতির ভাব ও 'প্রীতমনঃ' সন্তুষ্টমনা এ দু-এর মধ্যে সামান্য বিশেষ দ্বারা ভেদ ॥ জী০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবমিতি স্পষ্টম্। যদ্বা, ইত্থমগ্রজং পরিতোষ্য গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরিতি নিজোক্ত্যোদ্দীপ্তকন্দর্পস্তৎসঙ্গ এব গাঃ সখীংশ্চ নিযুজ্য ভোঃ শ্রীমদার্য্য, ক্ষণমহমত্র সুবলেন সার্দ্ধং গোবর্দ্ধনকন্দরারোধসি বিশ্রম্যাগন্তাস্মিত্বমগ্রে কালিন্দীরোধঃসু তাবদ্বিহরেত্যুক্ত্বা ততো বিযুজ্য পৌগণ্ডেঽপি কৈশোরাবির্ভাবাদ্রহসি ব্রজবালাভিঃ সার্দ্ধং রেমে ইত্যাহ—এবমগ্রজস্তত্যা তদ্বারৈব পশূন্ বৃন্দাবনং সঞ্চারয়ন্ অদ্রেঃ সরিতো মানসগঙ্গায়া রোধঃসু রেমে ইত্যন্বয়ঃ। শ্রীমতী ব্রজযোষিন্মুখ্যাস্যৈব প্রীতা প্রেমবতী যস্মিন্ সঃ। কুলালকর্ত্তৃকো ঘট ইতিবৎ প্রীতেত্যস্য বিশেষ্যত্ববিবক্ষয়া পরনিপাতঃ। অতএব প্রীতমনাঃ অনুগাভিঃ সখীভিঃ সহিতঃ ব্যাখ্যানস্যাস্য রহস্যত্বাদেতস্যাবরকং রত্নস্য কনকসম্পুটমিব ব্যাখ্যান্তরমবতারিকাং বিনৈবাস্তি। তদ্যথা শ্রীমন্তো বলদেবাদ্যাঃ প্রীতা যস্মিন্ সঃ। সানুগঃ অনুগৈঃ সহিতঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ বি০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—**এবং ইতি**—এইরূপ বৃন্দাবন। অথবা, 'এবং' এইরূপে অগ্রজকে পরিতুষ্ট করবার পর "গোপীগণ বক্ষোদেশ লাভে ধন্য" এরূপ নিজ উক্তি দ্বারাই উদ্দীপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গেই ধেনুও সখাগণকে প্রেরণ করে বললেন—হে আমার আর্য, ক্ষণকাল সুবলের সহিত এখানে এই গোবর্ধন তটে বিশ্রাম করত এই আমি আসছি, তুমি অগ্রে যমুনার তটে তত-কাল বিহার কর। এইরূপ বলে বলরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৌগণ্ডেই কৈশোরের আবির্ভাব হেতু নির্জনে ব্রজবালাদের সহিত কামকেলি করতে লাগলেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, এবং ইতি, এইরূপে অগ্রজকে স্তুতি করে তার দ্বারাই পশু সকলকে বৃন্দাবনে পরিচালনা করিয়ে **অদ্রেঃ সরিতো**—মানসগঙ্গা তটে রমণ করতে লাগলেন, এরূপ অন্বয় হবে। **শ্রীমৎ প্রীতঃ**—'শ্রীমৎ' শ্রীমতী ব্রজযোষিৎমুখ্যা রাধা। এই শ্রীরাধা প্রেমবতী যাতে সেই কৃষ্ণ। এখানে এই 'প্রীতা' পদটিরই বৈশিষ্ট্য। অতএব প্রীতমনা সখীগণের সহিত কৃষ্ণ বিহার করতে লাগলেন। এই যে উপরে 'ব্রজযোষিৎমুখ্যা' ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হল, এর রহস্যতা হেতু আবরক ব্যাখ্যান্তর রচনা বিনাই পাওয়া যায় এই শ্লোকের ভিতরেই—তা এইরূপ, যথা—'শ্রীমৎ' শ্রীমান বলদেব প্রীত যাতে সেই কৃষ্ণ, **সানুগঃ**—অনুচরগণের সহিত (বিহার করতে লাগলেন) ॥ বি০ ৯ ॥

১০। ক্বচিদ্গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ পথি সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥

১০। অন্বয়ঃ ক্বচিৎ অনুব্রতৈঃ (অনুচরৈঃ) উপগীয়মানচরিতঃ (গীতকীর্তিঃ) সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (রামেন সহ) [কৃষ্ণঃ] পথি ক্বচিৎ মদান্ধালিষু (মদেনান্ধ-ভ্রমরেষু) গায়ৎসু গায়তি (তদনুকৃত্যা গুঞ্জনং করোতি)।

১০। মূলানুবাদঃ কোনও পথে মদান্ধ ভ্রমর সকল গুঞ্জার ধ্বনি করতে থাকলে অনুচরগণের দ্বারা স্তুতকীর্তি কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণের সহিত মিলিত হয়ে ভ্রমর গুঞ্জন ধ্বনিতে গাইতে লাগলেন।

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ প্রীতমনসো রতিং দর্শয়ন্, বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ সাধারণ-দিনগতামেবাহ—ক্বচিদিত্যাদিনা। পূর্ব্বং 'কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তঃ' (শ্রীভা০ ১০।১২।৭) ইত্যাদিনা বাল-কানামেব প্রাধান্যেন তত্তৎক্রীড়োক্তা, ইদানীন্তু প্রীতমনস্ত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যৈবেতি বিশেষঃ; ক্বচিৎ কস্মিং-শ্চিৎ পথি স্রগ্বীতি পাঠে কস্মিংশ্চিৎ প্রদেশে কদাচিদিতি বা, এবমগ্রেঽপি, মদেন শ্রীবৃন্দাবনপুষ্পরসপান-জেন শ্রীভগবৎসান্নিধ্যসৌভাগ্যজেন বা অন্ধেষু মহামত্তেষু তাদৃশেষ্বলিষ্বিতি গানমাধুর্য্যমভিপ্রেতম্। সঙ্কর্ষণ-শব্দঃ শ্রীভগবতা সহ তস্যাপৃথক্তয়া গানাভিপ্রায়েণ। অনুব্রতৈস্তদেক-প্রীতিপরৈর্গোপৈঃ; অত্র ভ্রমরাণাং স্বজাতীয়স্য স্বরমাত্রস্য গানং, শ্রীভগবতস্তদনুসারিস্বরস্য তদুচিতরাগস্য চ, অনুব্রতানান্তু তয়োর্গীতবদ্ধতচ্চরি-তস্য চেতি মিথোগানমেলনং জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গায়তি—সন্তুষ্টমনা কৃষ্ণের রতি দেখাবার পর এখানে বর্তমান প্রয়োগে সাধারণ দিনগত বিহার বলা হচ্ছে—ক্বচিৎ ইত্যাদি দ্বারা। পূর্বে কেউ কেউ বেণু বাজাতে লাগলেন"—(শ্রীভা০ ১০।১২।৭) ইত্যাদি দ্বারা বালকদের প্রাধান্যে সেই সেই ক্রীড়া বলবার পর এখন কিন্তু 'প্রীতমনা' পদ প্রয়োগে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাধান্যে যে এই বিহার হচ্ছে, তা বুঝানো হল, ইহাই বিশেষ। **ক্বচিৎ**—কোনও, **পথি**—পথে। শ্রীবৃন্দাবনের কোনও প্রদেশে, বা কোন সময়ে। পরের শ্লোক গুলিতেও এইরূপ অর্থই নিতে হবে 'ক্বচিৎ' পদের। **মদান্ধালিষু**—'মদেন' শ্রীবৃন্দাবনের পুষ্পরস পান জনিত, অথবা 'মদেন' শ্রীভগবৎ সান্নিধ্য-সৌভাগ্য জনিত 'অন্ধ' মহামত্ত, তাদৃশ ভ্রমর গাইতে থাকলে এখানে 'অন্ধ অলি' পদে সখাগণের গান মাধুর্য বলাই উদ্দেশ্য। **সঙ্কর্ষণান্বিত**—সঙ্কর্ষণের সহিত মিলিত কৃষ্ণের দ্বৈতগান—কৃষ্ণের কণ্ঠের সুর অবিকল আকর্ষণ, এই মনোভাবে এখানে 'সঙ্কর্ষণ' পদের প্রয়োগ। **অনুব্রতৈঃ**—কৃষ্ণৈক প্রীতিপর গোপগণের দ্বারা। এখানে ভ্রমরদের স্বজাতীয় স্বরমাত্রই অর্থাৎ গুঞ্জার ধ্বনিই গান—শ্রীভগবানের গান, তদনুসারি স্বর তদুচিত রাগে গান। অনুচরদের কিন্তু কৃষ্ণবলরামের গীত-বদ্ধ-লীলার গান—আরও জানতে হবে পরস্পর একতানে কণ্ঠমিলিয়ে গান॥ জী০ ১০॥

১১। (অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ চ সবল্গুকূজন্তমননুকূজতি কোকিলম্॥)
ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ॥
১২। মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া॥

১১। অন্বয়ঃ ক্বচিৎ জল্পন্তং (নিনাদং কুর্বন্তং) শুকং কলবাক্যৈঃ (মধুর শব্দৈঃ) অনুজল্পতি (অনুকরোতি) ক্বচিৎ সবল্গু (সুমিষ্টং) কূজন্তং কোকিলম্ অনুকূজতি। ক্বচিৎ কূজিতং কলহংসানাম্ অনুকূজতি। ক্বচিৎ হাসয়ন্ নৃত্যন্তং বর্হিনং (ময়ূরং) অভিনৃত্যতি (নৃত্যমনুকরোতি)।

১২। অন্বয়ঃ ক্বচিৎ গো-গোপাল মনোজ্ঞয়া মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রীত্যা (আদরেন) নামভিঃ দূরগান্ (দূরগতান্) পশূন্ আহ্বয়তি।

১১ ১২। মূলানুবাদঃ কোনও পথে মধুর বোলে মুখর শুককে অনুকরণ করে সুমধুর মনোজ্ঞ ধ্বনি করতে লাগলেন। কোনও পথে কূজনকারী কোকিলকে অনুকরণ করে সুমধুর মনোজ্ঞ কণ্ঠে কুহুকুহু ধ্বনি করতে লাগলেন। আবার কোনও পথে কূজিত কলহংসগণকে অনুকরণ করে সুমধুর মনোজ্ঞ কণ্ঠে প্যাঁক প্যাঁক ধ্বনি করতে লাগলেন। কোনও পথে নৃত্যোচ্ছল ময়ূরের অভিমুখী হয়ে সখাগণকে হাসাতে হাসাতে ময়ূর-নৃত্য করতে লাগলেন।

কোনও পথে গো গোপালগণের মনোজ্ঞ জলদগম্ভীর ধ্বনিতে শ্যামলী, ধবলী প্রভৃতি নাম ধরে ধরে দূরগত গো-বৃষ বৎসদের আদরের সহিত ডাকতে লাগলেন।

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কলবাক্যৈরিতি—শুকাদপ্যুত্তমজল্পনং বোধয়তি, এবং বল্গ্বিতি চ; চ শব্দো বল্গ্বিতি সমুচ্চিনোতি, অর্থস্তথৈব, বর্হিণম্ অভি লক্ষীকৃত্য নৃত্যতি, তদভিমুখঃ সন্ নৃত্যতীত্যর্থঃ। তেষাং ব্যাখ্যানে উত্তরত্রাপ্যনুরাকর্ষণীয়ঃ। তজ্জাতিনৃত্যেনৈব তন্নির্জয়াৎ সখীন্ হাসয়ন্॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কলবাক্যৈঃ—মধুর বাক্যে, এ পদে শুকপাখী থেকেও উত্তম কণ্ঠ ধ্বনিতে অনুকরণ বুঝাচ্ছে। **চ বল্গু**—এবং মনোজ্ঞ। 'চ' শব্দের বলে এই 'বল্গু' পদটি কৃষ্ণের সব অনুকরণেই অন্বিত হবে। **বর্হিণম্ অভিনৃত্যতি**—ময়ূরের 'অভি' অভিমুখী হয়ে নাচতে লাগলেন। এই ময়ূরাদিকে ভেঙ্গানো বিষয়ে পূর্বের আসলটি থেকে এই অনুকরণই বেশী আকর্ষণীয় হল। তাদের জাতীয় নৃত্যেই তাদের হারিয়ে দেওয়া দ্বারা সখাগণকে হাসালেন॥ জী০ ১১॥

১০-১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বর্হিণমভি-লক্ষীকৃত্য নৃত্যতি সখীন্ হাসয়ন্ বর্হিণামেব রসোল্লাসয়ন্॥ বি০ ১১॥

১০-১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বর্হিণম্ অভিনৃত্যতি—ময়ূরের অনুকরণে নৃত্য করতে লাগলেন। **সখীন্ হাসায়ন্**—সখাগণকে হাসাতে হাসাতে, ময়ূর নৃত্য-রস উল্লসিত করে উঠিয়ে॥ বি০ ১১॥

১৩। চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্ব ভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ॥

১৩। অন্বয়ঃ চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্ব—ভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ (চকোরাদীন্ পক্ষিণঃ) অনুরৌতি স্ম (অনুকরোতি স্ম) [ক্বচিৎ] সত্ত্বানাং (প্রাণিনাং মধ্যে) ব্যাঘ্র-সিংহয়োঃ ভীতবৎ (যো ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ সম্বন্ধে ভীতস্তচ্চানুরৌতি)।

১৩। মূলানুবাদঃ কোনও স্থানে চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ভারদ্বাজ প্রভৃতি পক্ষিগণের অনুকরণে শব্দ করতে লাগলেন, কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে ব্যাঘ্র-সিংহের শব্দে যেন ভয় পেলেন।

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ পশূনিতি—শ্লেষেণ শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বতো দূরং গত্বা নির্ব্বুদ্ধিত্বমুক্তম্। যেন পূর্ব্ববদাত্মপশ্চাৎ এব তৎস্ফুরণাৎ দূরগত্বজ্ঞানমপি ন জাতমিতি ভাবঃ। মেঘেতি—তদর্জিতং লক্ষ্যতে; তদ্বদ্গম্ভীরয়েতি—মহাপুরুষ-স্বভাবত এব॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পশুনিতি—গো-বৃষ-ছোট বাছুর প্রভৃতি। অথবা, এ পদে বিদ্রুপাত্মক সুর ধ্বনিত-শ্রীকৃষ্ণের পাল থেকে দূরে চলে যাওয়া হেতু এদের নির্বুদ্ধিতা বলা হল। যেহেতু আগের সেই পাশে থাকার মতোই শ্রীকৃষ্ণের পিছনেই তাঁর স্ফুরণ হেতু দূরে যে চলে গিয়েছে সে জ্ঞানও হল না, এরূপ ভাব। **মেঘ ইতি**—এই পদে মেঘগর্জনকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। 'তদ্বদ্গম্ভীরয়া' মেঘগর্জনের মতো গম্ভীর (বাক্যে ডাকলেন)—মহাপুরুষ-স্বভাব বশতঃই॥ জী০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ক্বচিদিত্যনুবর্ত্তত এব, চকোরশ্চন্দ্রিকাপায়ী, ক্রৌঞ্চশ্চিঞ্চাটকন্দভক্ষী, চক্রাহ্বশ্চবাকঃ, ভরদ্বাজ এব ভারদ্বাজঃ, স্বার্থেইণ্, ব্যাঘ্রাটাখ্যঃ পক্ষী, চকোরাদীনাং কঞ্চিৎ ক্বচিদনুকৃত্য রৌতি, সর্ব্বানেব যুগপদনুকৃত্য রৌতি সর্ব্বশক্তিমত্বাৎ; ইতৈশ্বর্য্যং তত্রাপি পূর্ব্ববদ্বোধ্যম্। ভীতবৎ ইতি—ক্রীড়াকৌতুকেন, বতি-প্রত্যয়স্তয়োর্হিংস্রত্বাভাবেনাপি বস্তুতস্তাভ্যাং ভয়াভাবাৎ; স্মেতি প্রসিদ্ধমেবেদং, নাত্র সংশয়ঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ। অত্র তেষামুত্তরপক্ষে ব্যাঘ্রাদিবলাতিশয়ানাং সম্বন্ধে ভীতায়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সত্ত্বানাং মধ্যে যো ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ সম্বন্ধে ভীতস্তদ্বচ্চানুরৌতি, তেষামীষদ্ভয়দর্শনকৌতুকার্থমিতি ভাবঃ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পূর্ব পূর্ব শ্লোকের 'ক্বচিৎ' পদটি এখানে আনতে হবে 'ক্বচিৎ চকোর' এইরূপে। **চকোর**—চন্দ্রিকা পায়ী, **ক্রৌঞ্চ**—কোঁচ বক, এরা তেতুল, আলু-ওলাদি মূল ইত্যাদি খায়। **চক্রাহ্ব**—চক্রবাক্। **ভরদ্বাজঃ**—ভারুই পাখী। চকোরাদির কাউকে কখনও অনুকরণ করে চিৎকার করে, আবার কখনও সকলকেই যুগপৎ অনুকরণ করে চিৎকার করে, তাঁর সব কিছু করবার ক্ষমতা থাকা হেতু। এইরূপই ঐশ্বর্য, তা হলেও এই ঐশ্বর্যের স্বরূপটি হল, সেই পূর্বের মার বিশ্বরূপ দর্শন কালের ঐশ্বর্যের মতো সেবাবসর বুঝে এলেও বৃন্দাবনীয় রসের উত্তাল তরঙ্গে পড়ে ডুবে যায় ব্রজজনের মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

১৪। ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥

১৫। নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ॥

১৪। **অন্বয়** ঃ ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং (গোপ বালকস্য অঙ্ক এব উপাধানং যস্য) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব) আর্য্যং (শ্রীবলদেবং) পাদসংবাহনাদিভিঃ বিশ্রাময়তি।

১৫। **অন্বয়** ঃ ক্বাপি (কদাচিৎ) হসন্তৌ গৃহীতহস্তৌ (রামকৃষ্ণৌ) নৃত্যতঃ গায়তঃ বল্গতঃ মিথঃ (পরস্পরং) যুধ্যতঃ (বাহুযুদ্ধাদিকং কুর্ব্বতঃ গোপবালকান্) প্রশশংসতুঃ।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ কোথাও বলরাম খেলায় পরিশ্রান্ত হয়ে রাখালদের কোলে মাথা দিয়ে শুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাদসংবাহনাদি দ্বারা তাঁকে বিশ্রাম করালেন।

১৫। **মূলানুবাদ** ঃ কোথাও পরস্পর হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে চলতে চলতে রামকৃষ্ণ নাচন-গায়ন-লম্ফন ও বাহুযুদ্ধে উচ্ছল সখাগণকে পরিহাস ভঙ্গীতে প্রশংসা করতে লাগলেন।

ভীতবৎ—ক্রীড়া কৌতুকের জন্য ভীতের মতো ভাব প্রকাশ করলেন কৃষ্ণ। 'বৎ' বতি-প্রত্যয় প্রয়োগের কারণ হল, বৃন্দাবনের ব্যাঘ্র-সিংহের হিংস্রতা না থাকা হেতু বস্তুত তাদের থেকে ভয় নেই। **স্ম**—ইহা প্রসিদ্ধই আছে, এখানে কোনও সংশয় নেই। এখানে সখাদের দিকে অর্থ এইরূপ—ব্যাঘ্রাদি অতিশয় বলবান হিংস্র জন্তু সম্বন্ধে সখাদের ভয় দেখালেন। অথবা, প্রাণীদের মধ্যে শৃগালাদি, যারা ব্যাঘ্র-সিংহ সম্বন্ধে ভীত, ভয় পেয়ে তারা যেরূপ আর্তস্বরে ডাকে সেইরূপ শব্দ করতে লাগলেন—সখাদের ঈষৎ ভয় দেখানো কৌতুকের জন্য, এরূপ ভাব॥ জী০ ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা** ঃ কিন্তু সত্ত্বানাং প্রাণিনাং মধ্যে ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ শব্দেন ভীতবদ্ভবতি সখিষু পলায়মানেষু স্বয়মপি পলায়তে। বস্তুতস্তু-স্বস্য স্বাভাবিক শৌর্য্যেণ ভয়াভাবো বতি প্রত্যয়েনোক্তম্॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কিন্তু **সত্ত্বানাং**—প্রাণীদের মধ্যে ব্যাঘ্র-সিংহের শব্দে কৃষ্ণ যেন ভয় পেলেন, সখারা পালাতে আরম্ভ করলে নিজেও পালালেন॥ বি০ ১৩॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ আদি-শব্দাৎ বীজনাদীনি॥ জী০ ১৪॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **আদি**—এই শব্দে বীজনাদি বুঝা যাচ্ছে॥জী১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ উপবর্হণং শীর্ষোপাধানম্॥ বি০ ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **উপবর্হণং**—মাথার বালিশ॥ বি০ ১৪॥

GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR A.C.C. No. CALCUTTA

১৬। ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥

১৬। অন্বয় ঃ ক্বচিৎ নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ (বাহুযুদ্ধাদিশ্রমদুর্বলঃ) বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ (বৃক্ষমূলাশ্রয়েন কৃষ্ণঃ) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ (গোপবালকানামঙ্কং উপাধানং কৃত্বা) পল্লবতল্পেষু (পুষ্পদলাদিরচিতঃ শয্যায়াং) শেতে।

১৬। মূলানুবাদ ঃ কোথাও বাহুযুদ্ধে পরিশ্রান্ত কৃষ্ণ বৃক্ষমূলে রচিত পল্লব-শয্যায় শয়ন করলেন, বয়োজ্যেষ্ঠ সখার ক্রোড়দেশরূপ বালিশে মাথা রেখে।

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নৃত্যত ইতি ক্বাপি প্রশশংসতুঃ, বল্গতঃ উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য গতিবিশেষং কুর্ব্বতঃ, মিথোঽন্যোঽন্যমাসক্ত্যেত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, তৌ ক্বাপি নৃত্যতঃ, ক্বাপি গায়ত ইত্যেবং ক্বাপীতি সর্ব্বৈরপি যোজ্যম্। কিঞ্চ, ক্বাপি মিথো গৃহীতহস্তৌ, ক্বাপি হসন্তৌ ভবতঃ ; যদ্বা, পদদ্বয়মিদং বিশেষণত্বেন সর্ব্বত্রৈব যোজ্যম্। ক্বাপি গোপালান্ হসন্তৌ অহো ইমে গানেন গন্ধর্ব্বগণতিরস্কারিণো, নৃত্যেন বিদ্যাধরগণবিড়ম্বকাঃ, যুদ্ধেন ত্রিলোকীজিত্বরা ইত্যাদি-পরিহাসং কুর্ব্বন্তৌ প্রশশংসতুরেব, তত্ত্বতো মাহাত্ম্যবিশেষ-খ্যাপনাৎ ॥ জী০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকানুবাদ ঃ নৃত্যেতি ইতি—কোনও স্থানে নৃত্যপরায়ণ রাখালদিকে প্রশংসা করতে লাগলেন। **বল্গতঃ** লাফিয়ে লাফিয়ে চলে একটা বিশেষ গতি সঞ্চারকারী, (রাখালদিকে প্রশংসা করতেন)। **মিথো যুধ্যতে**—পরস্পর অনুরাগের সহিত যুদ্ধ। [স্বামিপাদ—নৃত্যাদিকারী গোপদিকে প্রশংসা করতে লাগলেন।] অথবা, কোথাও নৃত্যপরায়ণ রামকৃষ্ণ, কোথাও গানপরায়ণ রামকৃষ্ণ—এইরূপে 'ক্বাপি' পদটি সর্বত্রই অন্বয় হবে। আরও কোথাও **মিথো পরস্পর গৃহিতহস্তৌ**—হাত ধরাধরি করে দাঁড়ান রামকৃষ্ণ, কোথাও হাস্যোজ্জ্বল অবস্থা প্রাপ্ত রামকৃষ্ণ। অথবা, এই 'গৃহীত হস্ত' এবং 'হাস্যোজ্জ্বল' পদদ্বয় বিশেষণ রূপে সর্বত্রই অন্বিত হবে অর্থাৎ হাত-ধরাধরি ও হাস্যোজ্জ্বল রামকৃষ্ণ কোথাও নৃত্যপরায়ণ হলেন, কোথাও গাইতে লাগলেন ইত্যাদি। **গোপালান্ হসন্তৌ**—কোথাও রাখালদের পরিহাসপরায়ণ রামকৃষ্ণ, যথা—অহো এরা গানে গন্ধর্বগণকে তুচ্ছ করে দিচ্ছে, নৃত্যে বিদ্যাধরগণকে বিড়ম্বিত করছে, যুদ্ধে ত্রিলোক জয় করে নিচ্ছে ইত্যাদি পরিহাসকারী রামকৃষ্ণ বস্তুতঃ প্রশংসাই করতে লাগলেন সখাদের, কারণ এতে তত্ত্বত এদের মাহাত্ম্য বিশেষই খ্যাপিত হল ॥ জী০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ হসন্তৌ কৃষ্ণরামৌ নৃত্যাদীন্ কুর্ব্বতো গোপালান্ প্রশশংসতুঃ ॥বি১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হসন্তৌ—হাস্যোজ্জ্বল কৃষ্ণরাম নৃত্যাদিতে উচ্ছল গোপবালকদের প্রশংসা করতে লাগলেন ॥ বি০ ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ উপসংহরিষ্যন্ বিশ্রামক্রীড়াং বদন্ গোপানাং সৌভাগ্যভরং বর্ণয়তি—ক্বচিদিতি ত্রিভিঃ। পল্লবেত্যুপলক্ষণং কোমল-নবদল-কোরক পুষ্পাণাং তল্পেষু ; বহুত্বং পৃথক্

১৭। পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

অন্বয় ঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদসংবাহনং চক্রুঃ, হত পাপ্মানো কেচিৎ ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ ১৭॥

১৭। মূলানুবাদ ঃ এখন কতিপয় মহাভাগ্যবন্ত বালক শ্রীকৃষ্ণের পাদসংবাহন করতে লাগলেন, আর অপর কতিপয় নিষ্পাপ বালক মন্দ মধুর ভাবে হাওয়া করতে লাগলেন পাখা দিয়ে।

পৃথক্ পঞ্চধৈর্মিলিত্বা নির্ম্মিতত্বেন বাহুল্যাৎ। ততশ্চ বহুতরেষ্বপি তেষু তেষাং প্রীত্যৈ তত্তদলক্ষিতস্তত্তৎ-প্রেমোদ্বোধিতেন নিজশক্তিবিশেষেণ বহুরূপতয়ৈব শেতে ইতি বিজ্ঞাপয়তি; এবং ঈশচেষ্টিত ইতি বক্ষ্যমাণ-মৈশ্বর্য্যমত্রাপি সঙ্গতং স্যাৎ। নিযুদ্ধং তৈরেব সহ বাহুযুদ্ধং, তেন শ্রমঃ শ্রীগণ্ডাদিবিষয়ক মৌক্তিকসুন্দর-প্রস্বেদকণিকোদয়াদিকরঃ, তেন কর্শিতো দুর্ব্বল ইব; অনেন সখীনামপি তাদৃশং বলবত্ত্বং সূচিতম্; তথা চাগমে—'গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাসবেশৈঃ' ইতি। তদেবমপি তেষাং স্বয়মসুরমারণাদৌ যদপ্রবৃত্তিস্ত-ত্রেদং পশ্যামঃ, সর্ব্বস্য ব্রজস্য তেনাপি গুণেন শ্রীকৃষ্ণৈকসুখতার্থ-লীলাশক্তিরেব তেষামুত্তমং স্তম্ভয়তীতি। গোপেতি—তে কিঞ্চিজ্জ্যেষ্ঠা জ্ঞেয়াঃ। তত্রোপবর্হণরচনং তৎসুখলাভায়ৈব, তেন তৎ কৃতম্, কিংবা রচিত স্যাপি তেনৈব তদর্থং ত্যাগো জ্ঞেয়ঃ॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব০ বৈ০-তোষণী টীকানুবাদ ঃ উপসংহার করতে গিয়ে বিশ্রামক্রীড়া বলার মাধ্যমে সখাদের সৌভাগ্যভর বর্ণন করা হচ্ছে—ক্বচিৎ ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। **পল্লব**—এই পদটি উপ-লক্ষণে ব্যবহার হয়েছে—এর দ্বারা শয্যার আরও অনেক বিশষণকে বুঝানো হয়েছে, যথা—কোমল, নবদল, কোরক পুষ্পের শয্যা। 'তল্পেষু' এইরূপে বহুবচন প্রয়োগে বহু শয্যা বুঝা যাচ্ছে—পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ পাঁচ জনে এক একটি শয্যা নির্মাণ করাতে বহু হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর এই শয্যা বহুতর হলেও তাদের প্রীতির জন্য তাতে সেই সেই লক্ষিত সেই সেই প্রেমের দ্বারা উদ্দীপ্ত নিজ শক্তি বিশেষের দ্বারা বহুরূপে প্রাকশিত হয়ে শয়ন করলেন কৃষ্ণ প্রত্যেক শয্যাতেই, এইরূপ জানানো হল। পরবর্তী ১৯ শ্লোকে যে, বলা হল—'ঈশচেষ্টিতঃ' অর্থাৎ ঈশ্বর ভাবের লীলাকারী, এই পদটি এখানেও এনে অন্বয় করা হল। **নিযুদ্ধং**—সখা-দের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ—তাঁর এতে **শ্রমঃ**—পরিশ্রম হল, সুন্দর গাল প্রভৃতি অঙ্গে উদয় হল মুক্তার মতো সুন্দর সুন্দর ঘর্ম বিন্দু। **কর্শিত**—এতে যেন দুর্বল হয়ে পড়লেন। এর দ্বারা সখাদের কৃষ্ণের মতই বলবত্তা সূচিত হল। এ বিষয়ে আগম—"গুণ-শীল-বয়স-বিহার-বেশে গোপবালকগণ কৃষ্ণসম" ব্যাপারটা এরূপ হলেও এই রাখালদের যে স্বয়ং অসুর মারণে অপ্রবৃত্তি তাতে ইহাই লক্ষিত হচ্ছে—সকল ব্রজ জনেরই যা কিছু গুণ সব কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময় হওয়া হেতু লীলা শক্তিই তাদের অসুর মারণ উত্তম স্তম্ভিত করে রেখে দেয়। কারণ কৃষ্ণের সুখ নিজ হাতে মারণেই। যাদের কোল বালিশ হল, সেই গোপবালকগণ বয়সে কৃষ্ণ

১৮। অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ॥

১৮। অন্বয়ঃ মহারাজ! অন্যে (গোপবালকাঃ) স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ (স্নেহেন পরিপূর্ণহৃদয়াঃ) তদনুরূপাণি মহাত্মনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মনোজ্ঞানি (চিত্তাকর্ষকাণি গীতানি) শনৈঃ (মৃদুস্বরেণ) গায়ন্তি স্ম।

১৮। মূলানুবাদঃ হে মহারাজ! অন্য কতিপয় বালক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই অবসর বিনোদন যোগ্য মনোজ্ঞগান গাইতে লাগলেন ধীরে ধীরে—যে গান-মাধুর্যে কৃষ্ণের চিত্ত প্রেম-বিগলিত হয়ে পড়ল।

থেকে কিঞ্চিৎ অধিক এরূপ বুঝতে হবে। কৃষ্ণ সুখার্থে বালিশ রচনা প্রয়োজন হলে সখাদের কোলের দ্বারাই তা করা হল। কিম্বা ফুল-পল্লবে বালিশ তৈরীই ছিল কৃষ্ণসুখার্থে তা ত্যাক্ত হল॥ জী০ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কেচিদিতি বহুত্বং ক্রমেণ পরিবৃত্ত্যা শ্রীমৎপাদাব্জয়োর্বহুভিঃ সংবাহনাৎ, কিংবা বহুলশয্যাসু প্রত্যেকত্রিচতুরতয়া তত্র প্রবৃত্তেরভিপ্রায়েণ। মহাত্মন ইতি ছান্দসম্; মহাত্মানঃ পরমভাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ; যদ্বা, তস্য মহাগুণগণাশ্চর্য্যরূপস্য; ততস্তাদৃশ-তৎসেবান্তরায়রূপঃ পাপ্মনা যৈরিত্যাত্মনমধিক্ষিপতি। তেষাং নিত্যতাদৃশত্বেঽপি 'অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মনা' (শ্রীছা ৮।১।৫) ইতিবৎ তৎপ্রয়োগঃ। এবমিদং পদং পূর্ব্বেণ পরেণাপি যোজ্যম্। সম্যঙ্-মন্দমধুর-চালনাদিমুদ্রয়াঽবীজয়ন্।জী০৭১॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কেচিৎ—কেউ কেউ, এই পদটি বহুত্ব জ্ঞাপক। এক জনের পরিবর্তে আর এক জনের দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাদ সম্বাহন হেতু বহু জনের দ্বারা এ সম্ভব হল। কিম্বা বহু শয্যার প্রত্যেকটিতে তিন চার জনের এক একটি দল সেবায় নিযুক্ত, এই অভিপ্রায়ে কেচিৎ পদের ব্যাবহার। **মহাত্মনঃ**—বেদসম্বন্ধীয় প্রয়োগ—এখানে এর অর্থ মহাত্মানঃ অর্থাৎ পরমভাগ্যবন্ত—সখাগণের বিশেষণ। অথবা 'মহাত্মন' মহাগুণগণে আশ্চর্য রূপ **তস্য**—সেই কৃষ্ণের পাদ সম্বাহন করলেন কেউ কেউ। **হত পাপ্মানো**—সখাগণ বিরাট কৃষ্ণ সেবা সুযোগ পেয়েছিলেন, কৃষ্ণ সঙ্গে বনে বনে নাচ গান যুদ্ধ প্রভৃতি নানা খেলাধূলায়—কৃষ্ণের এই খেলারস ভঙ্গে সখাগণ বঞ্চিত হল সেবা সুযোগ থেকে, ঐ সব খেলাধূলা তাঁদের সেবা বিঘ্নরূপ পাপ নাশ করে দিচ্ছিল, তাঁরা হয়ে যাচ্ছিলেন পাপ মুক্ত—এখানে কৃষ্ণের নিজের প্রতি অভিযোগ বাক্য ধ্বনিত খেলারস ভঙ্গের জন্য। সখাগণ নিত্যপাপমুক্ত হলেও এখানে এইরূপ বাক্য-প্রয়োগ, উপনিষদ বাক্যানুসারেই হয়েছে, যথা—"এই আত্মা পাপ নির্মুক্ত"—(শ্রীছা০ ৮।১।৫)। (আসলে যা নেই তার নাশের কথাই উঠতে পারে না।) আরও এই 'হত পাপ' অর্থাৎ 'পাপ মুক্ত' পদটি আগের ও পরের শ্লোকের সখগণের বিশেষণ রূপেও অন্বয় করতে হবে। **সমবীজয়ন্**—'সম্' সম্যক্ অর্থাৎ মন্দ মধুর ভাবে পাখা চালিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন॥ জী০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তস্যাবসরস্য যোগ্যানি, তস্য শ্রীভগবতোঽপি সদৃশানি বা গীতাদীনীতি শেষঃ বিশেষমপ্যাহ—মনোজ্ঞানি চিত্তাকর্ষকাণি, বিচিত্রাদ্ভুতস্বরতালাদিময়ত্বাৎ। শনৈরিতি বিশ্রামাবসরঃ, যোগ্যত্বাদুত্তম-গানমুদ্রাত্বাচ্চ। স্নেহক্লিন্নধীত্বস্যাত্রৈবোক্তির্গান-

১৯। এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ॥

১৯। অন্বয়ঃ এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) নিগূঢ়াত্মগতিঃ (সর্ব্বেষামপি অগম্যা নিজমাধুরীবিশেষো যস্য) [শ্রীকৃষ্ণঃ] স্বমায়য়া চরিতৈঃ (বিবিধবালভাবৈঃ) গোপাত্মজত্বং বিড়ম্বয়ন্ (অনুকুর্ব্বন্) রমালালিতপাদপদ্মঃ (লক্ষ্মীসেবিতচরণকমলঃ) ঈশচেষ্টিতঃ গ্রাম্যৈঃ গ্রাম্যবৎ রেমে।

১৯। মূলানুবাদঃ নিগূঢ় প্রেমমহিমাময় কৃষ্ণ রমালালিত পাদ-পল্লব হয়েও নন্দযশোদার বাৎসল্যবশতা হেতু অলৌকিক লীলা দ্বারা লৌকিক গোপপুত্র ভাব প্রকাশ করত কখনও শ্রীদামাদির সহিত এইরূপে বিহার করতে লাগলেন গ্রাম্যবন্ধুদের সঙ্গে গ্রাম্যবন্ধুবৎ, আবার কখনও বিহার করতে লাগলেন সর্বৈশ্বর্যযুক্ত লীলায় লিলায়িত হয়ে।

স্বভাবতস্তৎ প্রাকট্যবিশেষাভিপ্রায়েণ। যদ্বা, পদদ্বয়স্যান্ত সর্ব্বান্তে নির্দ্দেশাৎ পূর্ব্বশ্লোকে বাক্যদ্বয়েনাপি সম্বন্ধো দ্রষ্টব্যঃ॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তদনুরূপাণি-কৃষ্ণের অবসরবিনোদন যোগ্য গীত, অথবা শ্রীভগবানেরই অভিন্ন নাম রূপ গুণ-লীলা গীত। এ সম্বন্ধে যা বিশেষ, তাও বলা হচ্ছে 'মনোজ্ঞানি' পদে। **মনোজ্ঞানি**—চিত্তাকর্ষক (গান), বিচিত্র অদ্ভুত স্বর তালাদিময় হওয়া হেতু। **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে কারণ বিশ্রাম অবসরে এইরূপই যোগ্য, আর ইহাই উত্তম গান মুদ্রা। **স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ**—স্নেহার্দ্রচিত্ত, এখানে এই পদটির উল্লেখ হল, গান-স্বভাব বশে এই আদ্রতার (চোখে জল ইত্যাদি) প্রকাশ বিশেষ অভিপ্রায়ে। অথবা 'মহাত্মনঃ' ও 'স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ' এই পদদ্বয়ের সকলের শেষে উল্লেখ হেতু পূর্ব শ্লোকেও বাক্যদ্বয়ের দ্বারা সম্বন্ধ খুঁজতে হবে॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তদনুরূপাণি যশাংসীতি শেষঃ॥ বি০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তদনুরূপাণি—শ্রীকৃষ্ণের অবসর বিনোদন যোগ্য যশ সমূহ (গান করতে লাগলেন)॥ বি০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অনুক্তামপ্যন্যাং গোপলীলামুদ্দিশন্ তাদৃশলীলায়াশ্চ তদতিপ্রিয়ত্বং প্রতিপাদয়ন্নুপসংহরতি—এবমিতি। স্বাবির্ভাবান্তরে রমালালিত-পাদপল্লবোঽপি, এবং বৃন্দাবন বিহারপ্রকারেণ রেমে রতিং প্রাপ। তদেবমত্র সুখে তাদৃশসুখস্যাপ্যনাদরঃ সূচিতঃ। কিং কুর্ব্বন্? চরিতৈঃ 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে' (শ্রীভা ১০।৫।১) ইত্যাদিরূপৈরলৌকিকৈর্লৌকিকং গোপাত্মজত্বং বিড়ম্বয়ন্, হীনোপমা-রূপং কুর্ব্বন্ অলৌকিকং গোপাত্মজত্বমাত্মনি দর্শয়ন্নিত্যর্থঃ। অনু শ্রীভগবতঃ কথমাত্মজত্বম্? তত্রাহ—স্বে যে শ্রীনন্দ যশোদাদয়ঃ পিত্রাদিরূপাস্তেষাং মায়য়া কৃপয়া বাৎসল্যবশতয়েত্যর্থঃ। অতএব নিতরাং গূঢ়া সর্ব্বেষামপ্যগম্যা আত্মগতির্মহাপ্রণয়ময়-নিজমাধুরীবিশেষো যস্য। অতএব কৈশ্চিদ্‌গ্রাম্যৈর্বন্ধুভিঃ সমং

কশ্চিদ্‌গ্রাম্যো বন্ধুরিবেতি। আত্মজবৎ সখ্যেইপি তাদৃশোপমত্বমিতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি সর্ব্বত্রোচ্যমানং শ্রীভগবত্তাপ্রকটনং তত্র কথং সঙ্গচ্ছতাম্? তত্রাহ—ঈশং সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তং চেষ্টিতং যস্য তত্তল্লীলাশক্তিরেব তাদৃশী সতী শ্রীভগবদনুসংহিতাপি সর্ব্বং সম্পাদয়তীত্যর্থঃ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ না-বলা থেকে গেলেও রাখাল সঙ্গে ধেনু চরানো অন্য লীলা উদ্দেশ্য করে এবং তাদৃশ লীলার অতি কৃষ্ণপ্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করে উপসংহার করা হচ্ছে—এবং ইতি। **রমালালিতপাদপল্লবঃ**—নিজের অন্য আবির্ভাবে লক্ষ্মী-লালিত পাদপল্লব হয়েও **এবং**—এইরূপ বৃন্দাবন বিহার রীতিতে **রেমে**—প্রীতি লাভ করলেন। সুতরাং এইরূপে এখানকার এই সুখে তাদৃশ বৈকুণ্ঠ সুখেরও অনাদর সূচিত হল। [শ্রীসনাতন—মহালক্ষ্মী দ্বারা পাদাব্জ লালন সুখ থেকেও গোপক্রীড়া সুখের মাহাত্ম্য সূচিত হল।] কি প্রকারে 'রেমে' প্রীতি লাভ করলেন? উত্তরে, **চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্ গোপাত্মজত্বং**—লীলায় গোপপুত্রত্ব প্রকাশ করে—'চরিতৈঃ' "কিন্তু নন্দের আত্মজ (শরীর থেকে জাত পুত্র) জাত হলে" —(শ্রীভা০ ১০।৫।১) শ্রীভগবানের পুত্ররূপে আবির্ভাব ইহা অলৌকিক—এইরূপ অলৌকিক লীলাদির দ্বারা লৌকিক গোয়ালা পুত্রভাব নিজেতে দেখিয়ে, এরূপ অর্থ। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা শ্রীভগবানের কি করে পুত্রভাব হতে পারে। এর উত্তরে, **স্বমায়য়া**—'স্বে' নন্দযশোদাদি যে সকল পিত্রাদিরূপা, বিদ্যমান, তাদের **মায়য়া**—কৃপা হেতু অর্থাৎ বাৎসল্যবশতা হেতু। **নিগূঢ়াত্মগতিঃ**—অতএব অতি গূঢ় মহাপ্রণয়ময় নিজমাধুরী বিশেষ মণ্ডিত কৃষ্ণ। **গ্রাম্যৈঃ ইত্যাদি**—অতএব কোনও গ্রাম্য বন্ধুর সঙ্গে কোনও গ্রাম্য বন্ধু যেমন ব্যাবহার করে থাকে। শ্রীদামাদির সহিত যে সখ্যতা, তাতে নন্দপুত্র-ভাবের মতোই অলৌকিক লীলা দ্বারাই লৌকিক গ্রাম্য সখ্যভাবের প্রকটন নিজেতে। [ব্রজজনের যে প্রিয়তা তা লোকানুসারি হয়েও লোক স্বভাব অতিক্রম করে থাকে বলে অলৌকিক এবং অতি অদ্ভুত পরমমধুর ঐশ্বর্যযুক্ত হয়েও লৌকিক-ভাব-বিমিশ্রিত।—যেমন যশোমার পুত্র স্মরণ মাত্রে অসময়েও স্তন্য ধারা ক্ষরিত হয়ে থাকে। -বৃ০ ভা০] তাহলে সর্বত্র যে ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়ে থাকে, সেই ঐশ্বর্য প্রকটন এইসব খেলাধূলায় কি করে সঙ্গত হতে পারে? এরই উত্তরে, **ঈশচেষ্টিতঃ**—'ঈশং' সর্ব ঐশ্বর্যযুক্ত লীলাময়, শ্রীভগবানের লীলাশক্তি তাদৃশী হওয়াতে শ্রীভগবানের দ্বারা নিযুক্ত না হয়েও নিজেই সব কিছু সম্পাদিত করে থাকেন॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ স্বযোগমায়য়া আবৃতাত্মৈশ্বর্য্যঃ স্বয়ং গোপাত্মজোইপি চরিতৈর্গোপাত্মজত্বং ভূপালপুত্রত্বং বিড়য়ন্ তিরস্কুর্ব্বন্ সোইপ্যেবং লীলাং কর্ত্তুং ন জানাতীতি ভাবঃ। "গোপো গোপালকে গোষ্ঠাধ্যক্ষে পৃথ্বীপতাবপী"তি মেদিনী। ঐশ্বর্য্যদৃষ্ট্যা রমালালিতপাদপল্লবোইপি তদাবরণাৎ কৈশ্চিদগ্রাম্যৈর্বন্ধুভিঃ সহ কশ্চিদগ্রাম্যোবন্ধুরিব রেমে ন কেবলমাবৃতমেব তদৈশ্বর্য্যমিত্যাহ,—অসুরমারণাদিপ্রস্তাবে—ঈশমৈশ্বর্য্যময়ং চেষ্টিতং যস্য সঃ॥ বি০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্বমায়য়া—নিজের যোগমায়া দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য আবৃত করিয়ে নিজে গোপপুত্র হয়েও লীলায় **গোপাত্মজত্বং**—রাজপুত্রত্ব **বিড়ম্বয়ন্**—নিন্দা করে—রাজপুত্রও

২০। শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্নেদমব্রুবন্॥

২০। অন্বয়ঃ রামকেশবয়োঃ সখা শ্রীদামা নাম গোপাল সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যাঃ গোপাঃ (গোপ-বালকাঃ) প্রেম্না ইদং অব্রুবন্।

২০। মূলানুবাদঃ এইরূপে খেলতে খেলতে কখনও রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম নামক গোপাল এবং সুবল স্তোককৃষ্ণ প্রমুখ গোপ বালকগণ প্রেমে এরূপ বলতে লাগলেন রামকৃষ্ণকে।

এইরূপ লীলা করতে জানে না, এরূপ ভাব। (গোপো গোপালক পৃথিবীপতি ইত্যাদি-মেদিনী)। ঐশ্বর্য দৃষ্টিতে কৃষ্ণ রমালালিত পাদপল্লব হয়েও এর আবরণ হেতু কোনও গ্রাম্য বন্ধুর সহিত গ্রাম্যবন্ধু যেমন বিহার করে সেইরূপ বিহার করতে লাগলেন। তার ঐশ্বর্য কেবল যে আবৃতই থাকে, তাই নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **ঈশ চেষ্টিতঃ**—অসুরমারণাদি ব্যাপারে ঐশ্বর্যময় লীলাকারী (শ্রীকৃষ্ণ)॥ বি০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবং প্রথমদিনক্রীড়য়াহন্যদিনক্রীড়ামপ্যুপলক্ষ্যাধুনা কদাচিন্নিজপ্রিয়জনপ্রীত্যৈ গোপালনে কিঞ্চিদৈশ্বর্য্যমপি সাক্ষাৎ প্রকটিতমিতি প্রসঙ্গাদাহ—শ্রীদামেত্যাদিনা। তত্র শ্রীরামস্য সখেতি নির্দ্দেশস্তদ্‌যুদ্ধে তস্যৈব প্রাধান্যাৎ। সুবলাদ্যাশ্চ সখায়ঃ; শ্রীদাম্নঃ প্রাঙ্‌নির্দ্দেশঃ সখিষু মুখ্যত্বেন ব্রজে, তস্মিন্নস্য কেবলকৃষ্ণনাম্না প্রচারণায়ামন্যায্যত্বাৎ। স্তোককৃষ্ণ ইতি চতুরক্ষরমেব নাম জ্ঞেয়ম্। তত্র চেদমেব লভ্যতে—বালস্যাস্য রূপং কৃষ্ণমনুগচ্ছদেব বর্ত্ততে, তস্মান্নাম চ তমনুগমিষ্যত্তৎপ্রণয়বিশেষায় সম্পংস্যত ইতি বিচার্য্য সম্যগুল্লসতা তৎপিত্রা তাদৃশং নাম প্রকাশিতমিতি। প্রেম্ণা ইতি, ন তু তালফল-লোভেন, ন চ দুষ্টবধার্থং বা, কিন্তু প্রিয়জনপ্রীতিবিশেষার্থম্, কিঞ্চিদিষ্টদ্রব্য-প্রার্থনলক্ষণ প্রেমস্বভাবেনৈব। যদ্বা, অব্যাজেন শ্রীকৃষ্ণরাময়োরেব তাদৃশভোজন সম্পাদনেচ্ছাময়েনেত্যর্থঃ। তত্র চ সখ্যময়প্রেম্ণেতি লভ্যতে। সখ্যঞ্চ সাজাত্যেনৈব ভবতীতি মিথঃপ্রভাবাদি-জ্ঞানময়মেব; যথোক্তং তৈঃ—'অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টান্, অয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতি' (শ্রীভা ১০।১২।২৪) ইতি; বক্ষ্যতে চানন্তরং—'রাম রাম' ইতি। তথোইর্জ্জুনেন তত্তদ্‌যুদ্ধসাহায্য-প্রার্থনাবৎ বীররসস্বাভাবিক সখ্যময়প্রেমৈবেদমিতি স্থিতম্॥ জী০ ২০॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে প্রথম দিনের ক্রীড়ায় শ্রীরাধাদি গোপী-দের সঙ্গে বিহারের ইঙ্গিত করবার পর এরই মধ্যে কোনও একদিন নিজজনের প্রীতির জন্য গোপালনের সাথে সাথেই কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্যপর লীলা প্রকাশ করে দেখান হল—প্রসঙ্গক্রমে তাই বলা হচ্ছে—'শ্রীদাম' ইত্যাদি দ্বারা। শ্লোকে শ্রীরামের সখা, এইরূপ নির্দেশ সেই যুদ্ধে রামেরই প্রাধান্য হেতু। শ্রীদাম এবং সুবলাদি সখাগণ বললেন। শ্রীদামের নাম প্রথমে উল্লিখিত হওয়ার কারণ সখাগণের মধ্যে ইনিই মুখ্য। ব্রজে অর্থাৎ অন্য কাউকে কৃষ্ণ নামে ডাকাডাকি করাটা অন্যায্য হওয়া হেতু 'স্তোককৃষ্ণ' এইরূপে চতুরাক্ষের নাম এঁর বুঝতে হবে। এ বিষয়ে আরও একটু ব্যাপার আছে,—এই বালকের রূপ কৃষ্ণরূপের অনুরূপ, সুতরাং নাম-করণও কৃষ্ণ নামের অনুরূপ যদি হয় তবে তাদের প্রেম বিশেষ ভাবেই গড়ে উঠবে, এরূপ

২১। রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসংকুলম্॥

২১। **অন্বয়ঃ** [হে] রাম, [হে] রাম (মহাবাহো মহাবল) [হে] দুষ্টনিবর্হণ কৃষ্ণ, ইতঃ অবিদূরে (সমীপে) তালালিসঙ্কুলং সুমহৎ বনং [বর্ততে]।

২১। **মূলানুবাদঃ** হে মহাপরাক্রম! রাম! হে দুষ্টদমন কৃষ্ণ এখান থেকে অনতিদূরে তালে তালে ছেঁয়ে থাকা এক বন আছে।

বিচার করে তাঁর পিতামাতা দ্বারা 'স্তোক' অর্থাৎ ছোট কৃষ্ণ, এরূপ নাম রাখা হল। **প্রেম্না**—প্রেমে বললেন,—তালফল লোভেও নয়, দুষ্ট বধার্থেও নয় কিন্তু প্রিয়জনের প্রীতি বিশেষের জন্য কিঞ্চিৎ ইষ্টদ্রব্য-প্রার্থনা লক্ষণ প্রেমস্বভাবেই বললেন। অথবা নিজের জন্য যাচ্‌না ছলে শ্রীকৃষ্ণ রামেরই তাদৃশ ভোজন সম্পাদন করাবার ইচ্ছার প্রাচুর্যের সহিত বললেন, এরূপ অর্থ। সেখানেও সখ্যময় প্রেমের সহিত, এরূপ অর্থই আসছে। সখ্যও সজাতীয়াশয় জনদের মধ্যেই হয়, তাই পরস্পর প্রভাবাদি জ্ঞানময়ই হয়ে থাকে তারা—তাই পরে বলা হয়েছে, যথা "গলে প্রবিষ্ট আমাদের কি এ গিলে ফেলবে? যদি গিলেই ফেলে আমাদের সখা একে বকের মতোই মেরে ফেলবে।" এখানেও অনন্তর বলা হচ্ছে—রাম রাম! ইত্যাদি। অতঃপর অর্জুনের দ্বারা সেই সেই যুদ্ধে কৃষ্ণের সাহচার্য প্রার্থনাবৎ ইহা বীর রসের স্বাভাবিক সখ্যময় প্রেমই—এরূপে স্থির সিদ্ধান্ত॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাঃ** ঈশচেষ্টিতত্বমেব দর্শয়িতুমাহ—শ্রীদামেতি। প্রেমেতি কৃষ্ণরামাবেব স্বব্যাজেন তালফলানি ভোজয়িতুমিত্যর্থঃ॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বের শ্লোকের শেষে যে 'ঈশ চেষ্টিতঃ' বাক্যে যে ঐশ্বর্য লীলার কথা বলা হয়েছে, তাই দেখবার জন্য বলা হচ্ছে—শ্রীদামা ইতি। **প্রেম্না**—প্রেমের সহিত বললেন—নিজেদের ছুতোয় কৃষ্ণ-বলরামকে তাল ফল খাওয়াবার জন্য সখাগণ বললেন, এরূপ অর্থ॥ বি০ ২০॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** হে রামেতি, রমসে ক্রীড়সীতি তন্নামনিরুক্তেরেতামপ্যেকং ক্রীড়াং কুরু, কিংবা রময়সি ক্রীড়য়সি সুখয়সি বেতি তয়াস্মান্ রময়েতি ভাবঃ। বীপ্সা আদরপ্রোৎসাহনার্থমতএব ত্বামেবাদৌ সম্বোধয়াম ইতি ভাবঃ। হে মহাসত্ত্বেতি তব কিমপ্যশক্যং নাস্তীতি ভাবঃ। হে কৃষ্ণেতি—পরমানন্দপ্রদস্বভাবত্বেন সর্ব্বোকর্ষকত্বাদস্মাকমপি সুখং কর্ত্তুমর্হসীতি ভাবঃ। হে দুষ্টনিবর্হণেতি—বৎসাসুরাদীনাং তস্মাৎ সাক্ষাদ্বধদৃষ্টেঃ। অতস্তালবনরোধক-ধেনুকবধার্থমপি তালপাতনাদিকং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। এবং দুষ্টনিবর্হণেতি, শ্রীকৃষ্ণবলস্য সার্থকত্বং বদন্তো মহাসত্ত্বেতি, তদ্বলস্য বিফলত্বং দর্শয়ন্তস্তমেবোত্তেজয়ন্তি। ইতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনাদিত্যর্থঃ, প্রায়স্তত্রৈব তদা গোচারণাৎ। তথা চ শ্রীহরিবংশে তৎপ্রসঙ্গ এব—'আজগ্মতুস্তৌ সহিতৌ গোধনৈঃ সহগামিনৌ। গিরিং গোবর্দ্ধনং রম্যং বসুদেব-সুতাবুভে॥' ইতি। অবিদূরে

অনতি দূরে শ্রীগোবর্দ্ধনপূর্ব্বতঃ ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে বৃত্তেঃ; তথা চ বারাহে —'অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরম-দুর্ল্লভম্। মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্‌যোজনদ্বয়ম্॥' ইতি; তথা—'অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুররক্ষিতম্। মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজনম্॥' ইতি; অত্র তু নৈর্ঋত-পশ্চিময়োরভেদঃ। যত্তু শ্রীহরিবংশে—'গোবর্দ্ধনস্যোত্তরতো যমুনাতীরমাশ্রিতম্। দদৃশাতেঽথ তৌ বীরৌ রম্যং তালবনং মহৎ॥' ইতি। তত্র গোবর্দ্ধনস্যোত্তরভাগে তদন্তর্গতেশানকোণে স্থিত্বা দদৃশাতে, ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। যমুনাতীরমাশ্রিতমিতি মধুবনমধ্যস্থিতায়া মধুপুর্য্যা মধুবনসীম্নঃ পরস্তাদগ্নিকোণস্থ-যমুনাভাগান্তমারভ্য রেখারূপতয়া স্থিতস্য তস্য বনস্যৈকপ্রান্তস্তত্তীরভাগঃ তালসী নামা তু গ্রামো মধ্যত্বান্মুখ্যো ভাগস্তৎপুর্য্যা নৈর্ঋতকোণস্থঃ, তস্য চ পশ্চিমায়াং তারফরনামান্যস্তৎপ্রান্ত ইতি। তদ্বিশেষশ্চ শ্রীহরিবংশে—'স তু দেশঃ সমঃ স্নিগ্ধঃ সুমহান্ কৃষ্ণমৃত্তিকঃ। দর্ভপ্রায়ঃ স্থলীভূতো লোষ্ট্রপাষাণবর্জিতঃ॥' ইতি॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকানুবাদ ঃ হে রাম 'রমসে' ক্রীড়া কর, এইরূপ ব্যুপত্তিগত অর্থ অনুসারে এইটুক এক ক্রীড়াও তো কর। অথবা, 'রময়সি' ক্রীড়া করাও, বা সুখদান কর—এইরূপে এই ক্রীড়া দ্বারা আমাদিকে বিহার করাও বা সুখ দান কর, এরূপ ভাব এই 'রাম' পদের। দুই বার সম্বোধন করা হল আদরে, উত্তেজিত করে তুলবার জন্য, অতএব তোমাকে প্রথমে সম্বোধন করছি আমরা, এরূপ ভাব। **হে মহাসত্ত্ব**—হে মহাবল তোমার কিছুই অশক্য নেই, এরূপ ধ্বনি। **হে কৃষ্ণ**—পরমানন্দ স্বভাবস্বরূপ বলে সর্বাকর্ষক হওয়া হেতু আমাদিগকেও সুখ দানে সমর্থ তুমি, এরূপ ভাব। **হে দুষ্টনিবর্হন**—হে দুষ্ট নিধনকারী, বৎসাসুরদের তোমার হাতে সাক্ষাৎ নিধন হতে দেখা হেতু, এরূপ সম্বোধন। অতএব তালবনে যাওয়ার প্রতিবন্ধক ধেনুকাসুর বধের জন্যও তাল নীচে ঝেড়ে ফেলা যুক্তিযুক্তই, এরূপ ভাব। এইরূপে 'দুষ্টনিধনকারী' পদে শ্রীকৃষ্ণবলের সার্থকতা বলে এবং 'মহাসত্ত্ব' পদে এই ধেনুকাসুরের বলের বিফলতা দেখিয়ে কৃষ্ণকেও উত্তেজিত করা হল। **ইতঃ**—এখান থেকে অর্থাৎ গোবর্ধন থেকে- সে সময় প্রায়শঃ সেখানেই গোচারণ হেতু। তথা চ শ্রীহরিবংশে এই প্রসঙ্গে—"বসুদেব-সুত তাঁরা দুভাই গোধনের সহিত একসঙ্গে রম্য গিরিগোবর্ধনে যেতে লাগলেন।" **অবিদূরে** – অনতিদূরে, শ্রীগোবর্ধন পর্বত থেকে ৮ মাইলের ভিতরেই অবস্থিত হওয়া হেতু। তথা চ বরাহে—"গোবর্ধন নামক এক পরম দুর্লভ ক্ষেত্র আছে, যা মথুরার পশ্চিম দিকে ১৬ মাইল দূরে।" তথা—"মথুরার পশ্চিম দিকে ৮ মাইল দূরে ধেনুকাসুর রক্ষিত তালবন নামক এক বন আছে। এখানে কিন্তু নৈর্ঋত-পশ্চিমের মধ্যে কোনও ভেদ করা হয় নি—নৈর্ঋত কোণ বুঝাতেই 'পশ্চিম' পদের ব্যাবহার। এই কথাই শ্রীহরিবংশে এরূপ আছে—"সেই বীর রামকৃষ্ণ অতঃপর গোবর্ধনের উত্তরে দাঁড়িয়ে যমুনাতীরের আশ্রিত বিশাল রম্য তালবন দেখতে পেলেন।" এখানে **গোবর্ধনস্যোত্তরতো**—গোবর্ধনের উত্তর ভাগে তার অন্তর্গত ঈশানকোনে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ তালবন দেখতে পেলেন। এখানে ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। **যমুনাতীরম্ আশ্রিতম্** মধুবন মধ্যস্থিত মধুপুরীর মধুবন সীমার পরে অগ্নিকোনস্থ যমুনা ভাগ সীমা আরম্ভ করে রেখারূপে স্থিত সেই বনের এক প্রান্তের তীর ভাগ 'তালসী' নামক গ্রাম, মধ্যতা হেতু মুখ্যভাগ। সেই পুরীর নৈর্ঋত কোনস্থ, এবং তারও পশ্চিমে

২২। ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা॥

২২। **অন্বয়** ঃ তত্র ভূরীনি ফলানি পতন্তি পতিতানি চ কিন্তু দুরাত্মনা ধেনুকেন অবরুদ্ধানি সন্তি।

২২। **মূলানুবাদ** ঃ সেখানে বহু তাল গাছ-পাকা হয়ে ঝরে পড়বার মতো হয়ে আছে, বহু তাল নীচে আপনা আপনি ঝড়ে পড়ে আছে। কিন্তু সেই বন দুরাত্মা ধেনকাসুর দখল করে রেখেছে।

উহার 'তারফর' নামক প্রান্ত দেশ। শ্রীহরিবংশে এর বিশেষ পাওয়া যায়, "সেই দেশ সম, স্নিগ্ধ সুমহান্। সেখ নকার মাটি কাল। সেই স্থানটি তৃণময় ভূমি বিশিষ্ট ও লোষ্ট্র পাষাণ বর্জিত॥ জী০ ২১॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ ততঃ কিম্? ইত্যাশঙ্ক্য সাভিলাষমনুবদন্তি—ফলানীতি। পতন্তি পতিতানি চেতি নির্ভরস্বয়ং পক্কত্বেনাতিমধুরত্বং বৃথানশ্বরত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং, তথা পাতনপ্রয়াসোঽপি নিরস্তঃ। ইতি প্রায়ো ভাদ্রমানে ক্রীড়েয়ং, তস্মিন্নেব সর্ব্বেষাং তালানাং পাকাৎ। এবমিয়ং লীলা শ্রীবিষ্ণু-পুরাণাদ্যুক্তানুসারেণ গ্রীষ্মকৃত কালিয়দমনানন্তরং জ্ঞেয়া। তত্র বিষ্ণুপুরাণে ক্রমপ্রাপ্তত্বমেব কারণম্; হরি-বংশে তু—'দমিতে সর্পরাজে তু কৃষ্ণেন যমুনাহ্রদে'—ইত্যারভ্য সা লীলা বর্ণিতেতি স্পষ্টমেব তদিতি। নন্থ তর্হি যুষ্মাভির্গত্বা তানি বন্যত্বেন সাধারণানি স্বয়মানীয়ন্তাং, তত্রাহুরবরুদ্ধানি। নন্থ তস্য কিং তৈঃ প্রার্থ্য আনীয়ন্তাম্? তত্রাহুঃ—দুরাত্মনেতি; অতস্তং হত্বা নিগ্রহীতুং যুজ্যন্ত এবেতি ভাবঃ॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর কি হল? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে অভিলাষের সহিত কথাটা বলে চললেন—ফলানি ইতি। **পতন্তি পতিতানি চ** পড়বার মতো হয়ে আছে, আপনি আপনি ঝড়েও পড়ে আছে বহু। পুরা গাছপাকা টস্ টসে, সুতরাং অতি মধুর, বৃথা নষ্টও হয়ে যায় নি অর্থাৎ কচি অবস্থায় শুকিয়ে বা ঝড়ে পড়ে নষ্টও হয় নি, এরূপ ব্যঞ্জিত। এবং কারুর দ্বারা মাটিতে ফেলার প্রয়াসও নিরস্ত হল। এ ভাদ্র মাসের ক্রীড়া—সেই সময়েই সব তাল পেকে উঠে বলে। এইরূপে এই লীলা শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি উক্তি অনুসারে গ্রীষ্ম কালে কৃত কালিয় দমনের পরের ব্যাপার, এরূপ বুঝতে হবে। সেখানে বিষ্ণুপুরাণে ক্রম প্রাপ্ত ভাবই কারণ। হরিবংশে কিন্তু ইহা স্পষ্টই বলা হয়েছে, যথা "যমুনা হ্রদে কৃষ্ণের দ্বারা সর্পরাজ কালিয় দমিত হওয়ার পর, এইরূপে কথা আরম্ভ করে অতঃপর ধেনুকাসুর বধ লীলা বর্ণিত হয়েছে।" আচ্ছা, তা হলে তামরা নিজেরাই গিয়ে নিয়ে এসো না, এতো বনের ফল সাধারণের সম্পত্তি। এর উত্তরে, **অবরুদ্ধানি**—ঐ তাল ফল ধেনুকাসুর আট্‌কে রেখেছে। আচ্ছা, তার কাছ থেকে যাচ্‌না করে নিয়ে এসো-না। এর উত্তরে, **দুরাত্মনা**—দুরাত্মা, অসুরের দ্বারা আট্‌কানো। অতএব তাকে হত্যা করত দণ্ড দেওয়াই উচিত, এরূপ ভাব॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ইতো গোবর্দ্ধনাদবিদূরে ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে তারফরা ইতি তাললসীতি খ্যাতপ্রদেশগতং বনম্। "অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুররক্ষিতম্। মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজন"

২৩। সোঽতিবীর্য্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্।
আত্মতুল্যবলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভির্ব্বহুভির্বৃতঃ॥
২৪। তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্।
ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিবর্জ্জিতম্॥

২৩-২৪। অন্বয়ঃ [হে] রাম, হে কৃষ্ণ, আত্মতুল্যঃ বলৈঃ অন্যৈঃ জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ (পরিবৃতঃ সন্) সঃ অতিবীর্য্যঃ খররূপধৃক্ (গর্দ্দভরূপধারী) অসুরঃ [বসতি]।

[হে] অমিত্রহন (শত্রুবিনাশন্) কৃতনরাহারাৎ (মনুষ্য ভোজিনঃ) তস্মাৎ (ধেনূকাৎ) ভীতৈঃ নৃভিঃ পশুগণৈঃ পক্ষিসংঘৈঃ ন সে ব্যতে।

২৩-২৪। মূলানুবাদঃ হে রাম হে কৃষ্ণ! আত্মতুল্য বলবান্ অন্য বহু জ্ঞাতিতে পরিবেষ্টিত সেই গর্দভাসুর অতিশয় পরাক্রমশালী। হে শত্রু বিনাশন কৃষ্ণ! মানুষ খেকো সেই অসুরের ভয়ে ভীত হয়ে মানুষ-পশু-পাখী সকলেই সেই বন বর্জন করেছে। সে বন কারুরই ভোগে লাগে না।

মিতি বারাহোক্তেঃ। পশ্চিমে পশ্চাদ্ভবে ভাগ ইতি নৈর্ঋতকোণে ইতি ব্যাখ্যেয়ং; তত্রৈব তদ্দর্শনাৎ। তালানামালিভির্ব্যাপ্তম্। শ্লেষেণ তালানামলিবর্ণত্বেনাতিস্বাদুজাতীয়ত্বং ধ্বনিতম। কিন্তু ধেনুকেন অবরুদ্ধানি বশীকৃতানীত্যতএব হে রাম, তব মহাসত্ত্বপরীক্ষা। হে কৃষ্ণ, তবাপি দুষ্টনিবর্হণত্বপরীক্ষা অত্র কর্ত্তব্যেতি ভাবোঽয়ং তয়োঃ সখ্যভাবেন বলিষ্ঠত্বজ্ঞানান্ন প্রেম্ন্য বিরুদ্ধতে। প্রত্যুত বীররসোৎসাহোদ্দীপনত্বেন সংরুদ্ধ্যতে এবেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি॰ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইতো**—এখান থেকে অর্থাৎ গোবর্ধন থেকে **অবিদূরে**—অল্প দূরে—৮ মাইল দূরে 'তারফারা' অর্থাৎ 'তাললসি' বলে প্রসিদ্ধ প্রদেশস্থ বন। "মথুরার ৮ মাইল নৈর্ঋত কোণে ধেনুকাসুর রক্ষিত তালবন নামক এক বন আছে।"—বরাহপুরাণ। **পশ্চিমে**—পশ্চিম দিকস্থ ভাগে, অর্থাৎ নৈর্ঋত কোণে, এইরূপ ব্যাখাই সমীচীন, কারণ বর্তমানে সেখানেই দেখা যায়। **তালালিসংকুলম্**—'আলি' সমূহ—তালে তালে ছেয়ে থাকা (বন)। অর্থান্তর—'অলি' ভ্রমর—তাল সমূহের বর্ণ 'অলি' ভ্রমরের মতো কাল হওয়াতে বুঝা যাচ্ছে ইহা অতিশয় স্বাদু জাতীয়—এরূপ তালে ছেয়ে থাকা বন। কিন্তু ধেনুকের দ্বারা **অবরুদ্ধানি**—অধীনীকৃত এই বন। অতএব **হে রাম**—এইবার তোমার পরাক্রমের পরীক্ষা, **হে কৃষ্ণ**—তোমারও দুষ্টনিধনত্বের পরীক্ষা দেওয়া কর্তব্য—এখানে এরূপ ভাব, তোমাদের সহিত আমাদের যে সখ্যভাব তাতে বলিষ্ঠতা অর্থাৎ ঐশ্চর্যজ্ঞান থাকা হেতু প্রেমে সঙ্কোচভাব আসে না। বরঞ্চ বীররসে উদ্দীপনতা হেতু ইহা উদ্বেলিত হয়ে উঠে॥ বি॰ ২২॥

২৩-২৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** তদ্ভীত্যা চ ন কৈশ্চিদপি তৎফলানি ভুক্তানি সন্তীত্যত্তেজয়ন্তি—স ইতি দ্বাভ্যাম্। অতিবীর্য্যো মহাবল ইতি রামং প্রত্যুক্তির্মাৎসর্য্যজননায়; খররূপধৃগিতি—কৃষ্ণং প্রত্যুক্তিঃ প্রিয়সখস্য রসিকশিরোমণেস্তস্য হাসায়; বিশেষণদ্বয়-সমাহারস্য তু খররূপধৃগপ্যতিবীর্য্য

ইত্যতঃ স তু নাপরৈর্বাধ্যত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, জ্ঞাতিভিরিতি তেষামপি তত্রাত্যন্তসাহায্যং দর্শিতম্। তস্মাদিতি—সার্দ্ধকম্। দুরাত্মতামেবাভিব্যঞ্জয়ন্তি—কৃতনরাহারাদিতি ; অত্র ন সেব্যতামিত্যর্দ্ধং পদ্যমনেকত্র, কিন্ত্বনন্বিতম্। চকারাৎ স্বাদূনি চ অভুক্তপূর্ব্বাণামপি সৌরভ্যেণৈব সাক্ষাদিবাবেদয়ন্তি—এষ ইতি। বৈ নিশ্চয়ে, গন্ধোঽবগৃহ্যতে উপলভ্যত ইতি প্রায়োঽস্মিন্ দেশে ভাদ্রমাসে বৃষ্ট্যনুকূল-পৌরস্ত্যবাতাৎ। এবং ফলানাম্ উৎকৃষ্টত্বং নিকটবর্ত্তিত্বঞ্চ সূচিতম্। তদেতৎ সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণরাময়োরজ্ঞাতমিব মত্বা তৈর্যজ্ জ্ঞাপিতং, তত্তু তাভ্যাং নর্ম্মণা তস্যাজ্ঞাতস্যৈব ক্রমশঃ পৃষ্টত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৩-২৪॥

২৩-২৪। শ্রীজীব০ বৈ০-তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে সেই অসুরের ভয়ে কেউ-ই সেই ফল খেতে পারে না, তাই রামকৃষ্ণকে উত্তেজিত করা হচ্ছে—'স' ইতি দুইটি শ্লোকে। **অতিবীর্য**—মহাবল, ইহা রামের প্রতি উক্তি মাৎসর্য জন্মাবার জন্য। **খররূপধৃক**—গর্দভরূপধারী, ইহা কৃষ্ণের প্রতি উক্তি, প্রিয়-সখা রসিকশিরোমণি কৃষ্ণের হাস্যরসের জন্য। বিশেষণদ্বয় এক সঙ্গে করে নিলে অর্থ আসবে, এই অসুর গর্দভরূপধারী হলেও মহাবল, অতএব অপর কেউ তাকে রুখতে পারে না। আরও **জ্ঞাতিভিঃ**—এই জ্ঞাতিদেরও এ বিষয়ে অত্যন্ত সাহায্য যে পেয়ে থাকে, তাই এখানে দেখান হল।

'তস্মাৎ' থেকে 'অবগৃহ্যতে' এই দেড় শ্লোকে ('ন সেব্যতে' লাইন বাদে)-ঐ অসুরের দুরাত্মতাই প্রকাশ করা হচ্ছে **কৃতনরাহারাদিতি**—এই অসুর মনুষ্য ভোজী বলে। 'ন সেব্যতাম্' ২৪ শ্লোক দ্বিতীয়চরণ অনেক পাঠেই দেখা যায় কিন্তু এখানে অন্বয় করা হল না। **'সুরভীণিচ'** এখানে 'চ'কার থাকা হেতু বুঝা যাচ্ছে এই তাল স্বাদুও বটে—পূর্বে এরা না খেলেও গন্ধেই যেন সাক্ষাৎ জানিয়ে দিচ্ছে ইহা স্বাদু।—এষ ইতি। অর্থাৎ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এই তালের সুগন্ধ আমরা এখান থেকেই পাচ্ছি। **বৈ**—নিশ্চয়ে। অবগৃহ্যতে—[গন্ধ] অনুভূত হচ্ছে। এইসব দেশে ভাদ্র মাসে প্রায় পূর্ব দিকের বায়ুই বয়। তাই তালবনের পশ্চিম দিকে দাঁড়ান তাদের নাকে গন্ধ আসছিল। এইরূপে তালের উৎকৃষ্টত্ব এবং নিকটবর্তিত্ব সূচিত হল। এই সব কিছুই যেন শ্রীকৃষ্ণরামের অজ্ঞাত, এরূপ মনে করেই এই বালকগণ তাদের কাছে নিবেদন করছিলেন,তাও কিন্তু কৃষ্ণরামের দ্বারা সখ্যভাবে সেই অজ্ঞাত বিষয়ের ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা হেতু, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ২৩-২৫॥

২৩-২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সোঽতিবীর্য্যেত্যাদিনা তয়োঃ পরাক্রমোত্তেজনম্।

আবয়োরগ্রে তস্য তদীয়ানাঞ্চাতিবীর্যং খপুষ্পায়মাণং ভবিষ্যতীতি চেত্তর্হি চলতং তত্রত্যান্নরান্নির্ভয়ান্ তান্ তালভোজিনশ্চ দত্ত যুষ্মদাশিষঃ কুরুতমিত্যাহুস্তস্মাতীতি॥ বি০ ২৩-২৪॥

২৩-২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সোঽতিবীর্যঃ—'সেই অসুর অতি বীর্যবান্' এই সব কথা দ্বারা রামকৃষ্ণের পরাক্রমকে উত্তেজিত করে তোলা হচ্ছে। তোমাদের দুইজনের অগ্রে এই

২৫। বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীণি চ।
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষুচীনোঽবগৃহ্যতে।
২৬। প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্।
বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে॥

২৫। অন্বয়ঃ অভুক্ত পূর্বানি সুরভীনি ফলানি চ বিদ্যন্তে। এষঃ বিষুচীনঃ (সর্বত্র পরিব্যাপ্তঃ) সুরভিঃ গন্ধঃ অবগৃহ্যবৈ (অস্মাভির্লভ্যতে এব)।

২৬। [হে] কৃষ্ণ, গন্ধলোভিতচেতসাং নঃ অস্মাকং তানি (তাল ফলানি) প্রযচ্ছ [হে] রাম, মহতী বাঞ্ছা অস্তি যদি রোচতে [তর্হি] গম্যতাম্।

২৫। মূলানুবাদঃ সেই বনে পূর্বে কেউ খায় নি, এরূপ বহু তালফল রয়েছে। এর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া গন্ধ আমরা এখান থেকেই পাচ্ছি।

২৬। মূলানুবাদঃ হে কৃষ্ণ হে রাম! গন্ধ লোভিত চিত্ত আমাদিকে সেই ফল ভোজন করাও। ওতে আমাদের অত্যন্ত লোভ হচ্ছে। যদি তোমাদের রুচি হয়, চল-না সেখানে যাই।

অসুরের এবং তদীয় জনদের অতি বীর্য আকাশ কুসুমবৎ অলীক হয়ে যাবে—এরূপ যদি হয় চল, সেখানকার লোকদের নির্ভয় কর, আর তাল ভোজীদের উপর তোমার আশীর্বাদ বর্ষিত হউক—এই আশয়ে বলা হচ্ছে তস্মাৎ ইতি॥ বি০ ২৩-২৪॥

২৫-২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী; কৃষ্ণেত্যাদি মুহুরুভয়সম্বোধনমতিবৈয়গ্র্যং সূচয়তি—কৃষ্ণ! গন্ধেতি। শ্লেষেণাস্মাকৎ কদাপি লোভো নাসীৎ, নবনীতাদিলুব্ধস্যাস্য সম্পর্কেণৈব লোভিতচেতসামিতি—শ্রীরামং প্রত্যেবোক্তিঃ, তেন চ নর্ম্মণা নিজদুর্ল্লভপ্রার্থনদোষো নিরস্তঃ; এবং মুহুঃ প্রার্থনেঽপ্যনঙ্গীকারমিবালক্ষ্য সপ্রণয়রোষমাহুঃ—বাঞ্ছাস্তীত্যাদি॥ জী০ ২৫-২৬॥

২৫-২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ হে কৃষ্ণ! হে রাম!—এইরূপে বার বার উভয়কে সম্বোধন সখাদের অতি বৈয়গ্র প্রকাশ করছে। অর্থান্তর, আমাদের চিত্ত গন্ধে লোভিত হচ্ছে,এর দ্বারা এরূপ ভাব প্রকাশিত হচ্ছে—আমাদের চিত্তে কখনওই লোভ ছিল না,কিন্তু নবনীতাদি চোর এই কৃষ্ণের সম্পর্কেই আমরা লুব্ধ হয়ে উঠেছি—ইহা রামের প্রতি উক্তি। এই নর্মের দ্বারা নিজ দুর্লভ প্রার্থনা দোষ নিরস্ত হল। এইরূপে বার বার প্রার্থনাতেও কৃষ্ণের নিকট যেন ইহা অস্বীকৃতই রইল, এরূপ লক্ষ্য করে সপ্রণয়ে বলা হল—আমাদের ইহাতে **বাঞ্ছাস্তি** অতিশয় বাঞ্ছা রয়েছে॥ জী০ ২৫-২৬॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নন্বু কস্যাং দিশি তদ্বনং তদ্ ব্রূতেত্যত আহুঃ,—এষ বৈ গন্ধ ভাদ্রমাসীয়প্রাচ্যসমীরণেনানীত ইতি ভাব॥ বি০ ২৫॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নোঽস্মভ্যঃ প্রযচ্ছ যতোঽস্মাকং বাঞ্ছাস্তি॥ বি০ ২৬॥

২৭। এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং ॥
২৮। বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন্।
ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা ॥

২৭। **অন্বয় ঃ** এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রভু প্রহস্য সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া গোপৈঃ বৃতৌ (গোপবালকৈঃ সহ) তালবনং জগ্মতু।

২৮। **অন্বয় ঃ** বল (বলদেবঃ) প্রবিশ্য মত্তদ্বীপ ইব (মত্তমাতঙ্গ ইব) ওজসা (বলেন) বাহুভ্যাং তালান্ সংপরিকম্পয়ন্ (সম্যক্ রূপেন কম্পয়ন্) ফলাণি পাতয়ামাস।

২৭। **মুলানুবাদ ঃ** সুহৃদ্গণের এইরূপ কথা শুনে রামকৃষ্ণ দুভাই রাখাল বালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সুহৃদ্দের প্রিয় সাধন ইচ্ছায় তালবনে প্রবেশ করলেন।

২৮। **মুলানুবাদ ঃ** মত্তহস্তীর মত মহাবলশালী বলদেব তালবনে প্রবেশ করে দুই হস্তে তাল বৃক্ষ ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তাল ফেলতে লাগলেন, চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ। আচ্ছা বল তো কোন্ দিকে সেই বন—এর উত্তরে ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে—এই গন্ধ ভাদ্র মাসের পূবালি বাতাসে আনীত অর্থাৎ এই বন পূর্ব দিকে অবস্থিত ॥ বি॰ ২৫ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রযচ্ছ নঃ**—আমাদিকে দাও, যেহেতু এর প্রতি আমাদের স্পৃহা রয়েছে ॥ বি॰ ২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** বৃতৌ সাহায্যায় পরিতো বেষ্টিতৌ প্রভূ, তেষাং প্রহর্ষার্থং স্বসামর্থ্যং দর্শয়ন্তৌ ॥ জী॰ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** সাহায্যের জন্য চতুর্দিকে সখাগণের দ্বারা পরিবৃত প্রভু দুই জন রামকৃষ্ণ—সখাদের হর্ষোচ্ছল করে তুলবার জন্য স্বসামর্থ্য দর্শন করাতে প্রবৃত্ত হলেন ॥জী॰২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রহস্যেত্যহো গর্দ্দভোঽপ্যেবং বলীত্যসম্ভাব্যত্বান্মৃষৈব বা ব্রূতেতি ভাবঃ ॥ বি॰ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রহস্য**—অহো গর্দভও এত বলবান হয় নাকি, ইহা অসম্ভব হওয়া হেতু উচ্চশব্দে হাস্য।—মিথ্যাই বা বলেছে সখাগণ, এরূপ ভাব ॥ বি॰ ২৭ ॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** বলদেবস্যাদৌ প্রবেশাদিকমাদৌ প্রার্থিতত্বাত্ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি তৎকীর্ত্তয়ে তত্র গৌণায়মানত্বাৎ। তালানিতি—বহুত্বমেকস্য কম্পনেনৈব সংঘট্টিতানাং তেষাং

২৯। ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ।
অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্॥
৩০। সমেত্য তরসা প্রত্যগ্দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী।
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্য্যসরৎ খলঃ॥

২৯। অন্বয়ঃ পততাং ফলানাং শব্দং নিশম্য (শ্রুত্বা) অসুররাসভঃ (গর্দ্দভরূপোঽসুরঃ) সনগং (স পর্ব্বতং) ক্ষিতিতলং পরিকম্পয়ন্ অভ্যধাবৎ (বলদেবস্য সমীপমাগমৎ)।

৩০। অন্বয়ঃ বলী (মহাবলশালী) খলঃ তরসা (বেগেন) সমেত্য (বলদেব নিকটমাগত্য) প্রত্যগ্দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং (পশ্চাদ্ভাগস্থিতাভ্যাং দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং) বলং (বলদেবং) উরসি (বক্ষসি) নিহত্য (প্রহৃত্য) কাশব্দং (কর্কশশব্দং) মুঞ্চন্ (কুর্ব্বন্) পর্য্যসরৎ (পরিতো বভ্রমে)।

২৯। মূলানুবাদঃ তাল পড়ার শব্দ শুনে গর্দভরূপধারী ধেনুকাসুর শ্রীবলরামের দিকে ধেয়ে এল—সপর্বত-ভূমিতল-পৃথিবী-সকল প্রকম্পিত করতে করতে।

৩০। মূলানুবাদঃ সেই বলবান্ খল চট্ করে নিকটে এসে পিছনের দুপায়ে বলদেবের বক্ষে চাট্ মেরে গর্দভের ন্যায় শব্দ করতে করতে চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল।

বহূনাং কম্পাৎ, সম্যক্ পরিতঃ। কম্পয়ন্নিতি—বিকীর্য্য দূরে পতনন্তু, ন তু শিরসীত্যেতদিচ্ছয়া; কিংবা বাহুভ্যাংদ্বাভ্যামেব বহূনাং তেষাং যুগপদ্গ্রহণাৎ সম্যক্ পরিতঃ কম্পয়ন্নিতি—মহাবলস্বভাবেন॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রথমে বলদেবের নিকট প্রার্থনা হেতু বলদেবেরই প্রথমে তালবনে প্রবেশাদি হল। শ্রীকৃষ্ণও সেই কীর্তিভাগী হল, কারণ সেখানে তাঁর নামও গৌণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। **তালান্**—তাল বৃক্ষ সমূহ, এখানে এইরূপ বহুবচন প্রয়োগের কারণ এই তাল বৃক্ষগুলি গায় গায় লেগে থাকা হেতু একের কম্পনেই বহুর কম্পন—**সম্পরিকম্পয়ন্** 'সম্যক্' সর্বতো ভাবে কাঁপিয়ে—'কম্পয়ন্'—ছড়িয়ে ছিটিয়ে দূরে ফেলা হল—মাথার উপরে নয়—ইহা বলদেবের ইচ্ছা শক্তিতেই হল অথবা তাদের বহুজনের দুই দুই বাহু দ্বারা যুগপৎ গ্রহণ হেতু সর্বতোভাবে কঁপিয়ে—মহাবল স্বভাব-বশে।

২৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ সপর্ব্বতং ক্ষিতিতলং সর্ব্বাং পৃথিবীং পরিতঃ কম্পয়ন্নিতি—তস্য পূর্ব্বোক্তমতিবীর্য্যত্বং দর্শিতম্॥ জী০ ২৯॥

২৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পরিকম্পয়ন্—সর্বতোভাবে কাঁপিয়ে, **ক্ষিতিতলং সনগং**—সপর্বত সকল পৃথিবী—বলরামের পূর্বোক্ত বীর্য দেখান হল॥ জী০ ২৯॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সনগং কূলপর্ব্বতৈরপি সহিতম্॥ বি০ ২৯॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সনগং—পর্বত সকলের সহিত॥ বি০ ২৯॥

BAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR A.C.C. No. CALCUTTA-3

৩১। পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ।
চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্রুষা॥

৩১। অন্বয়ঃ [হে] রাজন্ সংরব্ধঃ (ক্রুদ্ধঃ) উপক্রোষ্টাঃ (গর্দ্দভঃ) পুনঃ আসাদ্য পরাক্স্থিতঃ (বলদেবং পৃষ্ঠীকৃত্য স্থিতঃ সন্) রুষা বলায় (বলদেবং হন্তুং) অপরৌ চরণৌ প্রক্ষিপৎ।

৩১। হে রাজন্ ! নিকটেই গর্দভের মতো শব্দায়মান্ কোপী সেই অসুর বলদেবের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে পুনরায় ক্রোধে পিছের দুপায় ভীষণ জোরে তাঁকে চাট্ মারল।

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নিতরাং হত্বা প্রঙ্গত্য, যতো বলী সাধারণদেবতাপেক্ষয়া বলবত্ত্বেন বলিমানীত্যর্থঃ। কাশব্দং কুৎসিতশব্দম্। আর্ষঃ কাদেশঃ। পর্য্যসরৎ পুনঃ পদ্ভ্যাং হননে ছিদ্রান্বেষণায় পরিতো বভ্রাম, যতঃ খলস্তাদৃশদুশ্চেষ্টঃ॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিহত্য—'নি-নিতরাং' সজোরে 'হত্বা' প্রহার করে—কারণ এই অসুর বলী—সাধারণ দেবতা অপেক্ষা শারীরিক বলে অধিক। **কাশব্দ**—কুৎসিত শব্দ। **পর্যসরৎ**—চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল—পুনরায় জোরা পায় লাথি দেওয়ার ছিদ্র অন্বেষণের জন্য চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল—যেহেতু খলঃ—তাদৃশ দুষ্ট কর্মে রত॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রত্যগ্ দ্বাভ্যাং পশ্চিমাভ্যাং দ্বাভ্যাম্। কাশব্দমিতি গর্দ্দভশব্দানুকরণং পর্য্যসরৎ পরিতো ধাবৎ॥ বি০ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রত্যগ্ দ্বাভ্যাং—পিছনের দু-পা দ্বারা। **কাশব্দ**—গর্দভ শব্দানুকরণ। **পর্যসরৎ**—চতুর্দিকে সজোরে ঘুরতে লাগল॥ বি০ ৩০॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ আসাদ্য নিকটীভূয়, উপক্রোষ্টা নিকটে কা-শব্দং কুর্ব্বন্ পরাক্ বিমুখং স্থিতঃ সন্ পুনরেত্য॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আসাদ্য—নিকটস্থ হয়ে। **উপক্রোষ্টা**—নিকটে কুৎসিত শব্দ করে। **পরাক্**—বলরামের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে, পুনরায় তার নিকটে এসে॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সংরব্ধ কোপী উপক্রোষ্টা নিকট এব কাশব্দং কুর্ব্বন্ পরাক্ পৃষ্ঠীকৃত্যস্থিতঃ॥ বি০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সংরব্ধঃ—কোপী। **উপক্রোষ্টা** - নিকটেই গর্দভের মতো শব্দায়মান (গর্দভাসুর)॥ বি০ ৩১॥

৩২। স তং গৃহীত্বা প্রপদোর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্॥
৩৩। তেনাহতো মহাতালো বেপমানো বৃহচ্ছিরাঃ।
পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোঽপি চাপরম্॥

৩২। অন্বয়ঃ সঃ (বলদেবঃ) তং (অসুরং) একপাণিনা প্রপদোঃ (পাদয়োরগ্রভাগো) গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা ভ্রামণত্যক্তজীবিতং তৃণরাজাগ্রে (তালবৃক্ষাণামুপরিভাগে) চিক্ষেপ।

৩৩। অন্বয়ঃ তেন (ধেনুকাসুরদেহেন) পার্শ্বস্থং (স্বপার্শ্ববর্ত্তিনমন্যং তালবৃক্ষং) আহতঃ বেপমানঃ (কম্পমানঃ) মহচ্ছিরাঃ মহাতালঃ কম্পয়ন্ ভগ্নঃ, সঃ (কম্পিতো ভগ্ন তালবৃক্ষঃ) অন্যং (অন্যং তালবৃক্ষং বভঞ্জ) সোঽপি অপরং।

৩২। মূলানুবাদঃ বলরাম সেই অসুরকে একহাতে গোড়ালিতে ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরাতে লাগলেন। অতঃপর ঘূর্ণনবেগে ত্যক্তজীবন তাকে তাল গাছের আগায় ছুঁড়ে দিলেন।

৩৩। মূলানুবাদঃ সেই অসুরের দেহাঘাতে কম্পমান্ বৃহৎশিরা তালবৃক্ষ তার পার্শ্বস্থ অপর তালবৃক্ষকে কাঁপিয়ে দিয়ে ভেঙ্গে পড়ল। এই অপর তালবৃক্ষ আবার তার পার্শ্বস্থ অপরকে কাঁপিয়ে দিয়ে ভেঙ্গে পড়ল—এইরূপে পর পর বহু তালবৃক্ষ ধরাশায়ী হল।

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ একেনৈব পাণিনা পাদয়োর্গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা চ। প্রপদোরিতি পাঠস্ত্বার্ষঃ; পাদয়োরগ্রভাগ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বন্তু তৎপ্রহারাঙ্গীকারঃ, স্বানবধানপ্রকাশনেন স্বস্য তেনাক্ষোভ্যত্বং প্রাখ্যাপয়িতুম্॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ একই হাতে দু পা ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে। **প্রপদো**—আর্ষ প্রয়োগ—পা দুটির অগ্রভাগ। নিজ অনবধান প্রকাশনের দ্বারা বলদেব যে পূর্বের সেই প্রহার অঙ্গিকার করলেন, নিজের অকাতরতা প্রখ্যাপণের জন্য॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তং ধেনুকং পদয়োরগ্রভাগে ইত্যর্থঃ। তৃণরাজস্তালঃ॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তং—ধেনুকাসুরকে। **প্রপদোঃ**—পায়ের গোড়ালির দিকে। **তৃণরাজ**—তালবৃক্ষ॥ বি০ ৩২॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ চকারাদপরোঽপি পরমিত্যেবং বহবো বহূন্ কম্পয়ন্তো ভগ্না ইতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'চ' কার হেতু অপর বৃক্ষও 'পরম' বৃহৎশিরা, তাই সেও তার পাশের অপর বৃক্ষকে কাঁপিয়ে তুলল—এইরূপে পর পর চলতে লাগাতে বহু বৃক্ষ কাঁপতে কাঁপতে ভেঙ্গে পড়ল, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৩৩॥

৩৪। বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ।
তালাশ্চকম্পিরে সর্ব্বে মহাবাতেরিতা ইব॥
৩৫। নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্য যথা পটঃ॥

৩৪। **অন্বয়ঃ** বলস্য (বলদেবস্য) লীলয়োৎসৃষ্ট খরদেহহতাহতাঃ (লীলয়া প্রক্ষিপ্তঃ ধেনুকাসুরস্য মৃতদেহঃ তেন হতাঃ যে তালবৃক্ষাঃ তৈঃ প্রাপ্তাঘাতাঃ) সর্ব্বে তালাঃ (তালবৃক্ষাঃ) মহাবাতেরিতাঃ (প্রবল-ঝটিকা প্রকম্পিতাঃ) ইব চ কম্পিরে (কম্পিতা অভুবন্)।

৩৫। **অন্বয়ঃ** [হে] অঙ্গ (রাজন্) যস্মিন্ ভগবতি অনন্তে জগদীশ্বরে ইদং (বিশ্বং) তন্তুষু (সূত্রেষু) যথা পটঃ ওতংপ্রোতং (সংগ্রথিতং তস্মিন্ বলদেবে) এতৎ নহিচিত্রং।

৩৪। **মূলানুবাদঃ** বলদেবের দ্বারা লীলায় নিক্ষিপ্ত সেই অসুর-দেহের দ্বারা পর্যায় ক্রমে আঘাত প্রাপ্ত তালবৃক্ষ সকল প্রবল ঝঞ্জাবাত-তাড়িতের ন্যায় কম্পমান হল।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! বস্ত্রে গ্রথিত সূত্রচয়ের মত যে সর্বৈশ্বর্যশালী, সীমাহীন, জগন্নিয়ন্তা বলদেবে এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত, তাঁর পক্ষে এই ধেনুকাসুর বধাদি কার্য কিছু আশ্চর্য-জনক নয়।

৩৪। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** এবং সন্নিকৃষ্টা ভগ্না দূরস্থাস্তু কম্পিতা ইত্যাহ—বলস্যেতি॥ জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ** এইরূপে নিকটস্থ ভঙ্গ বৃক্ষ সকল দূরস্থ গুলিকে কাঁপিয়ে তুললো, তাই বলা হচ্ছে, 'বলস্য' ইতি॥ জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** উৎসৃষ্টেন খরদেহেন হতৈস্তালৈরাহতাঃ প্রাপ্তাঘাতাঃ॥ বি° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ছুঁড়ে দেওয়া গর্দভ দেহের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত তাল বৃক্ষ সমূহের দ্বারা **আহতাঃ**—প্রাপ্ত-আঘাত তালবৃক্ষ সমূহ॥ বি° ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** ইদঞ্চ 'ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহ,-স্তথাপি মর্ত্ত্যানু-বিধস্য বর্ণ্যতে' (শ্রীভা° ১০।৫০।২৯) ইত্যেবং বক্ষ্যমাণরীত্যা প্রতিযোদ্ধাদ্যনুরূপমাত্রশক্তিপ্রকাশধারিণ্যা নরলীলয়ৈব কৃতমিত্যাশ্চর্য্যত্বেন বর্ণ্যতে, ন তু ঐশ্বর্য্যলীলয়েত্যাহ—নৈতদিতি। অচিত্রত্বে হেতুর্ভগবতি শক্ত্যা সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিযুক্তেঽনন্তে স্বরূপেণাপ্যপরিচ্ছিন্নে তথোপাধিসম্বন্ধেনাপি জগদীশ্বরে ওতং প্রোতমিত্যাদি-লক্ষণে চ। দৃষ্টান্তেঽপি তন্তূনাং কারণত্বেন কার্য্যাৎ পটাদন্যত্বম্। অত্র তাদৃশ-ভগবত্ত্বাদিকং শ্রীকৃষ্ণাংশেষু মুখ্যত্বাদ্যুক্তমেবেতি ভাবঃ॥ জী° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ** "যদুকুল শত্রু জরাসন্ধের বধ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিছু আশ্চর্য নয়, তথাপি তাদৃশ অলৌকিক কর্মও মনুষ্যলীলা অনুসারেই করা হয়"—(ভা° ১০।৫।২৯)।—

৩৬। তত কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে।
ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্ব্বে সংরব্ধা হতবান্ধবাঃ॥

৩৬। অন্বয়ঃ ততঃ ধেনুকস্য যে জ্ঞাতয়ঃ ক্রোষ্টারঃ (গর্দ্দভাঃ) হত বান্ধবাঃ কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ অভ্যদ্রবন্ (অভিমুখং যযুঃ)।

৩৬। মূলানুবাদঃ অতঃপর ধেনুকের যে সকল জ্ঞাতি ছিল, সেই হতবান্ধবা ক্রোধে মত্ত অসুরগণ উত্তেজিত হয়ে ছুটে চললো কৃষ্ণরামের দিকে।

এইরূপ বক্ষ্যমাণ রীতিতেই প্রতি যোদ্ধা-অনুরূপ মাত্র শক্তি-প্রকাশধারিণী নরলীলা দ্বারাই এই অসুর বধ করা হল, তাই ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে, অলৌকিক ঐশ্বর্য লীলা রূপে নয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নৈতদিতি। এখানে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আশ্চর্য না হওয়ার হেতু **ভগবতি**—ঐশ্বর্য বীর্যাদি সমগ্র শক্তি যুক্ত এবং **অনন্তে**—স্বরূপে অসীম, তথা উপাধি সম্বন্ধেও জগদীশ্বরে, তাঁতে এই বিশ্ব বস্ত্রে সূতার মত ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত থাকে, সেই তাতে এ কিছু আশ্চর্য নয়, দৃষ্টান্তেও তন্তু কারণ হওয়া হেতু তাঁর কার্য বস্ত্র থেকে ভিন্ন। এখানে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অংশের মধ্যে মুখ্য হওয়া হেতু তাদৃশ ভগবত্বাদি গুণ থাকা যুক্তিযুক্তই বটে, এরূপ ভাব॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বিশ্বং ওতং অগ্র তন্তুষু পট ইব গ্রথিতং প্রোতং তির্য্যক্ তন্তুষু পটবদেব গ্রথিতং সর্ব্বতোঽনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইদং—বিশ্ব। **ওতং**—বস্ত্র যেমন প্রথমে সোজা তন্তুচয়ে ও পরে আড়ের চন্তুচয়ে গ্রথিত সেইরূপ সর্বতোভাবে গ্রথিত এই বিশ্ব শ্রীবলদেবে॥ বি০ ৩৫॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কৃষ্ণমিত্যাদাবুক্তিঃ শ্রীবলদেবস্য পরাক্রমদৃষ্ট্যা ভয়াত্তত্ত্যাগেন তদভিদ্রবণাৎ, কিংবা অগ্রজপ্রেম্ণা স্বয়মগ্রতো গমনাৎ। রামঞ্চেতি—পশ্চাদনুজস্নেহেন তস্যাপি তৎপার্শ্বে গমনাৎ। অভিদ্রবণে তু দ্বয়োরপি প্রাধান্যাচ্চকারৌ। ক্রোষ্টার ইতি মহাক্রোশনং কুর্ব্বাণাঃ হতবান্ধবা ইতি চ; শোকেনাপ্যতিক্রোধান্নিজশক্ত্যতিশয়ং দর্শয়ন্ত ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ—এখানে আদিতে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করাতে বুঝা যাচ্ছে, বলদেবের পরাক্রম দেখে ভয়ে তাঁকে ত্যাগ করে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল; কিম্বা বড় ভাই-এর প্রেমে কৃষ্ণের নিজেরই এগিয়ে যাওয়া হেতু তাঁর নাম আদিতে উল্লেখ। 'রামঞ্চ'—পশ্চাৎ ছোট ভাই-এর স্নেহে বলদেবের তার পাশে যাওয়া হেতু—দুজনের দিকেই ধাবিত হল। এখানে ধাবন বিষয়ে দুজনেরই প্রাধান্য থাকা হেতু দুটি 'চ'কার দেওয়া হয়েছে। **ক্রোষ্টার**—ক্রধোন্মত্ত এবং হত বান্ধবা। অতি ক্রোধ হেতু শোক অবস্থায়ও নিজ শক্তির আতিশয্য দেখাতে লাগল, এরূপ ভাব॥ জী০ ৩৬॥

৩৭। তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া।
গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রহিণোৎ তৃণরাজসু।
৩৮। ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ।
ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্॥

৩৭। অন্বয়ঃ [হে] নৃপ, কৃষ্ণশ্চ রামশ্চ আপততঃ (নিজসমীপমাগতান্) গৃহীত পশ্চাচ্চরণান্ তান্ তান্ (গর্দ্দভান্) লীলয়া তৃণরাজসু (তালবৃক্ষোপরিভাগেষু) প্রাহিণোৎ।

৩৮। অন্বয়ঃ ঘনৈঃ (মেঘৈঃ) নভ ইব ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং (অগণিত তাল ফলব্যাপ্তং) সতালাগ্রৈঃ গতাসুভিঃ (গতপ্রাণৈঃ) দৈত্যদেহৈঃ ভূঃ (ভূতলং) ররাজ।

৩৭। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! কৃষ্ণরাম তখন সমাগত অসুরদের পিছনের পা ধরে ধরে অবলীলা ক্রমে তালগাছের উপর ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলেন॥ বি০ ৩৭॥

৩৮। মূলানুবাদঃ মেঘমালায় আকাশের যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা হয়েছিল তৎকালে তালবৃক্ষরাজির তল দেশের—তাল গাছের মাথার সহিত মিলিত দৈত্যদেহে চিহ্নিত ভূমিতল ফলরাশিতে ব্যাপ্ত হয়ে।

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ হে নৃপেতি প্রহর্ষোদয়াৎ। যদ্বা, নৃপস্যেব লীলয়া রাজানো হি মৃগয়া-ক্রীড়াকৌতুকেন মৃগান্ ঘ্নন্তীতি অনায়াস এব তাৎপর্য্যম্। তৃণরাজস্বিতি সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকানুবাদঃ হে নৃপ—অতিশয় আনন্দ উদয় হেতু এই সম্বোধন। অথবা, 'নৃপ-লীলয়া' অর্থাৎ রাজার মতো লীলায়—রাজারাই মৃগয়ায় ক্রীড়াকৌতুকে মৃগগণকে বধ করে—এই উপমায় অনায়াসই তাৎপর্য্য॥ জী০ ৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ গতাসুভিরিতি—দেহানামস্পন্দনং বোধয়তি, অতএব ররাজ, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয়াণামানন্দজনকত্বৎ। ভূর্ভূমিরূপং, তলং তালানামধোদেশঃ; কিংবা ভূরিত্যব্যয়ংভূর্লোকাদিবৎ; যদ্বা, সুপাং সুলুগিত্যাদিনা ঙসঃ সুভাবঃ; অথবা সতালাগ্রৈর্দৈত্যদেহৈরুপলক্ষিতা ভূঃ ফলপ্রকরসংকীর্ণং যথা স্যাত্তথা ররাজ। নভস্তলং নভস্বরূপং, তলং স্বরূপাধারয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গতাসুভিঃ—দেহের স্পন্দন হীনতা বোঝানো হচ্ছে। অতএব ভূমিতল **ররাজ**—শোভিত হল। এই 'ররাজ' শব্দটি ব্যাবহারের হেতু হল, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় জনদের এই দৃশ্য আনন্দোচ্ছল করে উঠাল। **ভূঃ**—ভূমির রূপ (উজ্জ্বল করে উঠাল)। **তলং**—তালবৃক্ষরাজির অধোদেশ। কিম্বা **ভু ইতি** অব্যয়—ভূর্লোকের সদৃশ। অথবা, তালগাছের মাথার সহিত

৩৯। তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ॥
৪০। অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।
তৃণঞ্চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে॥

৩৯। অন্বয় ঃ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) তৎ সুমহৎ কর্ম্ম নিশম্য (দৃষ্ট্বা) বিবুধাদয়ঃ (দেব বিদ্যাধর প্রভৃতয়ঃ) পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ বাদ্যানি চক্রু তুষ্টুবুঃ।

৪০। অন্বয় ঃ অথ হতধেনুককাননে গতসাধ্বসা (বিগতভয়াঃ) মনুষ্যাঃ তালফলানি আদন্ (ভক্ষয়ামাসুঃ) পশবশ্চ তৃণং চেরুঃ (সুকোমলতৃণভক্ষণং চক্রুঃ)।

৩৯। মূলানুবাদ ঃ দেবতা প্রমুখ সকলে রামকৃষ্ণের এই সুমহৎ কর্ম দেখে পুষ্পবর্ষণ নৃত্য গীত-বাদ্যধ্বনি এবং স্তুতি করতে লাগলেন।

৪০। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর যে বনে ধেনুকাসুর বধ হয়েছিল, সেই বনে মনুষ্যগণ নির্ভয়ে তাল-ফল খেতে লাগল এবং গেসমূহ তৃণময় মাঠে চরে বেড়াতে লাগল।

মিলিত দৈত্যদেহের দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতল ফলরাজিতে ব্যাপ্ত হয়ে শোভা পেতে লাগল। **নভস্তলম্**—['তলম্' স্বরূপ, বিশ্ব কোষ] আকাশ তুল্য শোভা পেতে লাগল॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ ফলপ্রকারসঙ্কীর্ণং যথাস্যাত্তথা ভূ বরাজ। কৈঃ দৈত্যদেহৈর্নির্ভিন্ন তালাগ্রসহিতৈঃ। তেষাং স্বতঃ শ্যামত্বাৎ রুধিরোক্ষিতত্বাচ্চ ঘনৈঃ শ্যামরক্তৈর্নভস্তলমিব। "তলং স্বরূপাধারয়ো রিতি বিশ্বঃ॥ বি০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ফলনিচয়ে ব্যাপ্ত হলে যেমন শোভা পায় সেইরূপ শোভা পেতে লাগল ভূমিতল। কিসের সহিত শোভিত হল? দৈত্য দেহের দ্বারা খণ্ডিত তালগাছের মাথার সহিত। তালগাছের ডগার রং স্বভাবতঃই কালো এবং রক্তে লিপ্ত হওয়া হেতু তার দ্বারা ব্যাপ্ত তালগাছের তল সন্ধ্যারাগে রক্তিম মেঘে ঢাকা আকাশের মতো শোভিত হল। ['তলং'– স্বরূপ বিশ্বকোষ]॥ বি০৩৮॥

৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গোপানামেব প্রীত্যর্থমপি তত্তদন্যেষাং জাতমিত্যাহ—তয়োস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্; তয়োস্তদিতি বা পাঠঃ। সুমহদিতি –সপরিবারস্যৈব তস্যাবহেলয়াপি মারিতস্য পূর্ব্বকৃত-দেবাদিভয়ত্বং ভয়ঙ্করচরত্বঞ্চ বোধয়তি। আদি-শব্দাদ্বিদ্যাধরাদয়ো মহর্ষ্যাদয়শ্চ, ক্রমেণ তেষাং তত্তৎ কর্ম্ম জ্ঞেয়ম্। বাদ্যৈর্গীতনৃত্যান্যপি জ্ঞেয়ানি, প্রয়োঽন্যোঽন্যং তেষাং সঙ্গতত্বাৎ॥ জী০ ৩৯॥

৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এই লীলাটি গোপগণের প্রীত্যর্থে হলেও সেই সেই কর্ম্ম অন্যদেরও প্রীতি জন্মাল তাই বলা হচ্ছে—তয়োস্তৎ ইতি দুটি শ্লোকে। **সুমহৎ**—এই 'সুমহৎ' পদে বোঝান হচ্ছে যে গর্দভাসুর সপরিবারেই অবহেলায় হত হলেও পূর্বে সে দেবতাগণেরও ভয়-

৪১। কৃষ্ণ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাব্রজৎ॥

৪১। অন্বয় ঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ অনুগৈঃ (অনুগতৈঃ) গোপৈঃ স্তূয়মানঃ (প্রশংসমানঃ) সাগ্রজঃ (বলদেবেন সহ) কৃষ্ণঃ ব্রজং আব্রজৎ (আজগাম)।

৪১। মূলানুবাদ ঃ (অতঃপর সেই দিনের সান্ধ্যলীলা বলা হচ্ছে -) অনুচর গোপগণের দ্বারা স্তূয়মান্, পুণ্য শ্রবণ কীর্তন, পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ অগ্রজের সহিত ব্রজে প্রবেশ করলেন।

স্বরূপ ছিল। **বিবুধাদয়**—দেবতা আদি, এই 'আদি' শব্দে বিদ্যাধরাদি মহর্ষ্যাদি ক্রম অনুসারে সকলেরই তত্তৎ কর্মে প্রীতি জন্মাল—এইরূপ জানতে হবে। **বাদ্যানি**—এই 'বাদ্যচয়' পদের দ্বারা গীত-নৃত্য সমূহকেও বুঝানো হচ্ছে—কারণ বাদ্যের সহিত গীত নৃত্যাদি প্রায়শঃই থাকে॥ জী০ ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব০-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** গোপালা ইত্যনুক্ত্বা মনুষ্যা ইত্যুক্তেস্তে তু মৃতগর্দ্দভপ্রসঙ্গেন ঘৃণাং বিধায় নাদন, কিন্ত্বন্য এব মনুষ্যা ইত্যর্থঃ। 'হতধেনুককাননে' ইতি তৃণবাহুল্যমপি সূচিতম্॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** 'গোপগণ' না বলে মনুষ্যগণ এরূপ উক্তি করাতে বুঝা যাচ্ছে গোপগণ মৃতগর্দভ প্রসঙ্গে এই তালফলের প্রতি ঘৃণা বশতঃ উহা খেত না—কিন্তু অন্য মানুষরাই খেত। 'হতধেনুককাননে' এবাক্যে সূচিত হচ্ছে, ধেনুকের ভয়ে পূর্বে মানুষ গরু বাছুর ঐ বনে যেত না বলে সেখানে তৃণের প্রাচুর্য ছিল॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মনুষ্যাস্তত্রত্যাঃ পুলিন্দাদয় এব ন তু গোপালা আদন্ গর্দ্দভরক্তোক্ষিতত্বেন ফলেষু ঘৃণোৎপত্তেঃ॥ বি০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মনুষ্যঃ**—বৃন্দাবনের নীচ জাতি পুলিন্দ প্রভৃতিই খেত গোপগণ খেত না—কারণ গর্দভের রক্তলিপ্ততায় ঐ ফলে তাঁদের ঘৃণার উৎপত্তি হয়েছিল॥ বি০ ৪০॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবং প্রসঙ্গেন দিনান্তরস্য ধেনুকবধ-লীলামপি সমাহৃত্য প্রথমগোচারণদিন-সন্ধ্যালীলাপি যথাযুক্তমিত্থং জ্ঞেয়েতি তদ্দিনসন্ধ্যালীলামাহ—ষড়্ভিঃ। অত্র সামান্যব্রজজন-দৃশ্যমানত্বেন বর্ণয়তি -কৃষ্ণ ইতি ; কৃষ্ণ ইত্যভিপ্রেতং সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি—কমলেত্যাদিনা ; কমলপত্রাক্ষ ইতি সৌন্দর্য্যম্, শোণচ্ছবিকোণতয়া বিস্তীর্ণতাকীর্ণতয়া চ কৈশোরাংশব্যক্তিরপি ; পুণ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনে যস্য স ইতি সর্ব্বসদ্গুণকর্ম্মাদিমাহাত্ম্যম্। অনেন ব্রজস্থানাং তচ্ছ্রবণাদেব বিরহার্ত্ত্যুপশমস্তাবকানাঞ্চ চিত্তোল্লাসঃ সূচিতঃ এবং স্বরূপশোভাং দর্শয়িত্বা আবরণশোভামাহ—স্তূয়মান ইত্যাদিনা॥ জী০ ৪১॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে অন্যদিনের ধেনুকবধ নামক এই লীলা কথা তুলে তার বর্ণন সমাপন করবার পর পুনরায় ঐ প্রথম গোচারণ দিনেয় সান্ধ্য লীলাও যথো-

৪২। তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরনুগীতকীর্ত্তিং গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥

৪২। **অন্বয়ঃ** গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ (গোখুরোদ্ধূতধূলিভিঃ ব্যাপ্তেষু কেশেষু বদ্ধং ময়ূরপুচ্ছং) বন্য প্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসং (বন্যপুষ্পৈঃ পরিশোভিতঃ মনোহরং দৃষ্টিসঞ্চার মৃদুস্মিতং চ যস্য স চ অসৌ) বেণুং ক্বণন্তং অনুগৈঃ (অনুচরৈঃ) অনুগীতকীর্ত্তিং তং (নবকিশোরনটবরকৃষ্ণং) দিদৃক্ষিতদৃশঃ (দর্শনাকাঙ্খাযুক্তনয়নাঃ) গোপ্য সমেতাঃ অভ্যগমন্।

৪২। **মূলানুবাদ ঃ** গোখুরোত্থিত ধূলিজাল ব্যাপ্ত কুন্তলোপরি বদ্ধ ময়ূরপুচ্ছে ও বনফুলে শোভমান্, সপ্রেম কটাক্ষপাত ও মৃদুহাস্যে সর্বমনোহর, গোপবালকসংস্তুত ও বেণুবাদনরত কৃষ্ণ-দর্শনোৎসুকনয়না ব্রজরমণীগণ একত্র মিলিত হয়ে তাঁর উত্তর গোষ্ঠ পথের কাছাকাছি কোনও টিলার উপর এসে দাঁড়ালেন।

চিত ভাবে সংযোজিত হল ছয়টি শ্লোকে। সে দিনের সান্ধ্য লীলা বর্ণন করা হয়েছে। এই ৪১ শ্লোকে সামান্য ব্রজজনের দৃশ্যমান রূপে বর্ণন করা হচ্ছে, কৃষ্ণ ইতি। **কৃষ্ণ ইতি** শুকদেবের নিজের অভিপ্রেত কৃষ্ণের সর্বচিত্ত কর্ষত্ব দেখিয়ে অতঃপর বিশেষভাবে বর্ণন করা হচ্ছে কমল' ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা। **কমল পত্রাক্ষঃ**—পদ্মপলাশ লোচন, এইরূপে কৃষ্ণের সৌন্দর্য প্রকাশ করা হল; নয়নের কোণের রক্তাভতা এবং আকর্ণ বিস্তার ও বিশালতা গুণে তাঁর কৈশোরাংশও ব্যক্ত করা হল এতে। **পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ**—যাঁর শ্রবণে কীর্তনে জীব পবিত্র হয়ে যায় সেই কৃষ্ণ, এইরূপে সর্বসদ্‌গুণ কর্মাদি মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হল। এর দ্বারা সূচিত হল, কৃষ্ণকথা শ্রবণেই ব্রজজন মাত্রেরই বিরহ আর্তির উপশম এবং নিজ পরিজনদের চিত্তোল্লাস হয়। এইরূপে স্বরূপের শোভা দেখিয়ে অতঃপর তাঁকে পরিবেষ্টিত করে যে সব সখাগণ রয়েছেন, তাঁদের শোভা বলা হচ্ছে, স্তূয়মান ইত্যাদি দ্বারা ॥ জী॰ ৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বনাদ্গোষ্ঠপ্রবেশলীলামাহ—ত্রিভিঃ। কৃষ্ণ ইতি ব্রজস্থানাং চিত্তাস্যা কর্ষণং, কমলপত্রাক্ষ ইতি নেত্রনাসয়োরাকর্ষণম্। পুণ্যে ধন্যে শ্রবণে কর্ণৌ যতস্তথাভূতং কীর্ত্তনং বেণুগানং যস্য সঃ। ইতি শ্রোত্রস্যাপ্যাকর্ষণং ধ্বনিতম্ ॥ বি॰ ৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বন থেকে গোষ্ঠ প্রবেশ লীলা বলা হচ্ছে, তিনটি শ্লোকে, কৃষ্ণ ইতি। **কৃষ্ণ**—ব্রজজনদের চিত্ত-আকর্ষণ, **কমলপত্রাক্ষঃ**—পদ্মপলাশ লোচন নেত্রনাসার আকর্ষণ, শ্রবণে কর্ণদ্বয় **পুণ্যে**—ধন্য হয়ে যায়। যে হেতু তথাভূত **কীর্তনং**—বেণুগান যার সেই কৃষ্ণ অর্থাৎ ব্রজে ফেরার পথে কৃষ্ণ যে বেণুগান করেন তা শ্রবণে কর্ণ ধন্য হয়ে যায়। এইরূপে কর্ণেরও আকর্ষণ ধ্বনিত হল ॥ বি॰ ৪১ ॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** অথ তদুল্লঙ্ঘিতবাল্যৈঃ শ্রীগোপকুমারীবিশেষৈরপি দৃশ্যমানত্বেন তং বর্ণয়ংস্তেষামনুরাগোৎপত্তিং সূচয়তি—তমিতি দ্বাভ্যাম্। ঈক্ষণমবলোকনম্, গোরজ ইত্যা-

দিনা উপরি মধ্যে তলে চ শ্রীমুখশোভা দর্শিতা। অন্যবেষসদ্ভাবেঽপি তত্তন্মাত্রস্যৈব বর্ণনং, সায়ং বনাদাগতত্বেন বৈশিষ্ট্যাৎ। বেণুক্বণন স্বভাবত এব বিশেষতশ্চ তাসাং প্রহর্ষণার্থমাকর্ষণার্থঞ্চ। উপেতি—রাগমাত্রগানময়-বেণুক্বণনোপগায়নত্বেন গীতা কীর্ত্তির্যস্য তম্; অত্র সাগ্রজতানুক্তিস্তস্য তত্রানুপযুক্তপ্রায়ত্বাৎ। অতএব ছলেন ব্যবহিতত্বাদ্গুরুজনসঙ্গতৌ হি তস্যাগ্রজতাভাব এব প্রবলতে। তস্য ব্রজাগমননির্দ্ধারে গোরজশ্ছুরিতেতি—সূচিতগোরজউদ্ধূতির্বেণুক্বণনমনুগোপগীতকীর্ত্তিত্বমিতি হেতুত্রয়ং জ্ঞেয়ম্। অভিগমনে হেতুঃ—দিদৃক্ষিতাঃ সঞ্জাতদিদৃক্ষা দৃশো যাসামিতি দৃশাং করণত্বেঽপি দিদৃক্ষাকর্তৃতয়া নির্দ্দেশঃ স্বাতন্ত্র্যং বোধয়তি, তচ্চ গাঢ়ানুরাগমিতি। অত্র প্রথমতো গোচারণেন দূরগমনতো বিবিধশঙ্কোৎপত্তিঃ, তথা পূর্ব্বতোঽধুনা গোপলনে কালবিলম্বেনাগমনম্; চোৎকণ্ঠাবৈশিষ্ট্যে হেতুঃ—সমেতা অন্যোঽন্যং মিলিতা, ঐকমত্যেন সখ্যাৎ; অতএব ভয়লজ্জাদিহানেশ্চ। তচ্চ স্বস্বগৃহতঃ সর্ব্বাসামেব যুগপদ্ধাবনাৎ শ্রীকৃষ্ণাধ্বনি বা পূর্ব্বমেবাগতানামুচ্চস্থানবিশেষে বা জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ৪২ ॥

৪২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর সেই বাল্য অতিক্রান্তা শ্রীরাধাদি গোপকুমারীগণ কৃষ্ণকে যে অপূর্ব মধুর স্বরূপে দেখছিলেন তার বর্ণনের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের চিত্তের অনুরাগ উৎপত্তির ইঙ্গিত করা হচ্ছে, 'তং' ইতি দুইটি শ্লোকে। **ঈক্ষণম্**—অবলোকন। 'গোরজ' ইত্যাদি কথা দ্বারা উপরে, মধ্যে এবং তলে শ্রীমুখশোভা দেখান হল। অন্য বেশ থাকলেও কেবলমাত্র যে এই সবেরই উল্লেখ করা হল,তার কারণ স্বায়ংকালে বন থেকে ফেরার পথে ইহাদেরই বৈশিষ্ট্য। **বেণুক্বণনং**—বেণুধ্বনি স্বভাবতই ও বিশেষতঃ এই কুমারীদের আনন্দোচ্ছলতার ও আকর্ষণের জন্য হয়ে থাকে। **উপগীতকীর্তিং** 'উপ' শব্দে পশ্চাৎ – রাগমাত্রগাণময় যে বেণুধ্বনি তার দোহার সখাগণের দ্বারা 'গীতা' কীর্তি যাঁর **তং**—সেই বংশীবদন কৃষ্ণকে শ্রীরাধাদি দেখছিলেন। পূর্বের ৪১ শ্লোকে বলা হল 'সাগ্রজ অনুগ,' এখানে কিন্তু শুধু 'অনুগ,' 'সাগ্রজ' পদের এখানে অনুক্তির কারণ এই মধুর রস সূচক গানের ভিতর বড় ভাইএর প্রবেশ প্রায় অনুপযুক্ত। অতএব ছলে বলরামের দূরে সরে পড়া হেতু গুরুজনদের সহিত মিলনে তার অগ্রজতা ভাবই প্রবল হয়ে উঠল। **গোরজশ্ছুরিত ইতি**—কৃষ্ণের ব্রজে আগমন নির্ণয়ে তিনটি হেতু, যথা গোখুর আঘাতে উত্থিত ধূলিজাল, বেণুধ্বনি এবং অনুচরগণের দ্বারা কীর্তিত গানের শব্দ। **অভ্যগমন**—নিকটে গমন, এতে হেতু **দিদৃক্ষিত দৃশো**—দর্শনোৎসুকনয়ন তাঁদের—এই কুমারীদের নয়ন দেখারূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করলেও দর্শনের উৎসুকতাকে কর্তৃত্বে নির্দেশ করা হেতু, এর স্বাতন্ত্র্য বুঝানো হল, এই উৎসুকতা গাঢ় অনুরাগ পর্যায়। আগে তো কাছে কাছে বাছুর চরাতো এখন এই প্রথম বড় বড় গোমহিষ চরানো হেতু দূরগমন-জনিত শঙ্কা উৎপত্তি শ্রীরাধাদির মনে এবং পূর্বের থেকে অধুনা বড় বড় গো মহিষ পালনে কালবিলম্বে আগমন—ইহাই উৎকণ্ঠা বৈশেষ্টে হেতু। **সমেতাঃ**—পরস্পর মিলিতা, সখীভাব হেতু একই গোপন মনের কথা চর্চার জন্য। অতএব ভয় লজ্জাদিরও জলাঞ্জলি। এই মিলনও নিজ নিজ ঘর থেকে সকলেরই যুগপৎ ধাবন হেতু হয়তো বা শ্রীকৃষ্ণ আগমন পথে; অথবা পূর্বে আগতা কুমারীগণের অধীকৃত চিলে কোঠা প্রভৃতি উচ্চস্থান বিশেষে ॥ জী০ ৪২ ॥

৪৩। পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘভৃঙ্গৈস্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎ সৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্॥

৪৩। **অন্বয়ঃ** ব্রজযোষিতঃ (ব্রজরমণ্যঃ) অক্ষিভৃঙ্গৈঃ (নয়নভ্রমরৈঃ) মুকুন্দমুখসারঘং (কৃষ্ণস্য মুখকমলমকরন্দং) পীত্বা অহ্নি বিরহজং তাপং জহুঃ। [কৃষ্ণোঽপি] যৎ সব্রীড়হাসবিনয়ং (সলজ্জহাসবিনয়ৌ যত্র তাদৃশঃ) অপাঙ্গমোক্ষং (কটাক্ষনিক্ষেপং) তৎ সৎকৃতিং (তাভিঃ কৃতং সম্মানং) সমধিগম্য গোষ্ঠং বিবেশ।

৪৩। **মূলানুবাদঃ** ব্রজরমণীগণ তাঁদের নয়নরূপ পানপাত্রে মুকুন্দ মুখমাধুর্য মধু প্রাণভরে পান করে সমস্ত দিনের বিরহতাপ পরিত্যাগ করলেন। কৃষ্ণও তাদের সলজ্জ হাসি বিনয়যুক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপরূপ সৎকার স্বীকার করে গৃহে প্রবেশ করলেন।

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ব্রজবালানাং বিশেষত আকর্ষণমাহ—তং গোপ্যোঽভ্যগমন্ গোরজোভিশ্ছুরিতেষু ব্যাপ্তেষু কুন্তলেষু বদ্ধং বর্হং বন্যপ্রসূনানি চ যস্য রুচিরমীক্ষণং চারুহাসশ্চ যস্য, ঈক্ষণয়োশ্চারুহাসো বা যস্য তম্। দিদৃক্ষিতাঃ সঞ্জাতদর্শনেচ্ছা দৃশো যাসাং তা ইতি গোপীকর্ত্তৃকং লজ্জা ভয়হেতুকং বর্জ্জনমমানয়ন্ত্যো দৃশস্তদাকরণত্বং পরিত্যজ্য স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বং প্রাপ্তা ইতি ধ্বনিঃ। তেন চ প্রতিবেশিনা শ্রোত্রঘ্রাণেন্দ্রিয়াণাং বেণু সৌষ্ঠ্যাঙ্গসৌরভ্য সম্পল্লাভমালক্ষ্য মাৎসর্য্যেণৈব স্বেষাং রক্ষত্বমসহমানাঃ স্বাশ্রয়ভূতা গোপীঃ পরিত্যজ্যৈব সম্পন্নীভবিতুমিব চাপল্যাৎ স্বয়মেব কৃষ্ণপার্শ্বং চলিতা ইত্যুৎপ্রেক্ষা ধ্বন্যতে। সমেতা ইতি সর্ব্বা এব কুলবধ্বঃ স্বস্ব গৃহান্ বিহায় চলন্তি পশ্য মামেব কিং ত্বং বারয়ন্তী বধিষ্যসীতি স্বস্ব শ্বশ্রূঃপ্রত্যুত্তরয়ন্ত্য ইতি ভাবঃ॥ বি০ ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ব্রজবালাদের আকর্ষণই বিশেষ, তাই বলা হচ্ছে, **গোপ্য তং অভ্যগমন্**—গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট গেলেন। গোখুরে উত্থিত ধূলিজালে **ছুরিতঃ**—ব্যাপ্ত কুন্তলে বদ্ধ **বর্হ**—ময়ূর পুচ্ছ ও বন্য ফুল যাঁর, কটাক্ষ পাত অতি মনোহর যাঁর, হাসি অতি সুন্দর যাঁর, অথবা নয়ন যুগলে অতি সুন্দর হাসি যাঁর, 'তং' সেই কৃষ্ণ। **দিদৃক্ষিতাঃ**—যাঁদের নয়নে দর্শনেচ্ছা সঞ্জাত হয়েছে (সেই গোপীগণ)।—গোপীকর্ত্তৃক লজ্জা ভয় হেতু কৃষ্ণ দর্শন-বর্জন অমান্যকারী নয়ন তদা করণ ভাব (কর্তা যদ্দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে) ত্যাগ করে নিজেই কর্তা সেজে বসল, এরূপ ধ্বনি। এই নয়ন যুগল স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব লাভ করে প্রতিবেশী কর্ণ-নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দের বেণুধ্বনির মনোহারিতা, অঙ্গগন্ধ সম্পৎ লাভ দেখে মাৎসর্যেই নিজেদের দৈন্য অসহমানা হয়ে নিজের আশ্রয় গোপীকে পরিত্যাগ করেই যেন ঐ সম্পদ লাভ করবার জন্য চাপল্য বশে নিজেই কৃষ্ণপার্শ্বে চলে গেল—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা ধ্বনিত হচ্ছে এখানে। **সমেতা ইতি**—কুলবধূ সকলেই নিজ নিজ গৃহ ত্যাগ করে কৃষ্ণের নিকটে যেতে লাগলেন—দেখ আমাকে কি তুমি বারণ করছ, বধ করবে না-কি?—এইরূপে নিজ নিজ শ্বাশুরীর প্রতি উত্তর করতে করতে চললেন,—এরূপ ভাব॥ বি০ ৪২॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ততশ্চ যদ্‌বৃত্তং তদাহ—পীত্বেতি ; তৈর্ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা, ব্রজযোষিতঃ পূর্ব্বোক্তাস্তদ্বিশেষা মুকুন্দস্য সর্ব্বদুঃখমোচকত্বেন তাদৃশনাম্নঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখসারঘং মুখকমলস্য সৌন্দর্য্যরূপ-মকরন্দমক্ষিভৃঙ্গৈরক্ষিভিরেব ভৃঙ্গারৈঃ পানপাত্রৈঃ পীত্বা সমাসাদ্যাহ্নি যস্তদ্বিরহস্তেন যস্তাপস্তদ প্রাপ্তিজা তৃষ্ণা, তা জহুঃ ; রাত্রিজবিরহতাপং তু প্রাতর্দর্শনেন জহুরেবেতি ভাবঃ। যৎ যত্রৈব সব্রীড়ো হাসবিনয়ৌ যত্র, তাদৃশমপাঙ্গ মোক্ষং কটাক্ষনিক্ষেপরূপাং তৎসৎকৃতিং, তাভিঃ কৃতং সম্মানং সমধিগম্য মত্বা, গোষ্ঠং গোষ্ঠান্তর্নিজগৃহং বিবেশেতি ॥ জী০ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর যা ঘটল, তা বলা হচ্ছে—'পীত্বা' ইতি। শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অথবা, **ব্রজযোষিত**—পূর্বোক্ত বেশ-ভাব মণ্ডিত মুকুন্দস্য—কৃষ্ণ জীবের সর্বদুঃখ মোচন করেন বলে তাঁর একটি নাম মুকুন্দ, এই মুকুন্দের **মুখসারঘং**—মুখকমলের সৌন্দর্যরূপ মধু **অক্ষিভৃঙ্গৈঃ**—নয়নরূপ পানপাত্রে **পীত্বা**—সম্যক্‌রূপ আস্বাদন করে, **অহ্নি বিরহজং তাপং**—দিবা-কালে যে বিরহ, তৎজনিত যে 'তাপ' অর্থাৎ কৃষ্ণ-অপ্রাপ্তি জনিত যে তৃষ্ণা, তা **জহুঃ**—ত্যাগ করলেন,—রাত্রি জনিত যে বিরহ তাপ, তা তো প্রাতর্দর্শনেই ত্যাগ হয়ে যায়, এরূপ ভাব। **যৎ সব্রীড় ইত্যাদি তৎ সৎকৃতিং**—সলজ্জ হাস-বিনয়ভরা নয়নে গোপীগণ কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপরূপ যে 'সৎকৃতিং' সম্মান প্রকাশ করলেন, তাকে **সমধিগম্য**—স্বীকার করে **গোষ্ঠং**—গোষ্ঠের ভিতরে নিজগৃহে প্রবেশ করলেন তিনি ॥ জী০ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অভিগম্য কিং চক্রুরিত্যত আহ,—পীত্বেতি। মুকুন্দস্য মুখে সারঘং স্মিতরূপং মধু অক্ষিভৃঙ্গৈঃ পীত্বা নত্বপাঙ্গভৃঙ্গৈঃ পীত্বেত্যনেন কৃষ্ণস্যাদৃষ্টগোপীকস্যান্যমনস্কস্যৈব যৎ সাহজিকং স্মিতং তৎ তাভির্নিঃশঙ্কতয়া সম্পূর্ণ নেত্রৈরেব পীতমিতি গম্যতে। ততশ্চ দ্বিতীয়ক্ষণে কৃষ্ণস্য তত্রাবধানে সতি হর্ষোত্থোহাসস্তাসাং যদৈবাজনি তদৈবোদ্ভূতয়া লজ্জয়া সসম্পূর্ণাবলোকো হাসশ্চাবৃতঃ বামকরকৃতমবগুণ্ঠনঞ্চ। কিঞ্চিৎসংবৃত্তং তত্তদাবরণ ব্যঞ্জিতো বিনয়শ্চাভূদিত্যেতৎ সর্ব্বমাধুর্য্যমেব কৃষ্ণোঽনুবভূবেত্যাহ,তৎ সৎকৃতিং তাদৃশা-বলোকনরূপাং সৎকৃতিং তাভিঃ কৃতং কিঞ্চিদুপায়নপ্রদানরূপং সম্মাননমিত্যর্থঃ। সমধিগম্য সম্যগ্ বিদগ্ধ-শিরোমণিত্বাদধিগম্য সরসাস্বাদং স্বীকৃত্য গোষ্ঠং বিবেশ। অত্র সৎকার সমধিগমক্রিয়য়োঃ ক্রমেণ সব্রীড়েত্যাদি বিশেষণদ্বয়ং তেন চ ব্রীড়য়া সহিতো হাসো বিনয়শ্চ যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা তাসাং সৎকৃতিম্। যতঃ প্রাপ্নুবতঃ অপাঙ্গস্য মোক্ষো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা সমধিগম্য গোষ্ঠং বিবেশেত্যর্থঃ। তাভিঃ কৃতা সব্রীড়হাসবিনয়া তাদৃশাবলোক রূপা সৎকৃতিঃ তস্যাশ্চাধিগমঃ কৃষ্ণেন তৎপ্রাপ্নুবদপাঙ্গমোক্ষ সহিতঃ কৃতঃ ইতি ফলিতম্। অত্র সম্পূর্ণ নেত্রাভ্যাং দর্শনে তাসাং লজ্জয়া সদ্যো বিমুখীভাবঃ স্যাদতস্তৎকটাক্ষ প্রাপ্ত্যর্থমেব কৃষ্ণেনাপাঙ্গমোক্ষ ইতি জ্ঞেয়ম্। অথৈতদ্বিবরণং তাভিঃ প্রত্যেকং স্বনয়নাঞ্জনাবৌৎসুক্যং সঞ্চারিণা স্বপরিজনেনানীয়াবলোকন কুসুমমর্পিতং,তথৈব স্বাধরপল্লবাঞ্জলৌ হর্ষসঞ্চারিণা স্বপরিজনেনানীয় অর্পিতং হাসকুসুমঞ্চ গৃহীত্বা এতদ্বস্তুদ্বয়-মেবাস্মদ্গৃহে তত্র ভবতে দেয়মেতাবদেব বস্ত্বস্তি তৎ কৃপয়া গৃহ্যতামিতি যদৈব দর্শিতমতদৈবতদুপায়নমানেতুং

কৃষ্ণেণ স্বপ্রেষ্ঠোঽপাঙ্গোনযুজ্যত। সচ মহাচপল পূর্ব্বমেব তদ্বয়ং তাসামন্তর্গৃহগতমপি চোরয়িতুমুদ্যতঃ, অতঃ কৃষ্ণেনবদ্ধৈব স্থাপিত আসীৎ তাভিস্তাস্মিন্নুপায়নদ্বয়ে প্রকটীকৃত্য দিৎসিতে সতি স এব বন্ধান্মোচিতঃ সন্ শূর ইব শীঘ্রং গত্বা তদ্যদৈব গ্রহীতুমারভত তৎক্ষণ এব তাসাং কোষাধিকারিণ্যা সখ্যা ব্রীড়য়া প্রাদুর্ভূয় তদুপায়নদ্বয়মাবরীতুং প্রববৃতে, ততশ্চ তয়োর্বিগ্রহে প্রবৃত্তে সন্ধ্যর্থং বিনয়ে চ তাসাং পরিজনে সমায়াতে সচ বলবান্ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠোঽপাঙ্গো ব্রীড়া বিনয়াভ্যাং সহিতমেব সহাসাবলোকনমুপায়নমাকৃষ্যানীয় কৃষ্ণায় প্রাদাৎ সচ তত্রিকমতিতুল্লভমহারত্নমিব প্রাপ্য স্বহৃদয়মন্দিরাভ্যন্তর এব স্থাপয়ামাসেতি কথা সৎকার ব্যঞ্জিতোপলব্ধা ব্রীড়াদীনাং সর্ব্বেষামেবচ ব্যঞ্জকত্বেঽপি সৎকার মোক্ষয়োর্ব্যঞ্জকত্বাতিশয়াৎ কথেয়মুপলব্ধা। যদ্বা, ব্রজযোষিতোঽহ্নি তাপং জহুঃ। কান্তা ব্রজযোষিতঃ। যাসামপঙ্গমোক্ষং তত্তাং প্রসিদ্ধাং সংকৃতিং সৎকারং সমধিগম্য গোষ্ঠং বিবেশ। কীদৃশং সব্রীড় হাস বিনয়ম্। অত্র যৎপদস্যোত্তরবাক্যগতত্বান্ন তৎপদাপেক্ষা ॥ বি০ ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অভিগম্য—নিকটে গিয়ে কি করল গোপীগণ, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, 'পীত্বা' ইতি। **মুকুন্দমুখসারঘম্**—মুকুন্দের মুখে যে **সারঘং**—মধু, তা **অক্ষিভৃঙ্গৈ**—'অক্ষি' রূপ পানপাত্রে পান করলেন গোপীগণ—এখানে 'অক্ষিভৃঙ্গৈ' পদ ব্যবহার হল, কিন্তু 'অপাঙ্গ ভৃঙ্গ' পদ নয়—এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে—গোপীগণকে যার তখনও চোখে পড়ে নি সেই অন্য মনস্ক কৃষ্ণের যে সাহজিক মৃদুহাসি, তাই গোপীগণ নিঃশঙ্কভাবে 'অক্ষিভৃঙ্গৈ' সম্পূর্ণ খোলাচোখেপ্রাণভরে পান করলেন কটাক্ষ মাত্র নয়। অতঃপর দ্বিতীয় ক্ষণে গোপীদের সম্বন্ধে কৃষ্ণের মনোযোগ এলে গোপীদের মুখে হর্ষোত্থ হাসির উদয় হল। যখন এরূপ হল, তখন গোপীদের ভিতরে **সব্রীড় হাসি বিনয়ং**—লজ্জায় খোলা চোখের প্রাণভরা অবলোকন ও হাসি বন্ধ হয়ে গেল ও বা-হাতে টানা অবগুণ্ঠনে মুখ কিঞ্চিৎ ঢেকে গেল। এরূপ ঘটলে তখন এই আবরণে প্রকাশিত হল কিঞ্চিৎ বিনয়ও—এরূপে গোপীদের সর্বমাধুর্যই কৃষ্ণ অনুভব করলেন—তাই বলা হচ্ছে, **তৎ সৎকৃতিং**—তাদৃশ অবলোকনরূপা 'সৎকৃতি' অর্থাৎ গোপীগণের কৃত কিঞ্চিৎ উপায়ন প্রদানরূপ সম্মান। **সমধিগম্যং**—যেহেতু তিনি বিদগ্ধ শিরোমণি তাই বলা হল সম্যগ্ 'অধিগম্য' রসাস্বাদনের সহিত স্বীকার করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। এখানে 'সৎকার' ও 'সমধিগম্য' ক্রিয়া দুটিতে ক্রমে 'সব্রীড়' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় প্রয়োগ হয়েছে, তাই অর্থ হচ্ছে, লজ্জার সহিত হাস ও বিনয় 'যৎ' যেখানে 'তৎ' তা যেমন হয় সেইরূপ গোপীদের 'সৎকৃতি' দত্ত সম্মান। যেহেতু উন্মুখতা প্রাপ্ত কটাক্ষের 'মোক্ষ' নিক্ষেপ 'যৎ' যেমন আস্বাদ্য হয় 'তৎ' সেইরূপ আস্বাদ্য 'সৎকৃতিং' সৎকার স্বীকার করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন কৃষ্ণ। গোপীদের কৃত এই সলজ্জ হাসি ও বিনয় সংযুক্ত অবলোকনরূপা সৎকৃতি কৃষ্ণ স্বীকার করে নিলেন, প্রতিদানে একইরূপ মধুর কটাক্ষ গোপীদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, এইরূপে ফল নির্দেশ হল।

অতঃপর এই কথা বিস্তার করে বলা হচ্ছে, যথা—গোপীগণ প্রত্যেকে নিজপরিজন ঔৎসুক্য সঞ্চারী ভাবের দ্বারা উদ্ভূত ও অর্পিত অবলোকন-কুসুম স্বনয়নরূপ শ্রীহস্তে, তথাই নিজ পরিজন হর্ষ সঞ্চারী ভাবের দ্বারা উদ্ভূত ও অর্পিত হাস-কুসুম নিজ অধরপল্লবরূপ অঞ্জলিতে গ্রহণ করে কৃষ্ণের নিকট

৪৪। তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে।
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ॥

৪৪। অন্বয়ঃ পুত্রবৎসলে যশোদারোহিণ্যৌ তয়োঃ পুত্রয়োঃ যথাকামং যথাকালং পরমাশিষঃ (বিধেয় ভক্ষ্যপেয়ত্যুপভোগ্যান্) ব্যধত্তাং (কৃতবত্যৌ)।

৪৪। মূলানুবাদঃ পুত্রবৎসলা যশোদা রোহিণী পুত্র কৃষ্ণরামের আকাঙ্ক্ষানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোগ-সমূহ যথা সময়ে সম্পাদিত করলেন।

যেন বললেন,এই বস্তুদ্বয় যৎসামান্য মাত্রই আমার গৃহে সেখানে আছে,কৃপা করে তুমি গ্রহণ কর। কৃষ্ণ যখন সেই উপায়ন আনবার জন্য নিজ পরিজন কটাক্ষকে নিযুক্ত করলেন, তখন পূর্বেই সে দুই উপায়ন গোপীদের অন্তর্গৃহগত হলেও সেই মহাচপল কটাক্ষ উহাদের চুরি করে আনতে উদ্যত হল, অতএব কৃষ্ণের দ্বারা সেই মহাচপল কটাক্ষ বদ্ধ হয়ে তাঁর নিকট অবস্থিত হল। গোপীগণ সেই উপায়ন বের করে দিলে কৃষ্ণ-কটাক্ষও আটক থেকে মুক্ত হয়ে মহাবীরের মতো শীঘ্র গোপীদের নিকট গিয়ে উপায়নদ্বয় লুটতে আরম্ভ করলো। অমনই গোপীদের কোষাধিকারিণী সখী-লজ্জা প্রাদুর্ভূত হয়ে সেই উপায়নদ্বয়ে আবরণ লাগাতে প্রবৃত্ত হল। অতঃপর তারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে সন্ধির জন্য গোপীদের পরিজন বিনয় এসে উপস্থিত হলে সেই বলবান্ কৃষ্ণ-পরিজন কটাক্ষ লজ্জা-বিনয়দ্বয়ের সহিত সহসাই গোপীদের অবলোকন উপায়ন টেনে এনে কৃষ্ণকে প্রদান করল। কৃষ্ণও সেই লজ্জাদি তিনকে অতি দুর্লভ মহারত্নের মতো পেয়ে নিজ হৃদয়-মন্দির অভ্যন্তরে যত্নে স্থাপন করলেন, এইরূপ কথা 'সৎকার' (সম্মান) পদের ব্যঞ্জনায় উপলব্ধ হয়েছে, ব্রীড়াদি সকলেরই ব্যঞ্জনা শক্তি থাকলেও 'সৎকার' ও 'মোক্ষ' পদদ্বয়ের ব্যঞ্জনা শক্তির আতিশয্য থাকা হেতু এই কথা উপলব্ধ হল। অথবা, ব্রজরমণীগণ দিনগত তাপ পরিত্যাগ করলেন—সেই ব্রজরমণীগণ কারা? যাঁদের 'অপাঙ্গমোক্ষ' **তৎ**—সেই প্রসিদ্ধ 'সৎকৃতি' সৎকারকে **সমধিগম্য**—স্বীকার করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। সব্রীড় হাস বিনয় কিদৃশ? এর উত্তরেই 'যৎ' যাহা **সৎকৃতিং**—এরূপ অন্বয় হয়, কাজেই এখানে 'তৎ' পদের কোন অপেক্ষাই থাকে না॥ বি০ ৪৩॥

৪৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবং তাসামানন্দং দ্বাভ্যামুক্ত্বা মাত্রোর্দ্বয়োরাহ—তয়োরিতি। দ্বয়োরপি দ্বৌ প্রত্যেব স্বপুত্রভাবেন লালনভরং বোধয়তি—যথাকালমিতি। শরদাদৌ সায়ং প্রদোষাদৌ চ সময়ে বিধেয়ানুসারেণ ইত্যর্থঃ; যথাকামং পুত্রয়োঃ স্বয়োর্বা ইচ্ছানুসারেণ। যথেত্যাদিকয়োর্বিপর্য্যয়েণ পাঠঃ ক্বচিৎ। পরমা উৎকৃষ্টা আশিষঃ উপভোগান্ সম্পাদিতবত্যৌ, যতঃ পুত্রবৎসলে; অনেন প্রাগঙ্কারোপণালিঙ্গন-চুম্বনাদিকং কুশলপ্রশ্ন-সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণাদিকঞ্চ, তথা স্তন্যস্রাবার্দ্রবস্ত্রাত্বাদিকঞ্চ সূচিতম্॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে দুই শ্লোকে শ্রীরাধাদি গোপরমণীদের আনন্দ বলবার পর মাতৃদ্বয় যশোদা রোহিণীর আনন্দ বলা হচ্ছে—তয়োঃ ইতি। 'তয়োঃ' ইত্যাদি বাক্যে

৪৫। গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ॥

৪৬। জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে॥

৪৫-৪৬। **অন্বয়ঃ** তত্র ব্রজে সংবিশ্য মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ (স্নানং শরীরমলোদ্বর্ত্তনাদিভিঃ) গতাধ্বানশ্রমৌ রুচিরাং নীবীং (পরিধেয়বস্ত্রং) বসিত্বা (পরিধায়) দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ (মালাচন্দনাভ্যাং শোভিতৌ) জনন্যুপহৃতং স্বাদ্বন্নং (স্বাদু খণ্ডলড্ডুকাদিকং) প্রাশ্য (ভুক্ত্বা) উপলালিতৌ [রামকৃষ্ণৌ] বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুঃ (শয়নং কৃতবন্তৌ)।

৪৫-২৬। **মূলানুবাদঃ** তাঁরা গৃহে স্নান মার্জনাদিতে পথশ্রম দূর করে মনোরম বস্ত্র পরিধান পূর্বক দিব্যমাল্যগন্ধাদিতে ভূষিত হলেন। অনন্তর মায়েদের দ্বারা পরিবেশিত ভোজ্য সুখে ভোজন করে তাম্বুলাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ লালিত হওয়ত ব্রজস্থ মহাপ্রাসাদে মনোরম শয্যায় শয়ন পূর্বক সুখে নিদ্রাগত হলেন।

দুজনেরই কৃষ্ণ-রাম দুই জনের প্রতি স্বপুত্র ভাবে লালন আধিক্য বোঝান হচ্ছে। **যথাকালং**—শরৎ কালাদি এবং সকাল সন্ধ্যাদি সময়ে বিধিসম্মত অনুসারে, এরূপ অর্থ। **যথাকামং** পুত্রদ্বয়ের, বা নিজেদের ইচ্ছানুসারে। কোথাও কোথাও পাঠ 'যথাকালং যথাকামং' এরূপও আছে। **পরমাশিষঃ**—উৎকৃষ্ট উপভোগ সমুদায় **ব্যধত্তাং**—সম্পন্ন করলেন মায়েরা, যেহেতু তারা পুত্রবৎসলা। এর দ্বারা প্রথমে কোলে তুলে নেওয়া, আলিঙ্গন, চুম্বনাদি, কুশল প্রশ্ন এবং সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণাদি, তথা স্তন্যক্ষরণে বস্ত্র ভিজে যাওয়া প্রভৃতি অলৌকিক মাতৃভাবের প্রকাশ সূচিত হল॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যথাকামং পুত্রয়োর্বাঞ্ছিতং ভক্ষ্যাদিকমনতিক্রম্য যথাকালং প্রদোষাদিকং ভোজনকালমনতিক্রম্য পরমাশিষো ভক্ষ্যপরিধেয়াদিভোগান্॥ বি০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যথাকামং**—যথেচ্ছা, পুত্রদের বাঞ্ছিত ভোজন সামগ্রীকে অনাদর না করে **যথাকালং**—সন্ধ্যাদি ভোজন কাল অতিক্রম না করে। **পরমাশিষ**—ভক্ষ্যপরিধেয়াদি ভোগসমূহ॥ বি০ ৪৪॥

৪৫-৪৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** আশীর্বিধানমেব প্রপঞ্চয়তি—গতেতি যুগ্মকেন, গতাধ্বানেতি—ন শ্রমোঽশ্রমঃ, স চেশ্বরত্বাৎ, শ্রীমন্নরলীলাঙ্গীকারেণ তস্যাভাবস্তনশ্রমঃ শ্রম এবেত্যর্থঃ; সংপ্রতি ক্ষণ বিশ্রামলীলায়াং বিগতাধ্বশ্রমাবিত্যর্থঃ। আদি-শব্দেন কেশপ্রসাধন-জলমার্জ্জনাদীনি; স্নেহাদর সম্ভ্রমেণ ক্রমোল্লঙ্ঘনান্মজ্জনস্যাদাবুক্তিঃ; যদ্বা, জলেন ধূলিমপসার্য্য পশ্চাৎ সুগন্ধিদ্রব্যেণ তৎ। নীবীমিতি—অজহল্লক্ষণয়া পরিধানবস্ত্রঞ্চ, উত্তরীয়স্য যজ্ঞোপবীতাৎ প্রাগনপেক্ষত্বাৎ অনুলেপনাদি-শোভা-ব্যবধায়কতয়া

তস্যাগ্রহণাচ্চ। ভূষণানামনুক্তির্বস্ত্রাদীনামিব ম্লানত্বাভাবেন তেষাম্ অপরিবর্ত্তনাৎ প্রাতরেব তদাধিক্যৌচিত্যাচ্চ। জননীভ্যামুপহৃত পরিবিষ্টং প্রাশ্য প্রকর্ষেণ সুখেনাশিত্বা উপলালিতৌ তাম্বূলাদি-মুখবাসার্পণ-সুখগোষ্ঠী শিরোঘ্রাণাদিভিঃ প্রতিলালিতৌ। অত্র ব্রজে তন্মধ্যেইবরোধান্তর্মহাপ্রাসাদে ; তথা চ পাদ্মোত্তর-খণ্ডে বর্ণিতম্—'তস্মিংশ্চ ভবনশ্রেষ্ঠে রম্যে দীপৈর্বিরাজিতে। শ্লক্ষ্ণে বিচিত্রপর্য্যঙ্কে নানাপুষ্পবিবাসিতে। তস্মিন্ শেতে হরিঃ কৃষ্ণঃ শেষে নারায়ণো যথা ॥' ইতি বরশয্যায়াং দিব্যপর্য্যঙ্কোপরি সংবিশ্য শ্রীগাত্রং প্রসার্য্য, অনেন ক্রীড়ার্থং নিদ্রায়াং ক্ষণং বিলম্বো বোধ্যতে। তদেব সূচয়তি—সুখং যথা স্যাদিতি। সখি-দাসাদি-কৃতোপস্কৃত-তাম্বুল-সমর্পণ-চামরান্দোলন-পাদাব্জ-সম্বাহন-নর্ম্ম-গোষ্ঠী-গীত-গানাদি-সুখ-প্রকারেণেত্যর্থঃ ॥

৪৫-৪৬। **শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকানুবাদ ঃ** ভোগের ব্যবস্থা বলা হচ্ছে, যথা—গতা ইতি দুইটি শ্লোকে **গতাধ্বানশ্রমৌ**—[গত+অধ্ব+ন শ্রমৌ] বিগত পথশ্রম কৃষ্ণরাম—ঈশ্বরভাব হেতু 'ন শ্রমো' শ্রমহীন—এখাসে শ্রীমৎ নরলীলা অঙ্গীকারে [তু+অনশ্রম] কিন্তু শ্রম হয়, এরূপ অর্থ করতে হবে। সম্প্রতি কিয়ৎকাল বিশ্রাম লীলাতে বিগত পথশ্রম হলেন কৃষ্ণরাম। 'আদি' শব্দে কেশ প্রসাধন, জল মার্জনাদি। এখানে আগে স্নান পরে গা ঘসা বলার কারণ স্নেহাধিক্য-আদরে ক্রম-উল্লঙ্ঘন। অথবা, জলের দ্বারা ধূলি ময়লা দূর করে দিয়ে পরে সুগন্ধী দ্রব্যের দ্বারা ধীরে ধীরে শরীর মার্জন। **নীবীং**—অজহৎলক্ষণা দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র—যজ্ঞোপবীত ধারণের পূর্বে উত্তরীয়ের কোন অপেক্ষা না থাকা হেতু ও অনুলেপনাদি শোভার ব্যবধানকারী হওয়া হেতু উহার গ্রহণ হয় না, তাই উল্লেখ হল না শ্লোকে। ভূষণের কথা না বলার হেতু বস্ত্রের ন্যায় উহা ময়লা হয় না বলে পরিবর্তন করা হয় না এবং প্রাতঃ কালেই উহা অধিকভাবে পরানো উচিত বলে সর্বাঙ্গে পরিয়ে রাখা হয়েছিল আর পরাবার জায়গা কোথায়, এরূপ ভাব ॥

জনন্যপহৃতং—জননীদ্বয়ের দ্বারা পরিবেশিত অন্ন **প্রাশ্য**—'প্র'+অশিত্বা সুখে ভোজন করে, **উপলালিতৌ**—তাম্বুলাদি মুখবাস অর্পণ, সুখগোষ্ঠী শিরোঘ্রাণাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ লালিত হয়ে। **ব্রজে**—এবং 'ব্রজ' শব্দে ব্রজের মধ্যে প্রাচীরের অন্তরালে মহাপ্রাসাদে। তথা চ পাদ্মোত্তর খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে—"দীপের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত সেই রমণীয় শ্রেষ্ঠ ভবনে নানা পুষ্পে অতি সুবাসিত পালিশ করা বিচিত্র পালঙ্কে হরি কৃষ্ণ শয়ন করলেন, যেমন-নাকি শ্রীনারায়ণ শয়ন করেন শেষ শয্যায়।" এইরূপে দিব্য পালঙ্কোপরি দিব্য শয্যায় প্রবেশ করে গা এলিয়ে দিয়ে—'গা এলিয়ে দিয়ে' এই যে কথাটা এর দ্বারা শয়ন কালীন লীলার প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব বোঝানো হল।—তাই সূচিত করা হচ্ছে, **সুখং**—সুখ যাতে হয় সেই ভাবে নিদ্রাগত হলেন—অর্থাৎ সখি-দাসাদির সাঁজা মশল্যাযুক্ত তাম্বুল সমর্পণ, চামর আন্দোলন পদকমল-সম্বাহন, হাসি ঠাট্টা, গোষ্ঠী গীত গানাদি সুখ প্রকারে নিদ্রাগত হলেন ॥ জী০ ৪৫-৪৬ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকা ঃ** ন শ্রমোইশ্রমঃ সচেশ্বরত্বান্নরলীলয়া তস্যাভাবস্তনশ্রমঃ। গতোইধ্বনোইনশ্রমঃ স এব যয়োস্তৌ নীবীং পরিধানবস্ত্রম্ ॥ বি০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকানুবাদ ঃ ন শ্রমো**—শ্রমহীন, সে হল ঈশ্বরতা হেতু। নরলীলাতে ঈশ্বরত্বে অভাব, তাই এখানে কিন্তু অনশ্রম-শ্রম হয়। পথশ্রম বিগত তারা দুজন। **নীবীং**—পরিধানবস্ত্র ॥

৪৭। এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবননচরঃ ক্বচিৎ।
যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ॥

৪৭। অন্বয়ঃ এবং বৃন্দাবনচরঃ সঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ ক্বচিৎ রামং ঋতে (বিনা) সখিভিঃ (গোপবালকৈঃ) বৃতঃ (পরিবৃতঃ সন্) কালিন্দীং যযৌ।

৪৭। মূলানুবাদঃ [এইরূপে কার্তিক গোপাষ্টমী দিনের লীলা বর্ণন সমাপন করে সেই বর্ষীয় গ্রীষ্ম কালীন কোনও দিনের লীলা বলা হচ্ছে] হে রাজন্! এইরূপে বৃন্দাবনবিহারী ব্রজজনৈক জীবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণে পরিবেষ্টিত হয়ে রাম ছাড়াই যমুনাতটে গমন করলেন।

৪৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অত্রাধ্যায়সমাপ্ত্যকরণং ক্রমপ্রাপ্তামপি পূর্ব্বত্র দুঃখময়তয়া ত্যক্তাং কালিয়দমন-লীলামনুস্মৃত্য বৈচিত্ত্যাৎ। অনুস্মৃতায়াঞ্চ তস্যামাবেশাদেব তাং প্রথমভাগতো বক্তুমারব্ধামপি তন্মাত্রমুক্ত্বা অধ্যায়ঃ সমাপয়িষ্যতে। পুনশ্চ বিহরত্যপি তত্র স্বয়ং ভগবতি যমুনায়াঃ স দোষো নাপগত ইতি শ্রোতৃণামপরিতোষমাশঙ্ক্য 'বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাম্' (শ্রীভা০ ১০।১৬।১) ইত্যেকেনৈব পদ্যেন সা লীলা সূচয়িষ্যতে, রাজপ্রশ্নসমুদ্দীপ্যমানাবেশত্বাদেব তু বিস্তারয়িষ্যতে। অথ তথৈবোপক্রমতে—এবমিত্যাদিনা; এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ গোপালন-ভৃঙ্গাদ্যনুকরণাদিনেত্যর্থঃ। স ব্রজজনৈক-জীবনভূতো বৃন্দাবনচরো ভগবান্ কৃষ্ণ ইতি ভগবত্তায়ামপি সার্দ্রচিত্তস্তদ্বিশেষং স্মরতি। ক্বচিৎ কদাচিদ্গোচারণারম্ভবর্ষস্য নিদাঘে। রামং বিনা ইতি অন্যথানেন তাদৃশসাহসনিষেধময়মাতৃশিক্ষয়া কালিয়হ্রদে প্রবেশো নিবর্য্যেতেতি সম্ভাব্য তস্মিন্ দিন এব তত্র গত ইতি ভাবঃ। বৃতো বেষ্টিতঃ. শ্রীমুখসন্দর্শনাদ্যর্থং সর্ব্বেষামেব প্রেমস্পর্দ্ধয়া পরিতোঽন্তিকাগমনাৎ, বিশেষতঃ স্নেহেন ব্রজেশ্বর্য্যা অনুশাসনাচ্চ॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এখানেই এই ৪৬ শ্লোকের পরই অধ্যায় সমাপ্তি না-করার কারণ ক্রমপ্রাপ্ত হলেও দুঃখসাগরে ডুবে যাওয়ায় পূর্বে যে কালিয়দমন-লীলা ত্যক্ত হয়েছিল, তার স্মরণে গাঢ়োৎকণ্ঠা বহুল অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তি। এবং স্মরণে আসাতে সেই লীলাতে আবেশ হেতুই তা প্রথমভাগ থেকে বলতে আরম্ভ করলেও ৫২ শ্লোক পর্যন্ত মাত্র বলেই অধ্যায় সমাপ্ত করা হল। পুনরায় ভগবান্ সেখানে স্বয়ং বিহার করলেও যমুনার সেই দোষ বিদূরিত হল না, এ জন্যে শ্রোতাদের মনের অপরিতুষ্টির ভাব আশঙ্কা করে 'বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাম্'—(ভা০ ১০।১৬।১) এইরূপে এক শ্লোকে সেই 'বিদূরিত করা' লীলার সূচনা করা হবে। কিন্তু পরেই রাজার প্রশ্নে উদ্দীপনা লাভ করে ঐ লীলাতে আবেশ হেতু বিস্তারিত ভাবেও বলা হবে। অতঃপর সেইরূপই উপক্রম করা হচ্ছে, 'এবম্' ইত্যাদি দ্বারা। **এবং**—পূর্বোক্ত প্রকারে ধেনু পালন ও ভৃঙ্গাদি অনুকরণ দ্বারা বৃন্দাবনে বিহার করে। **স**—ব্রজজনৈক জীবনস্বরূপ, বৃন্দাবন বিহারী, ভগবান্ কৃষ্ণ, ভগবৎ-ভাবের মধ্যেও কৃষ্ণের চিত্ত কোমল, তাই সেই কালিয়ের দৌরাত্ম স্মরণ করেন। **ক্বচিৎ**—গোচারণ আরম্ভ বর্ষের গ্রীষ্ম কালে কদাচিৎ। **রামমৃতে**—রাম বিনা বনে গেলেন—অন্যথা তাদৃশ সাহসের ব্যাপারে যাওয়া বিষয়ে কৃষ্ণকে নিষেধ করার যে শিক্ষা মায়ের কাছ থেকে

৪৮। অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ।
দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্ত্তা বিষদূষিতম্॥

৪৮। অন্বয়ঃ অথ নিদাঘতাপপীড়িতাঃ তৃষ্ণার্ত্তাঃ গাবঃ গোপাশ্চ তস্যাঃ (যমুনায়াঃ) বিষদূষিতং দুষ্টং জলং পপুঃ।

৪৮। মূলানুবাদঃ তখায় নিদাঘ-তাপ-পীড়িত তৃষ্ণার্ত গোগণ ও তৎপর ওদের দুঃখে কাতর হয়ে গোপবালকগণও যমুনার বিষদূষিত জল পান করল।

বলরাম বার বার পেয়েছেন, তাতে তিনি কৃষ্ণকে কালিয় হ্রদে প্রবেশ করতে নিবারণ করতেন, এইরূপ সম্ভাবনা করে সে দিন বলরাম বিনাই সেখানে গেলেন, এরূপ ভাব। **বৃতঃ**—বেষ্টিত, (সখাগণের দ্বারা)—শ্রীমুখ ভাল করে দেখবার জন্য প্রেম-স্পর্ধয় সকলেরই নিকটে গমন হেতু—এবং বিশেষত স্নেহাতিশয্যে ব্রজেশ্বরীর দ্বারা কৃষ্ণকে ঘিরে থাকবার বার বার শাসন হেতু॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ এবং কার্ত্তিক গোপাষ্টমীদিনলীলাং সমাপ্য তদ্বর্ষীয় নিদাঘগতস্য কস্যচিদ্দিনস্য লীলামাহ, এবমিতি। রামমৃতে ইতি জন্মর্ক্ষ শান্তিকস্নানার্থং মাতৃভ্যাং তস্য তদ্দিনে গৃহ এবোপবেশিতত্বাৎ॥ বি০ ৪৭॥

৪৭। শ্রীবিশ্বনাথ টিকানুবাদঃ এইরূপে কার্তিক গোপাষ্টমী দিনের লীলা বর্ণন সমাপণ করে সেই বর্ষীয় গ্রীষ্ম কালের কোনও দিনের লীলা বলা হচ্ছে, এবম্ ইতি। **রামমৃতে**—জন্মনক্ষত্রের শান্তি-স্নানের জন্য মায়ের দ্বারা সে দিন বলরামের গৃহে বসে থাকা হেতু রাম বিনা বনে গেলেন কৃষ্ণ॥ বি ৪৭॥

৪৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ গাবশ্চ গোপাশ্চ অথান্তরমেব পপুরিতি—গাবস্তাবদন্যত্র চালিতা অপি নিদাঘাতপ-পীড়িতাঃ সত্যস্তজ্জলমূর্দ্ধ্বাং যমুনাতীরাং দৃষ্ট্বা পশুতয়া তদ্দোষাজ্ঞানাদেব দ্রুত-গত্যা প্রবিশ্য পপুঃ। গোপাশ্চ তৎপীড়িতাঃ এবং কিন্তু প্রসিদ্ধং তদ্দোষং জানন্তস্তাসাং মৃতিং দৃষ্ট্বা শরীর-জিহাসয়া পপুরিতি জ্ঞেয়ম্; অতএব গোপাশ্চেতি তদনন্তরমুক্তম্। তাশ্চ তে চাগ্রগামিনঃ কতিচিদেব জ্ঞেয়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈকাকিত্বেন পশ্চাত্ত্যক্তুং তৈরশক্যত্বাৎ। সংখ্যাতীত-গোচারণায় সমন্তাদ্ভাগশ এব গন্তুং তেষাং যোগ্যত্বাৎ। পশ্চাদগামিনা শ্রীকৃষ্ণেন দৃশ্যমানানাং গবামপি তৎপানাসম্ভবাৎ; দুষ্টত্বে কারণমাহ—বিষদূষিতমিতি॥ জী০ ৪৮॥

৪৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অথ ইত্যাদি—আগে গোগন তার পরে গোপ-গণ যমুনার বিষজল পান করলো। গোগণ এতক্ষণ অন্যত্র চরে বেড়ালেও গ্রীষ্মের রৌদ্রে পীড়িত হয়ে ঐ জল যমুনাতটের উপর থেকে দেখে পশু বলে তার দোষ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা হেতুই দ্রুত দৌড়ে গিয়ে উহাতে প্রবেশ করে পান করল। গোপগণও সেই রৌদ্রে পীড়িত হল, কিন্তু প্রসিদ্ধ সেই দোষ জানা থাকায় প্রথমে ঐ জল পান করে নি—কিন্তু গোগণকে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়তে দেখে দুঃখে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে

৪৯। বিষান্তস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ।
নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্ব্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ॥

৪৯। **অন্বয়ঃ** কুরূদ্বহ (হে কুরুকুলনন্দন!) তং বিষান্তঃ (বিষদূষিতজলং) উপস্পৃশ্য দৈবোহত-চেতসঃ (দৈবহতবিবেকাঃ) সর্ব্বে (গোপবালকাঃ গাবশ্চ) ব্যসব (বিগত প্রাণাঃ সন্তঃ) সলিলান্তে নিপেতুঃ।

৪৯। **মূলানুবাদঃ** হে কুরুকুলতিলক! কৃষ্ণের লীলাশক্তি বৈভব দ্বারা হতবুদ্ধি গো-গোপবালক-গণ সেই বিষাক্ত জল স্পর্শ মাত্রই প্রাণহীন হয়ে জলপ্রান্তে পতিত হল।

পান করলেন ঐ জল, অতএব গোপগণ পরে পান করলেন, এরূপ বলা হল। গো-গোপগণ, এই যাদের কথা বলা হল, এঁরা সব অগ্রগামী কতিপয় মাত্র, এরূপ বুঝতে হবে—বহুল অংশই শ্রীকৃষ্ণকে একাকী ফেলে যেতে অশক্য হওয়া হেতু, সংখ্যাতীত গোচারণ হেতু সকল দলেই এই গোপ বালকগণের যাওয়ার সামর্থ্য থাকা হেতু—গরু বলে বুদ্ধিহীনা হলেও শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির মধ্যে যারা ছিল সেই পশ্চাৎগামিনী গোগণের সেই বিষদোষিত জল পান অসম্ভব হেতু। জলের এই দুষ্টত্বের কারণ 'বিষদূষিত'॥ জী০ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গাব ইতি পশ্চাৎ শনৈরাগচ্ছন্তং কৃষ্ণমনপেক্ষ্য তৃষ্ণার্ত্তত্বাৎ দ্রুত-গামিন্যঃ তদনুদ্রুতাং কেচন গোপাশ্চ॥ বি০ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গাব ইতি**—পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে চলমান্ কৃষ্ণকে অপেক্ষা না করে তৃষ্ণার্ত হওয়া হেতু দ্রুতগামিনী গোগণ এবং তাদের পিছে পিছে ধাবমান্ কোনও কোনও গোপবালকগণ॥ বি০ ৪৮॥

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** এতচ্চ সর্ব্বং শ্রীভগবতো ভাবিলীলাবিশেষাধিষ্ঠাতৃশক্তি বৈভবমেবেত্যাহ—দেবো ভগবান্, তস্যেদং দৈবং লীলাশক্তিবৈভবম্, তেনোপহতং জ্ঞানং যেষাং তে; তদুক্তম্ 'ঈশচেষ্টিত' ইতি, বক্ষ্যতে চ—'কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা' ইতি। উপস্পৃশ্য কিঞ্চিদাচম্য; বিষান্ত ইতি—পুনরুক্তি-স্তদ্বিশেষবিক্ষয়া। ব্যসব ইবাত্র চ তাদৃশদৈবমেব কারণম্॥ জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ দৈব**—দেব সম্বন্ধীয়-এই সব কিছুই শ্রীভগবানের ভাবিলীলা বিশেষের অধিষ্ঠাতৃ শক্তি-বৈভব, তাই বলা হচ্ছে, **দেব**-ভগবান্,তাঁর এই দৈব অর্থাৎ লীলাশক্তি-বৈভব, তার দ্বারা অভিভূত জ্ঞান যাঁদের সেই গো-গোপবালকগণ। তা এই ভাগবতেই বলা হচ্ছে, যথা—'ঈষচেষ্টিত' এবং 'অদ্ভুত কর্মা কৃষ্ণ' ইত্যাদি বাক্যে। **উপস্পৃশ্য**—কিঞ্চিৎ মুখে দিয়ে। **বিষান্ত ইতি**—'বিষজল' বাক্যটি যে পুনরায় উক্ত হল তার উদ্দেশ্য এই বিষজল যে বিশেষ-কিছু অর্থাৎ ইহা যে সাংঘাতিক তাই বলা॥ জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** দেবো ভগবাংস্তস্যেদং দৈবং লীলাশক্তিবৈভবং তেনোপহতবুদ্ধয়ঃ। কৃষ্ণেনাদ্ভুত কর্ম্মণে" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ব্যসব ইতি লীলাসৌষ্ঠবার্থং যোগমায়য়ৈব নিত্যানামপি তেষামসূনা-চ্ছাদ্য তথা দর্শনাৎ॥ বি০ ৪৯॥

৫০। বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ॥

৫১। তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায় জলান্তিকাৎ।
আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্ব্বে বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্॥

৫০। **অন্বয়ঃ** যোগেশ্বরেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ স্বনাথান্ (নিজপাল্যান্) তান্ তথাভূতান্ বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বৈ অমৃতবর্ষিণ্যা ঈক্ষয়া (দৃষ্টিপাতেন) সমজীবয়ৎ।

৫১। **অন্বয়ঃ** তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ (সদ্যসম্প্রাপ্ত জ্ঞানা) সর্ব্বে জলান্তিকাৎ সমুত্থায় পরস্পরং বীক্ষ্যমানাঃ (সংপশ্যন্তঃ) সুবিস্মিতাঃ আসন্।

৫০। **মূলানুবাদঃ** যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজ আশ্রিত জনদের তথাভূত অবস্থায় পতিত দেখে অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিপাতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তুললেন তাঁদের।

৫১। **মূলানুবাদঃ** সদ্য সম্প্রাপ্ত স্মৃতি তাঁরা সকলে জলের কিনার থেকে উঠে এসে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন, অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে।

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকানুবাদঃ** দেবো—ভগবান্, তারই এই **দৈবং**—লীলাশক্তি বৈভব—এর দ্বারা **উপহৃত**—আচ্ছন্ন বুদ্ধি গো-গোপগণ,—'অদ্ভুত কর্মা কৃষ্ণের দ্বারা কৃত" এরূপ ভাগবতে বলা থাকা হেতু এখানে এরূপ অর্থ করা হল॥ বি০ ৪৯॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বৈ এব ঈক্ষয়েত্যবিলম্বং বোধয়তি, যতঃ স্বনাথান্ অনন্যগতীন্, অতএবামৃতবর্ষিণ্যা প্রাকৃতানাং প্রাকৃতমমৃতমিব তেষাং তদীয়ানামেকং, জীবনহেতুং কারুণ্যং বর্ষিতুং শীলং যস্যাঃ; যদ্বা, অমৃতং তাদৃশং কারুণ্যাশ্রুজলং, তদ্বর্ষিণ্যা; যথোক্তং দ্বিতীয়ে (৭।২৮) 'যদ্বৈ ব্রজে ব্রজপশূন্ বিষতোয়পীতান্,পালানজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা' ইতি। সম্যগ্ গ্লানিশোকাদিনিরাসেন যুগপদেবাজীবয়ৎ স্বস্থানকরোৎ। তাদৃশী শক্তির্ন কৃত্রিমা, কিন্তু স্বাভাবিক্যেবেত্যাহ—যোগেশ্বরেশ্বর ইতি। যদুপাসনা-বিশেষেণৈব যোগেশ্বরাণামপি তত্তচ্ছক্তিরিতার্থঃ॥ জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ঈক্ষয়া বৈ**—'বৈ' এব, দেখবা মাত্রই,—এখানে এই 'বৈ' পদে 'দেখার' বিলম্ব রাহিত্য বোঝানো হচ্ছে। ত্বরার কারণ **স্বনাথান্**—এরা যে অনন্যগতি; অতএব **অমৃতবর্ষিণ্যা**—অমৃতবর্ষিণী **ঈক্ষয়া**—দৃষ্টিদ্বারা প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত অমৃতের মত সেই তদীয়দের একমাত্র জীবন হেতু কারুণ্য বর্ষণ করাই যার স্বভাব সেই দৃষ্টি। অথবা, 'অমৃতং' তাদৃশ কারুণ্য-অশ্রুজল, এই অশ্রুজলবর্ষী দৃষ্টিদ্বারা যথা—শ্রীভা০ ২।৭।২৮ শ্লোকে—"যেহেতু ব্রজে ব্রজপশু ও গোপগণ যমুনার বিষাক্ত জল পান করলে 'কৃপামৃত-বৃষ্টিবর্ষণে' তাদিকে যিনি জীবিত করবেন।" **সমজীবয়ৎ**—'সম্' সম্যক্, গ্লানি শোকাদি নিরাসের দ্বারা যুগপৎই সুস্থ্য করে তুললেন। তাদৃশ শক্তি কৃত্রিম হতে পারে না, কিন্তু

৫২। অন্বমংসত তদ্রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ধেনুকবধো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

৫২। অন্বয়ঃ হে রাজন্! বিষং পীত্বা পরেতস্য (মৃতস্য) আত্মনঃ যৎ পুনরুত্থানং তৎ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতং (গোবিন্দস্য কৃপাবলোকনমেব) অন্বমংসত (অনুমোদিতবন্তঃ)।

৫২। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! অনন্তর তারা সিদ্ধান্ত করলেন, এই যে বিষপানে মরে গিয়েও বেঁচে উঠলাম, এ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি প্রভাবেই হয়েছে।

স্বাভাবিকই, তাই বলা হচ্ছে—যোগেশ্বরেশ্বর। অর্থাৎ যার উপাসনা বিশেষের দ্বারা যোগেশ্বরগণেরও সেই সেই শক্তি এরূপ অর্থ॥ জী॰ ৫০॥

৫১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ সুবিস্মিতাঃ সুষুপ্তেরিব সর্ব্বেষামেকদৈব সদ্যঃ সমুত্থানাৎ পরস্পরং বীক্ষ্যমাণা ইত্যন্তর্বিস্ময়স্বভাবাৎ॥ জী॰ ৫১॥

৫১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ সুবিস্মিতাঃ—সুষুপ্তির মতো সকলেরই একই সময়ে সদ্য সমুত্থান হেতু পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন—অত্যন্ত বিস্ময়ের প্রকৃতি এরূপ হওয়া হেতু॥ জী॰ ৫১॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তে জলান্তিকাৎ সমুত্থায় সুবিস্মিতা ইতি। মৃতা এব বয়ং কেন জীবিতাঃ কেনাপ্যৌষধেন বিষহরমন্ত্রেণ বা পরস্পরমিতি সখে, কিং ত্বমেতদ্রহস্যং জানাসীতি প্রত্যেক প্রশ্নাৎ। এবং মহাসন্দেহে প্রবর্ত্তমানে ভো বয়স্যাঃ, আং ময়ৈবৈতৎ কারণং "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে"তি গর্গাচার্য্যবচন স্মরণাৎ সম্যগবগতমিতি কেনাপ্যুক্তে সতি সর্ব্বে এব সম্যক্ প্রকারেণ প্রতীতা প্রতীতি বিষয়ীকৃতা স্মৃতিস্তদীয়া যৈস্তথাভূতা আসন্নিত্যন্বয়ঃ॥ বি॰ ৫১॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তাঁরা জলের তট থেকে উঠে এসে **সুবিস্মিতা**—অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। মৃত আমরা কিসের দ্বারা জীবিত হলাম, কোনও ঔষধে, কি কোনও বিষহর মন্ত্রে। **পরস্পরম্ বীক্ষ্যমাণাঃ**—পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন, হে সখে, তুমি কি জানো, কি এই রহস্য, এরূপ প্রশ্ন যেন চোখে, এরূপে মহা সন্দেহ উঠালে অন্য কোনও সখা চোক্ষের ইঙ্গিতে বললেন—ভো বয়স্যগণ! এর কারণ আমি জানি, শোন—"এই যে বালকটিকে সম্মুখে দেখছ, এ তোমাদিগকে অনায়াসে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।' কৃষ্ণরামের নামকরণ কালে গর্গাচার্যের এই উক্তি স্মরণ পড়ায় আমি অবগত হলাম রহস্যটা, এইরূপ কোনও বালক চোখের ইসারায় বললে সকলেই **সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ**—লব্ধস্মৃতি হলেন—সম্যক্ প্রকারে 'প্রতীতা'-প্রতীতির বিষয়ীকৃত কৃষ্ণের স্মৃতি; 'যৈ' যাদের, তারা সুবিস্মিতা হলেন॥

৫২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** গোবিন্দস্য গোকুলেন্দ্রস্যানুগ্রহেক্ষিতম্ অন্বমংসত অনুমিতবন্তঃ ; যদ্বা, বিষং পীত্বা পরেতস্যাপ্যাত্মনঃ পুনরুত্থানমিতি, এতদপ্যঘাসুরাৎ আত্মনাং মোক্ষণমনুস্মৃত্যেতি জ্ঞেয়ম্ ; হে রাজন্নিতি—ভবাদৃশামেতদ্যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ জী০ ৫২ ॥

৫২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোবিন্দানুহেক্ষিতম্**—ইহা গোকুলেন্দ্রর কৃপাদৃষ্টি, এরূপ **অন্বমংসত**—অনুমান করলেন—অথবা, বিষ পান করে **পরেতস্য**—মরে গিয়েও, **আত্মনঃ** নিজে নিজেই পুনরায় উত্থান। এরূপ অনুমানও অঘাসুর থেকে নিজেদের মুক্তির ঘটনা স্মরণ থেকেই এল ॥ জী০ ৫২ ॥

৫২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অনু অনন্তরমৈকমাত্তেন ব্রজরাজেষ্টদেব শ্রীনারায়ণেনাবিষ্টস্য গোবিন্দস্য অনুগ্রহেক্ষিতমেব কারণমমংসত। যস্মাৎ পীত্বা বিষমিত্যাদি ॥ বি০ ৫২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমেঽস্মিন্ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৫২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অন্বমংসত**—অনন্তর নির্ণয় করলেন—অনন্তর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলে স্থির হল যে, এ একমাত্র ব্রজরাজের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণের দ্বারা আবিষ্ট গোবিন্দের অনুগ্রহ দৃষ্টিই কারণ। যেহেতু বিষপানে মরে গিয়েই বেঁচে উঠলাম ॥ বি০ ৫২ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-পঞ্চদশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।